পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1644, Saturday, August 30, 2025 FREE www.parichoy.com

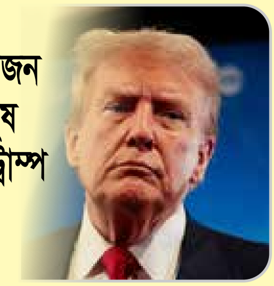

‘আমি মোদিকে একজন অত্যন্ত ভয়ংকর মানুষ মনে করি’ বললেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- বিপর্যয়ে আমেরিকার হাল ধরতে প্রস্তুত ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স, ট্রাম্পের স্বাস্থ্য ‘দারুণ’ বলেও কি নয়া জল্পনা উস্কে দিলেন তিনি? - ৫ম পাতায়
- রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে ‘মোদির যুদ্ধ’ বলল হোয়াইট হাউস- ৫ম পাতায়
- মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞায় আব্বাসসহ ৮০ ফিলিস্তিনি নেতা আসতে পারছেন না জাতিসংঘের সম্মেলনে- ৫ম পাতায়
- ৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি - রিপোর্ট জার্মান পত্রিকার - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ফায়ার গান দিয়ে কোরআন পুড়িয়ে বিতর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী - ৬ষ্ঠ পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ানো নিষিদ্ধ করল ট্রাম্প প্রশাসন - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ‘ট্রাম্পকে খুন করো’, ‘পরমাণু বোমা মারো ভারতে’! রাইফেলে লিখে রেখেছিল মার্কিন স্কুলে হামলাকারী বন্দুকবাজ - ৭ম পাতায়
- ঢাকা-ইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠতা: দক্ষিণ এশিয়ার নতুন সমীকরণ, উদ্বেগে নয়াদিল্লি -৮ম পাতায়
- বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বিবর্ণ চিত্র, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের রিপোর্ট -৯ম পাতায়

ট্রাম্প-আরোপিত বহু শুল্কই বেআইনি!

রায় আপীল আদালতের, তবে স্থগিতাদেশ এখনই নয়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

‘নতুন বাংলাদেশ’ ভিন্ন মত-পথের দমন, মবের পালন?

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

“ কে কি বললেন ”

● “যদি ভয়াবহ কোনও বিপর্যয় হয়, তা হলে আমি রাজি।”- তিনি কি আমেরিকাকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত? এমন প্রশ্নের উত্তরে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স

● ভারত যদি রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের ব্যবসা কমাতে না পারে, তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের ওপর শাস্তিমূলক শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেবেন না - ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হাসেট

● ভারত আমাদের ডলার দিয়ে রুশ তেল কিনছে - ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো

● আগামী সংসদ নির্বাচন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হবে - নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনোয়ারুল ইসলাম সরকার

● নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন না হলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে - বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের কোনো প্রত্যাশা নেই - বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

● ‘ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এটি আমি বিশ্বাস করি না। জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি তার দল আর জামায়াতের সঙ্গে ড. ইউনূসের রাতের যোগাযোগ আছে। প্র্যাক্টিক্যালি জামায়াত দেশ চালাচ্ছে। ’- বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান

● “ড. ইউনূস সাহেব দায়িত্ব নেয়ার পর বলেছিলেন, আপনারা আমাকে প্রাণ খুলে সমালোচনা করেন। এখন হালকার ওপর ঝাপসা সমালোচনাই সহ্য করতে পারছেন পরিচয় ডেস্ক : না।”- সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাসুদ কামাল

বিপর্যয়ে আমেরিকার হাল ধরতে প্রস্তুত ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স, ট্রাম্পের স্বাস্থ্য 'দারুণ' বলেও কি নয়া জল্পনা উস্কে দিলেন তিনি?

পরিচয় ডেস্ক : যে কোনও বিপর্যয়ে আমেরিকার হাল ধরতে প্রস্তুত যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। গত ২৮ আগষ্টবৃহস্পতিবার আমেরিকার একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কি আমেরিকাকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত? ভান্স বলেন, "যদি ভয়াবহ কোনও বিপর্যয় হয়, তা হলে আমি রাজি।"'

২০২৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকার কথা ট্রাম্পেরই। আর তাঁর ডেপুটি থাকার কথা ভান্সের। সাক্ষাৎকারে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট অবশ্য জানিয়েছেন, অশীতিপর ট্রাম্পের স্বাস্থ্য 'দারুণ' রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জীবনীশক্তিতে ভরপুর বলেও শংসাপত্র দিয়েছেন ভান্স। ভাইস প্রেসিডেন্টের কথায়, "আমি নিশ্চিত যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভাল আছেন। তিনি (প্রেসিডেন্ট হিসাবে) পুরো মেয়াদ

ভান্স বিপর্যয় বলতে কী বুঝিয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। কারণ, তিনি তা ব্যাখ্যা করেননি। তবে তাঁর ওই মন্তব্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ, কোনও কারণে পদচ্যুত না-হলে বা ইস্তফা না দিলে শেষ করবেন এবং আমেরিকার নাগরিকদের জন্য দারুণ দারুণ কাজ করবেন।" ট্রাম্পের প্রশংসা করে ভান্সের সংযোজন, "তিনি (ট্রাম্প) অনেক রাত অবধি কাজ করেন,

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে 'মোদির যুদ্ধ' বলল হোয়াইট হাউস

পরিচয় ডেস্ক : চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন এক হোয়াইট হাউস কর্মকর্তা। এ মন্তব্যের মাধ্যমে মস্কো থেকে তেল কেনা বন্ধ করতে দিল্লির ওপর চাপ বাড়াল যুক্তরাষ্ট্র।

বুধবার ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এই মন্তব্য করেন মার্কিন বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া থেকে তেল ও অস্ত্র কেনার কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক, যা যুক্তরাষ্ট্রের দাবি অনুযায়ী রাশিয়ার যুদ্ধ তহবিলের প্রধান উৎস।

অন্যদিকে ভারত ট্রাম্প প্রশাসনের এই অতিরিক্ত শুল্ককে 'অন্যায্য' আখ্যা দিয়ে বলেছে, তারা জনগণের স্বার্থে সাশ্রয়ী মূল্যে তেল কেনা অব্যাহত রাখবে। বর্তমানে ভারতের মোট তেলের ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশই আসে রাশিয়া থেকে, যা ২০২২

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞায় আব্বাসসহ ৮০ ফিলিস্তিনি নেতা আসতে পারছেন না জাতিসংঘের সম্মেলনে

পরিচয় ডেস্ক : ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। আগামী মাসে জাতিসংঘে বিশ্ব নেতাদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে আসার কথা ছিল তার। ওই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি মিত্র দেশ ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে বলে জানা গেছে। কিন্তু এর মধ্যেই মাহমুদ আব্বাসের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করলো ওয়াশিংটন।

পররাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেছেন, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন এবং পশ্চিম তীর-ভিত্তিক ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সদস্যদের ভিসা প্রত্যাখ্যান এবং বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে আব্বাস এবং প্রায় ৮০ জন ফিলিস্তিনি নেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

ম্যানহাটনে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে বার্ষিক উচ্চ-পর্যায়ের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউ ইয়র্ক আসার পরিকল্পনা করছিলেন মাহমুদ আব্বাস। সেখানে ফ্রান্স ও সৌদি আরব আয়োজিত একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তার। ওই সম্মেলনে ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা আনুষ্ঠানিকভাবে

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

নিজের ছবি প্রাপ্তবয়স্কদের সাইটে প্রকাশে ক্ষেপলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক : ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি সম্প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন একটি পর্নসাইটে নিজের ও অন্যান্য নারীদের ছবি প্রকাশিত হওয়ার ঘটনায়। তিনি বিষয়টিকে 'জঘন্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটানো ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত ও শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

পর্নসাইটে মেলোনির ছবি ছাড়াও তার বোন আরিয়ানা ও বিরোধীদলীয় নেতা এলি শাখলিনের ছবি পাওয়া গেছে। সাইটটির ব্যবস্থাপনা দল বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সাইট বন্ধ করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভের কারণ হলো, ছবিগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

নির্যাতনের পর ভারত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ সীমান্তে ঠেলে পাঠাচ্ছে - হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

পরিচয় ডেস্ক : ভারতে আশ্রয় নেয়া অনেক রোহিঙ্গাকে নির্যাতন ও বিতাড়নের অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সংস্থাটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বৃহস্পতিবার দাবি করা হয়, ২০২৫ সালের মে মাস থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বহু জাতিগত রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে কোনো অধিকার সুরক্ষা ছাড়াই জোরপূর্বক ঠেলে দিয়েছে। শত শত রোহিঙ্গাকে নির্বিচারে আটক করেছে এবং তাদের মধ্যে অনেককে নির্যাতনও করেছে।

এইচআরডব্লিউ এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক ইলেইন পিয়ারসন বলেন, 'ভারত সরকার রোহিঙ্গাদের তাড়িয়ে দিয়ে মানবিক জীবন ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি চরম অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। মিয়ানমারে নিপীড়নের শিকার এ শরণার্থীদের প্রতি নেয়া পদক্ষেপগুলো বিজেপির মুসলিমদের "অবৈধ অনুপ্রবেশকারী" হিসেবে চিত্রিত করার নীতিকে প্রতিফলিত করে।'

এতে বলা হয়, চলতি বছরের মে মাসে ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) অবৈধ অভিবাসীদের উৎখাতে অভিযান শুরু করে, যার বলি হয় অনেক রোহিঙ্গা শরণার্থী ও বাংলাভাষী মুসলিম। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থায় (ইউএনএইচসিআর) নিবন্ধিত থাকার পরও অন্তত ১৯২ জন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। কর্তৃপক্ষ আরো ৪০ জনকে মিয়ানমারের উপকূলের কাছাকাছি নিয়ে সাঁতার কেটে তীরে যেতে বাধ্য করে বলে অভিযোগ রয়েছে। দমন-নীতির ভয়ে অনেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়।

বাংলাদেশে কক্সবাজার শরণার্থী শিবিরে সম্প্রতি ভারতে থেকে আসা নয়জন রোহিঙ্গা নারী-পুরুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। মে মাসে বিতাড়িত ছয়জন অভিযোগ করেন, 'ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের অর্থ, মোবাইল ফোন ও ইউএনএইচসিআর নিবন্ধন কার্ড কেড়ে নিয়েছে। পুলিশি হুমকির মুখে অন্য তিনজন যথাক্রমে জম্মু-কাশ্মীর, অন্ধ্র প্রদেশ ও দিল্লি থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন।'

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

‘আমি মোদিকে একজন অত্যন্ত ভয়ংকর মানুষ মনে করি’ বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ‘অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যক্তি’ আখ্যা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে তিনি আবারও দাবি করেছেন, গত মে মাসে জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাকিস্তানের যে সংঘাত শুরু হয়েছিল, সেটি তার ফোনকলের কারণে থেমেছিল। গত মঙ্গলবার (২৬ আগষ্ট)যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার বৈঠকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত ঠেকিয়ে কিভাবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়িয়েছিলেন সেই বর্ণনা দেন। এরপর ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের সময় নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনালাপের বর্ণনা দেন। এ সময় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ তার পাশে বসে ছিলেন। ট্রাম্প বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত শুরু হলে আমি মোদিকে ফোন করি। তাকে জিজ্ঞেস করি, পাকিস্তানের সঙ্গে কী চলছে? আমি তাকে একজন অত্যন্ত ভয়ংকর মানুষ মনে করি। ফোনকলে তার রাগ ও ঘৃণা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। দুই দেশের মধ্যে এই বৈরিতা অবশ্য বহু পুরনো, শত শত বছরের শত্রুতার মতো।’

ট্রাম্প আরো জানান, ওই ফোনকলে তিনি মোদিকে সতর্ক করেছিলেন, ‘আমি বলেছিলাম, আমি আপনাদের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করতে চাই না। যদি সংঘাত পরমাণু যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়, তাহলে সেটাই আপনাদের পরিণতি হবে। আমি আরো বলেছিলাম, আগামীকাল যদি ফোন না করেন এবং সংঘাত না থামান; তাহলে শুধু বাণিজ্য চুক্তিই বাতিল করব না, এমন শুল্ক আরোপ করব যাতে আপনাদের মাথা ঘুরে যাবে।’

ট্রাম্পের দাবি, তার সঙ্গে আলোচনার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছিল। তার ভাষ্য, পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এটি (চুক্তি) সম্পন্ন হয়েছে। এখন হয়তো আবার (যুদ্ধ) শুরু হবেড়আমি জানি না, তবে হবে না বলেই মনে করি। তবে যদি (যুদ্ধ শুরু) হয়, তাহলে আমি এটি বন্ধ করব। আমরা এগুলো হতে দিতে পারি না।’

ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতার যে দাবি ট্রাম্প করে আসছেন, তা বরাবরই অস্বীকার করে আসছে ভারত। নয়াদিল্লির দাবি, পাকিস্তানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০ মে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি - রিপোর্ট জার্মান পত্রিকার

পরিচয় ডেস্ক : সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বলার জন্য অন্তত চারবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় এ নেতা তার ফোন ধরেননি। জার্মান সংবাদপত্র ফ্রাঙ্কফুর্টার অ্যালজেমেইন (Frankfurter Allgemeine) এ খবর প্রকাশ করেছে। সংবাদপত্রটি বলেছে, মোদি গভীর ক্রোধের বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ফায়ার গান দিয়ে কোরআন পুড়িয়ে বিতর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল প্রার্থী ভ্যালেন্টিনা গোমেজ ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন পোড়ানোর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ শেয়ার করার পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছেন। বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও রিপাবলিকান পার্টি থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, গোমেজ ফায়ার গান ব্যবহার করে কোরআনে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। একই সময়ে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি টেক্সাসে ইসলামকে শেষ করে দেব, হে ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন। খ্রিষ্টান দেশগুলো দখল করতে মুসলিমরা ধর্ষণ ও হত্যা করছে।’ বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ানো নিষিদ্ধ করল ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ালে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে নতুন নির্বাহী আদেশে সই করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার স্বাক্ষরিত এ আদেশে বলা হয়েছে, ‘যদি কেউ পতাকা পোড়ায়, তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। কোনো ছাড় বা আগাম মুক্তি নেই।’ আদেশে আরও বলা হয়েছে, বিদেশি নাগরিকরা পতাকা পোড়ালে তাদের ভিসা বাতিল ও বহিষ্কার করা হবে। তবে এ-সংক্রান্ত অভিযোগের কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি প্রশাসন। আদেশে স্বাক্ষরের সময় ট্রাম্প বলেন, ‘আপনি যদি পতাকা পোড়ান, আপনার এক বছরের জেল হবে। জেল থেকে আগে আগে বেরও হতে পারবেন না।’ যদিও ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে পতাকা পোড়ানোকে প্রথম সংশোধনীর আওতায় সুরক্ষিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে অপসারণ ট্রাম্পের, আদালতের দ্বারস্থ লিসা কুক

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর লিসা কুককে খুব দ্রুত অপসারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ এ কথা জানান ট্রাম্প।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প জানান, কুকের বিরুদ্ধে বন্ধকী ঋণের নথিতে ভুয়া তথ্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কুক মিশিগানে একটি বাড়িকে নিজের প্রধান আবাস হিসেবে দেখিয়ে নথিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। মাত্র দুই সপ্তাহ পর জর্জিয়ার আরেকটি সম্পত্তির

জন্যও একই ঘোষণা দিয়ে নথি জমা দেন তিনি। ট্রাম্প লেখেন, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর দ্বিতীয় নথি স্বাক্ষরের সময় আপনি তা জানতেন না, এটা বিশ্বাস করা কঠিন।’

এ ঘটনার জেরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফেডারেল রিজার্ভের বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য লিসা কুককে তৎক্ষণাৎ পদ থেকে অপসারণের ঘোষণা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তার চলমান বিরোধে এটিকে বড় ধরনের উত্তেজনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প-আরোপিত বহু শুল্কই বেআইনি ! রায় আপীল আদালতের, তবে স্থগিতাদেশ এখনই নয়

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ৯ম ফেডেরাল সার্কিটের আপিল আদালতে শুল্ক সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি হয়েছে। ২৯ আগষ্ট শুক্রবার তার রায়ে আদালত জানিয়েছে, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনেক সিদ্ধান্তই বেআইনি৷

আপীল আদালতে বড় ধাক্কা খেলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক আরোপ করে বিশ্ব অর্থনীতিকে যে ভাবে তিনি ওলট-পালট করে দিয়েছেন, তা বেআইনি। এমনটাই জানাল আমেরিকার এক আপিল আদালত। যদিও শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে এখনই স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে না। আরও কিছু দিন এ নিয়ে লড়াই করার সময় পাবেন ট্রাম্প। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন জানাবেন তিনি। সেখান থেকেও যদি তাঁর সিদ্ধান্তকে বেআইনি বলে দেগে দেওয়া হয়, তবে শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে আমেরিকাকে।

আমেরিকার ফেডেরাল সার্কিটের আপিল আদালতে শুল্ক সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি হয়েছে। ২৯ আগষ্ট শুক্রবার তার রায়ে আদালত জানিয়েছে, এ বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনেক সিদ্ধান্তই বেআইনি। এ ভাবে শুল্ক আরোপ করে দেওয়া যায় না। এর আগে নিম্ন আদালতে এই মামলা উঠেছিল। সেখান থেকে যে রায় দেওয়া হয়েছিল, আপিল আদালত তা-ই বলবৎ রেখেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ট্রাম্প তাঁর জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এত দেশের উপর এত রকমের শুল্ক আরোপ করেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি নিজের কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছেন।

শুল্কের বিরুদ্ধে অবস্থান স্পষ্ট করেও প্রেসিডেন্টকে সময় দিয়েছে আদালত। জানিয়েছে, আপাতত অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই শুল্কই বহাল থাকবে। তার পর এ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এই সময়ের মধ্যে মামলাটিকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়ে যেতে পারবেন ট্রাম্প। তিনি নিজেও সেই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন।

আপিল আদালতের রায়কে সমাজমাধ্যমে 'ভুল' বলে উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প। লিখেছেন, ''সমস্ত শুল্কই এখনও বহাল রয়েছে। আপিল আদালত

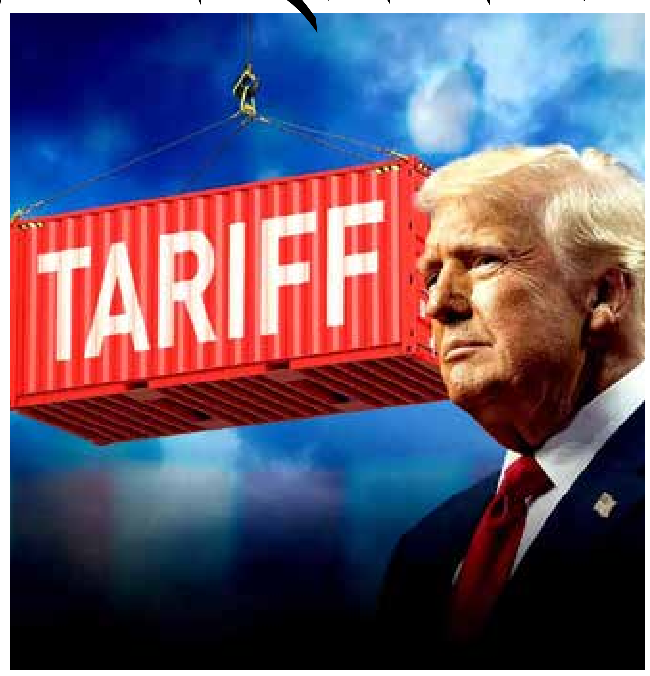

জানিয়েছে আমাদের শুল্ক তুলে নেওয়া উচিত, এটা ভুল। কিন্তু ওরাও জানে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা জিতবে।'' শুল্ক তুলে নিতে হলে তা দেশের জন্য 'বিপর্যয়' ডেকে আনবে বলে মনে করেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর কথায়, ''যদি এই শুল্ক কখনও তুলে নিতে হয়, তা আমেরিকার জন্য বিপর্যয় হবে। আমরা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ব।'' ট্রাম্প আরও বলেছেন, ''বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি আমেরিকা আর সহ্য করবে না। অনৈতিক, একতরফা শুল্কও সহ্য করা হবে না। অন্যান্য দেশ আমাদের উপর ইচ্ছামতো শুল্ক আরোপ করে আমাদের উৎপাদনকারীদের এত দিন ঠকিয়ে এসেছে। যদি আপিল আদালতের এই রায় বহাল থাকে, তবে তা আমেরিকাকে ধ্বংস করে দেবে।'' আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের সাহায্যেই এই শুল্ক কার্যকর করবেন বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

উল্লেখ্য, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পরেই বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প। এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ শুল্ক রয়েছে ভারত এবং ব্রাজিলের উপরড় ৫০ শতাংশ। ট্রাম্পের শুল্কের ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটেছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেরও অবনতি হয়েছে। এমন সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকার অভ্যন্তরেও ট্রাম্প সমালোচিত হচ্ছেন। এ বার আদালতও জানিয়ে দিল, তাঁর সিদ্ধান্ত বেআইনি।

কেন ট্রাম্পের শুল্ককে বেআইনি বলল আদালত?
আমেরিকার আইনে প্রেসিডেন্ট কতটা ক্ষমতা পান?

জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শুল্ক আরোপ করতে গিয়ে নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, পর্যবেক্ষণ আদালতের। বর্তমান পরিস্থিতিতে একে ট্রাম্পের বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর বাড়তি শুল্ক আরোপ করে সারা বিশ্বের বাণিজ্যকে ধাক্কা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সেই শুল্ক আরোপের অনেক সিদ্ধান্তকেই শুক্রবার (আমেরিকার স্থানীয় সময়) 'বেআইনি' বলেছে আমেরিকার ফেডেরাল সার্কিটের আপিল আদালত। ট্রাম্পকে জানানো হয়েছে, এ ভাবে শুল্ক আরোপ করা যায় না। জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে শুল্ক আরোপ করতে গিয়ে নিজের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, পর্যবেক্ষণ আদালতের। বর্তমান পরিস্থিতিতে একে ট্রাম্পের বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এখনই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্তে কোনও স্থগিতাদেশ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

কিম জং উনের সঙ্গে আবার বসতে চান ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : এবার উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সাথে বসতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জেই মিয়ংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর এ আগ্রহের কথা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এ সময় কিমকে অন্য যে কারো চেয়ে ভালো জানার কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, এ বছরের কোনো এক দিন আমাদের দেখা হবে। আমি তাকে দেখতে চাই। তার সাথে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক।

দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারির কারণে ইউন সুক ইউল প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদচ্যুত হওয়ার পর দক্ষিণ কোরিয়ার মসনদে বসেন লি জেই মিয়ং। এরপর থেকে কোরিয়া উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন তিনি। সবশেষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠকে মিয়ং বলেন, আমার আশা কোরিয়া উপদ্বীপে আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। এ সময় কিম জং উনের সাথে দেখা করে উত্তর কোরিয়ায় ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণের পরামর্শ দেন মিয়ং। বলেন, বিভাজিত জাতি কোরিয়ানরা। আপনি যদি পিয়ংইয়ং এ ট্রাম্প টাওয়ার নির্মাণ করেন, তাহলে দেশটিতে আমার গলফ খেলার একটা জায়গা তৈরি হবে।

'ট্রাম্পকে খুন করো', 'পরমাণু বোমা মারো ভারতে'! রাইফেলে লিখে রেখেছিল মার্কিন স্কুলে হামলাকারী বন্দুকবাজ

পরিচয় ডেস্ক : আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি সমাজমাধ্যম পোস্ট করে রিপাবলিকান দলের এক রক্ষণশীল নেত্রীর দাবি, হামলাকারী ভারত-বিরোধী এবং ইহুদি-বিরোধী প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আগ্নেয়াস্ত্রের গায়ে লেখাগুলি থেকেই তা স্পষ্ট বলে মনে করছেন তিনি।

আমেরিকার স্কুলে গত ২৭ আগষ্ট বুধবার হামলা চালানো বন্দুকবাজকে ইতিমধ্যে শনাক্ত করেছে পুলিশ। রবিন ওয়েস্টম্যান নামে ২৩ বছর বয়সি ওই রূপান্তরকামী তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছিলেন মিনিসোটা প্রদেশের মিনিয়াপলিসে একটি ক্যাথলিক স্কুলে। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি রাইফেল, একটি শটগান এবং একটি পিস্তল। ইউটিউবে 'রবিন ডাব্লিউ' নামে একটি চ্যানেল ছিল ওয়েস্টম্যানের। একটি ভিডিয়োয় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ এবং ম্যাগাজিন দেখা গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। যদিও ওই চ্যানেলটি ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছেন সমাজমাধ্যম কর্তৃপক্ষ। ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির রক্ষণশীল নেত্রী লরা লুমারও এই সংক্রান্ত কিছু আগ্নেয়াস্ত্রগুলির ছবি পোস্ট করেছেন সমাজমাধ্যমে। যার সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম। লুমার জানিয়েছেন, ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি মিনিয়াপলিসের স্কুলে হামলাকারী ওয়েস্টম্যানের। আগ্নেয়াস্ত্রগুলির গায়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের হুমকি লেখা ছিল। এ ছাড়া ভারত এবং ইজরায়েল বিরোধী কিছু মন্তব্যও লেখা ছিল আগ্নেয়াস্ত্র এবং ম্যাগাজিনের গায়ে। ম্যাগাজিনগুলির গায়ে লেখা ছিল, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুন করো', 'ট্রাম্পকে এখনই খুন *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

আর সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা পাবেন না প্রাক্তন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা!

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রেরপ্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এত দিন সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন কমলা হ্যারিস। তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টেরা আজীবন সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন। নিয়ম তেমনই। প্রথমে কথা ছিল, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আরও মাস ছয়েক এই নিরাপত্তা পাবেন কমলা। গত ২১ জুলাই তার মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু গত নির্বাচনে

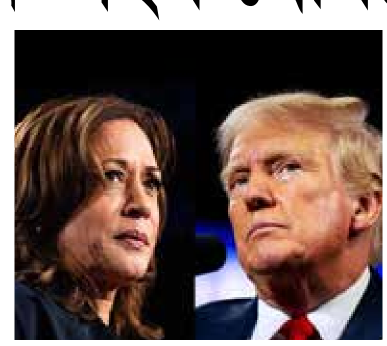

কমলাই ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন বলে হোয়াইট হাউস ছাড়ার আগে তাঁর নিরাপত্তা পাওয়ার মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়েছিলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেনের সেই সিদ্ধান্তই প্রত্যাহার করে দিলেন ট্রাম্প।

বৃহস্পতিবার ট্রাম্প 'হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'কে যে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আর সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা পাবেন না কমলা। *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

ঢাকা-ইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠতা: দক্ষিণ এশিয়ার নতুন সমীকরণ, উদ্বেগে নয়াদিল্লি

পরিচয় ডেস্ক : সম্প্রতি পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ঢাকা সফরে এসে অন্তর্বতীকালীন সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আলোচনায় উঠে আসে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার এবং বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি বিমান যোগাযোগ পুনরায় চালুর পরিকল্পনা।

তবে শুধু সরকার নয়, দার বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও আলাপ করেনড়যার মধ্যে ছিল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং আন্দোলনে সক্রিয় ছাত্রনেতাদের প্রতিনিধিরা। এই রাজনৈতিক যোগাযোগকে কেন্দ্র করে নয়াদিল্লিতে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, বিশেষত ২০২৬ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে।

কেন ভারতের উদ্বেগ

দীর্ঘ শাসনামলে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা ছিল-ভারতের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা। ফলে বিরোধী শিবিরে ভারতবিরোধী মনোভাব জোরালো হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ইসলামাবাদের সঙ্গে ঢাকার সাম্প্রতিক যোগাযোগ নয়াদিল্লির কূটনীতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ইতোমধ্যে সংকেত দিয়েছেনড়ঢাকার সঙ্গে নতুনভাবে কাজ করার পথ খুঁজে বের করা জরুরি, নইলে পাকিস্তানের প্রভাব নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

সার্ক ইস্যু ও কূটনৈতিক পরিবর্তন

গত বছর ওমানের মাস্কাটে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্সে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সার্ক পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গ তোলা হয়। কিন্তু জয়শঙ্কর তখন স্পষ্ট করেন, সার্ক নিয়ে আলোচনা মানেই পাকিস্তানের সুরে সুর মেলানো। সেই বৈঠকের পর থেকে ঢাকাইসলামাবাদ সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়।

এরপর পাকিস্তান থেকে চাল আমদানি, ভিসা বিধিনিষেধ শিথিল, সরাসরি ফ্লাইট চালুর উদ্যোগসহ দুই দেশের সম্পর্ক দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ের প্রতিনিধিদের পারস্পরিক সফরও শুরু হয়েছে। ইসহাক দার তাঁর সর্বশেষ ঢাকা সফরে শুধু রাজনৈতিক আলাপই করেননি, বরং ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে 'অতীতের বিষয়' আখ্যা দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগোনোর আহ্বান জানিয়েছেন।

দিল্লির নিরাপত্তা শঙ্কা

ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল অনিল চৌহান সম্প্রতি সতর্ক করে বলেছেনড় চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা দেখা যাচ্ছে, যা ভারতের স্থিতিশীলতায় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তায় বাংলাদেশের অবস্থান ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের সাবেক কূটনীতিক ভিনা সিক্রি অতীতের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন-২০০৩-০৬ সালে বিএনপিজামায়াত সরকার *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

কতদূর এগোবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক?

পরিচয় ডেস্ক : সম্প্রতি শেষ হওয়া পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের ঢাকা সফর এখনো আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে। সফরে কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।

তবে প্রশ্ন উঠেছে পাকিস্তানের কয়েকজন মন্ত্রীর সাম্প্রতিক ঢাকা সফর কতটুকু এগিয়ে নিতে পারবে দুদেশের সম্পর্ককে? বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার সফরের সময় তিনি 'পরিষ্কার মন নিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার' যে বার্তা দিয়েছেন, তা ঘিরে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

গত সপ্তাহে পাকিস্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দুই দিনের ঢাকা সফরে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি, চারটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) ও একটি কর্মসূচি (প্রোগ্রাম) সই হয়েছে। দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রীর সফরে পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তও হয়েছে। এ ছাড়া দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খানের সফরে দেড় দশক ধরে অকার্যকর থাকা বাংলাদেশ-পাকিস্তান জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশন কার্যকর করা হবে বলে সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের মতে, এসব উদ্যোগ সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হলেও পারস্পরিক আস্থা গড়তে হলে পুরোনো ক্ষত সারানোই সবচেয়ে জরুরি।

বাধা একাত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে 'রিগ্রেট' শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে দায় স্বীকার এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকেই যাচ্ছে।

তিনি বলেন, 'সিমলা চুক্তি থেকে শুরু করে জেনারেল মোশাররফের ঢাকা সফর পর্যন্ত কোথাও সরাসরি ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি আসেনি। একাত্তরের ইস্যুকে পাশ কাটিয়ে সম্পর্ক টেকসই করা সম্ভব নয়।'

'যদি সত্যিই দুইবার সমাধান হয়ে থাকে, তাহলে তা যৌথভাবে ঘোষণার মধ্য দিয়ে, একটি সামিট লেভেলের ঘোষণায় থাকা উচিত ছিল। জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, এমনকি জাপান পর্যন্ত অতীতের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। পাকিস্তান কেন নয়?' প্রশ্ন তোলেন ড. ইমতিয়াজ।

তিনি আরও বলেন, 'সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হলে কেবল রাজনৈতিক সদিচ্ছা নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোও দেখতে হবে। পাকিস্তানের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বাংলাদেশের চেয়েও দুর্বল। তাই বিনিয়োগ বা বাণিজ্যের সম্ভাবনা কতটুকু সেটাও যাচাই করতে হবে। একই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মালয়েশিয়া জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটে লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিনসহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা

পরিচয় ডেস্ক : মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে গড়ে ওঠা একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ ৩৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দীন। তিনি জানান, মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা

ও অনিয়মের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে আসছিল। এই সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য ছিলেন সাবেক এমপি মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী।

এর আগে গত ২০ আগস্ট সিআইডি মালয়েশিয়া জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন স্বপনের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ পায় আদালত থেকে। ওই মামলার তদন্তের সময়ই মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ আরও ৩৩ জনের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে। সিআইডির তথ্যমতে, সিন্ডিকেটটি জনশক্তি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ভারতের সাথে তিনটি স্থলবন্দর পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ইউনূস সরকারের, দু'টিই পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া!

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের সাথে তিনটি স্থলবন্দর পুরোপুরি বন্ধ করে দিচ্ছে ঢাকা। একটি বন্দরের কার্যক্রম সাময়িক ভাবে স্থগিত করা হচ্ছে। এর মধ্যে দু'টি স্থলবন্দরই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তঘেঁষা।

ভারতের সীমান্ত লাগোয়া তিন-তিনটি স্থলবন্দর সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশ। তার মধ্যে দু'টি বন্দরই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে। এ ছাড়া আরও একটি বন্দরের কার্যক্রম আপাতত স্থগিত করছে ঢাকা। পরবর্তী সময়ে তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই বন্দরগুলিকে 'নিষ্ক্রিয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের নিযুক্ত একটি কমিটি ১০ মাস আগে এই বন্দরগুলিকে 'অকার্যকর' এবং 'অলাভজনক' বলেছিল। তার ভিত্তিতে এত দিনে পদক্ষেপ করা হল। দাবি, সরকারের খরচ বাঁচাতে এই সিদ্ধান্ত।

রংপুরের নীলফামারিতে চিলাহাটি স্থলবন্দর, চুয়াডাঙার দৌলতগঞ্জ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

মালয়েশিয়ার বিদেশি শ্রমিকদের ৩৭ শতাংশই বাংলাদেশি

পরিচয় ডেস্ক : ২০২৩ সালে ফরেন ওয়ার্কার রিক্রুটমেন্ট রিল্যাক্সেশন প্ল্যান চালু করা হলে মোট তিন লাখ ৯৭ হাজার ৫৪৮ জন নতুন বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় আসেন।

মালয়েশিয়ার বিদেশি শ্রমিকদের ৩৭ শতাংশই বাংলাদেশি এবং জুনের শেষ পর্যন্ত ৮ লাখের বেশি বাংলাদেশি কাজের অনুমতি পেয়েছে।

মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৫ আগস্ট পার্লামেন্টে লিখিত জবাবে জানিয়েছে, ২০২২ সালে কোভিড-১৯ মহামারির পর দেশটির সীমান্ত পুনরায় খোলার পর ৪৯ *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

‘নতুন বাংলাদেশ’ : ভিন্ন মত-পথের দমন, মবের পালন?

পরিচয় ডেস্ক : মাজার ভেঙেছে অনেক, ভেঙেছে ধানমন্ডি ৩২, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা, ভাস্কর্য, মুক্তিযুদ্ধের স্মারক
এবার ‘আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান্ন শীর্ষক আলোচনাস্থলেও বিনা বাধায় চালানো হলো হামলা হামলাকারীরা মুক্ত, অথচ হামলার শিকার ১৬ জন কারাগারে!
বৃহস্পতিবার ঢাকায় যারা মবের শিকার হয়ে পুলিশের সহায়তা চেয়েছিলেন. পুলিশ তাদেরই আটক করে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে যারা মব তৈরি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা তো দূরের কথা এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ।
বৃহস্পতিবার সকালে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক সংসদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন ও সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নাসহ ১৬ জন সেগুন বাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে ‘মঞ্চ ৭১ নামের একটি

সংগঠনের ব্যানারে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের সংবিধান নিয়ে এক গোলটেবিল আলোচনায় গিয়ে মবের শিকার হন। তার ২০ ঘণ্টা পর আদালতের মাধ্যমে তাদের ঠাঁই হয় কারাগারে। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন ওই সংগঠনের প্রধান অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেয়ার কথা ড. কামাল হোসেনের। দুজনই ওই অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত যাননি।
সকাল ১১টার দিকে হামলার শিকার হওয়ার পর ১৫ জনকে পুলিশ প্রথমে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায়। তখন নিরাপত্তার জন্য নেয়ার কথা বলা হলেও রাতে তাদের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা হয়। এরপর শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জনকে যখন আদালতে তোলা বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বিবর্ণ চিত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক : মামলা, চাকরি খোয়ানো এবং অর্থনৈতিক অনিরাপত্তা, বাংলাদেশের সাংবাদিকতা এখন ঠিক এই আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।
গত বছরের আগস্টে হওয়া অভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তনের পরে সাংবাদিকদের অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে, ক্রমশ জোরালো হচ্ছে সেই দাবি। সদ্য প্রয়াত বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর আগের শেষ চিঠি সাংবাদিকদের আর্থিক অনিশ্চয়তার বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে সামনে এনেছে। বলা চলে, মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পরিবর্তন এলেও সাংবাদিকদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি।

বর্তমানে ২৬৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হত্যা অথবা হত্যার অভিযোগে মামলা রয়েছে। কারাগারে আছেন ১৩ জন সাংবাদিক। তাদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, একাত্তর টেলিভিশনের তিন সাংবাদিক- সাবেক সিইও মোজাম্মেল হক বাবু, সাবেক বার্তাপ্রধান শাকিল আহমেদ ও সাবেক প্রধান প্রতিবেদক ও উপস্থাপক ফারজানা রুপা। সম্প্রতি সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে নদী থেকে। যদিও এটা হত্যা না আত্মহত্যা, প্রশ্ন রয়েছে তা নিয়েও।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম অবশ্য জানিয়েছেন, গত ৯ মাসে সরকারের পক্ষ থেকে সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করার কোনো ঘটনা ঘটেনি। এদিকে সম্প্রচার সাংবাদিকদের সংগঠন ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) এক জরিপে দেখা গেছে, গত বছরের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত শুধু টেলিভিশনগুলোতে কর্মরত ১৫০ জনের বেশি সাংবাদিকের চাকরি গেছে। বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ছয় মাসে ১.২৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত মোট ১ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ (বিডা) সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ সমন্বয় কমিটির পঞ্চম সভায় এ তথ্য জানানো হয়।
এসময় বলা হয়, ২০২৫ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবের মধ্যে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ মোট ৪৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। স্থানীয় বিনিয়োগ মোট ৭০০ মিলিয়ন এবং যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে মোট ৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদেশি বিনিয়োগ, যা প্রায় ৩৩০ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব এসেছে চীনা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে।
এছাড়া সিঙ্গাপুর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে বলে সভায় জানান বিডার প্রতিনিধি।
প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

এবার ১৫ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাচ্ছে যুক্তরাজ্য

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার যুক্তরাজ্যও অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীদের দেশে ফেরত পাঠাতে শুরু করেছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) একটি বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে ১৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক ঢাকায় পৌঁছাবেন বলে কূটনৈতিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।
যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে এই বাংলাদেশিদের ডিপোর্ট করার কথা জানানো হয়। এ সংক্রান্ত চিঠিটি জাগো নিউজের হাতে এসেছে।
তে বলা হয়েছে, ফ্লাইটটি লন্ডনের স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দর থেকে ইসলামাবাদ হয়ে দুপুর ২টা ১০ মিনিটে ঢাকায় অবতরণ করবে। যাত্রীদের বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস

পরিচয় ডেস্ক : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস মোবাইলে ফোন করে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন। এ সময় তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুরে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

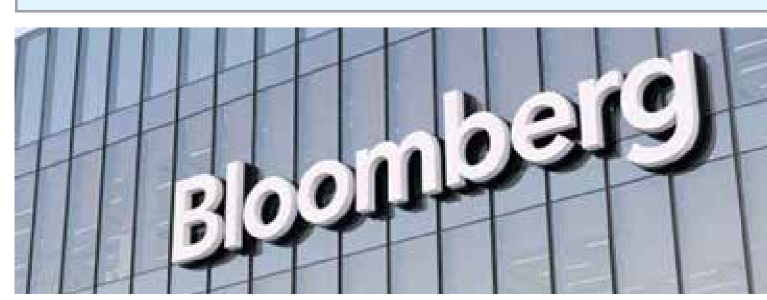

ব্লুমবার্গের টেকসই তালিকায় ব্র্যাক ব্যাংকসহ ১১ বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের করপোরেট জগতে টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি সম্প্রতি প্রকাশিত ব্লুমবার্গের হালনাগাদ তথ্যে উঠে আসে। ব্লুমবার্গের এনভায়রনমেন্ট, সোশ্যাল অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (ইএসজি) তালিকায় নতুনভাবে জায়গা করে নিয়েছে ১১টি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান।
মর্যাদাপূর্ণ এ তালিকায় এবার সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে শীর্ষে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক। এরপরেই রয়েছে আইডিএলসি ফিন্যান্স ও সিটি ব্যাংক। তালিকায় প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে সিটি ব্যাংক। আর আগের তালিকায় নাম থাকলেও এবার বাদ পড়েছে ম্যারিকো বাংলাদেশ।
রিপোর্ট অনুযায়ী, গড়ে ৩ দশমিক ৮০ স্কোর পেয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে ব্র্যাক ব্যাংক। গত বছর দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল প্রতিষ্ঠানটি। গত বছর প্রথম অবস্থানে বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

তিন বছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বেড়ে ২৮ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার তিন বছরে ব্যাপক বেড়েছে। চলতি বছর তা ২৭.৯৩ শতাংশে পৌঁছেছে। তিন বছর আগে ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ১৮.৭ শতাংশ। অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতি চারজনে একজন এখন দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু দারিদ্র্য নয়, অতি দারিদ্র্যও বেড়েছে উদ্বেগজনক হারে। ২০২২ সালে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ৫.৬ শতাংশ। তিন বছরের ব্যবধানে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৩৫ শতাংশে।

অর্থাৎ এখন প্রতি ১০ জনের একজন চরম দারিদ্র্যে ভুগছে। এ ছাড়া প্রায় ১৮ শতাংশ মানুষ এমন অবস্থায় আছে, যেকোনো সময় তারা দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে গতকাল এ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। 'ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড

অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫' শীর্ষক গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি জানান, মে মাসে দেশের আট হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজারের বেশি মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এ গবেষণা পরিচালিত হয়, যা অর্থায়ন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, শহরের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি চাপে রয়েছে। ২০২২ সালে শহরের পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ৪৫ হাজার ৫৭৮ টাকা। বর্তমানে আয় কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার ৫৭৮ টাকায়। অথচ খরচ বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ৯৬১ টাকায়।

তিনি জানান, মে মাসে দেশের আট হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজারের বেশি মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এ গবেষণা পরিচালিত হয়, যা অর্থায়ন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, শহরের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি চাপে রয়েছে। ২০২২ সালে শহরের পরিবারের মাসিক গড় আয় ছিল ৪৫ হাজার ৫৭৮ টাকা। বর্তমানে আয় কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার ৫৭৮ টাকায়। অথচ খরচ বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ৪৪ হাজার ৯৬১ টাকায়।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ: বাংলাদেশের বড় ঝুঁকি পোশাক খাতে রপ্তানিনির্ভরতা

পরিচয় ডেস্ক : জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স (ইউএন ডিইএসএ) প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েশন প্রক্রিয়া বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে তৈরি পোশাকের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার, যার ৮১ দশমিক ৪৯ শতাংশই এসেছে পোশাক খাত থেকে। প্রতিবেদনে এ একক নির্ভরশীলতাকে দেশের অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যহীনতার বড় সংকেত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি বাজার, যেখানে মোট রপ্তানির ১৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ যায়। এ বাজারে রপ্তানির ৮৭ শতাংশই পোশাক পণ্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৫ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্র একতরফাভাবে শুল্কহার বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় প্রায় ২১ শতাংশ কমে যেতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসনের ঘোষণার পর বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ মানুষ যেকোনো সময় গরিব হতে পারে

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার তিন বছরে ব্যাপক বেড়েছে। এখন প্রতি ১০ জনের একজন চরম দারিদ্র্যে ভুগছে। এ ছাড়া প্রায় ১৮ শতাংশ মানুষ এমন অবস্থায় আছে, যেকোনো সময় তারা দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) এক জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা থেকে এই তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু দারিদ্র্য নয়, অতি দারিদ্র্যও *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ গত অর্থবছরে ৫১ দেশে ৬ হাজার ১৪৫ কোটি টাকার মাছ রফতানি করেছে

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রসহ৫১টি দেশেপ্রায় ৫ হাজার ১৪৫ কোটি টাকা সমমূল্যের ৯১ হাজার মেট্রিক টন মাছ বা মৎস্যজাত পণ্য রফতানি করা হয়েছে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে 'মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন এবং সর্বোত্তম ব্যবহার' বিষয়ে অংশীজনদের সাথে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুরে খুলনাস্থ বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফএফইএ) সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় আরো জানানো হয়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে মাছের মোট উৎপাদন হয়েছে ৫০ দশমিক ১৮ লাখ মেট্রিক টন। বাংলাদেশের ১৪ লাখ নারীসহ ২ কোটির বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য সেক্টরের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের মোট জিডিপিতে মৎস্যখাতের অবদান প্রায় ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে এখাতের অবদান প্রায় ২২ দশমিক ২৬ শতাংশ। বাংলাদেশ বিশ্বে ইলিশ আহরণে প্রথম, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে দ্বিতীয় ও তেলাপিয়া মাছ উৎপাদনে পঞ্চম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মৎস্য

অধিদফতরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক বিপুল কুমার বসাক।

সভায় বক্তারা বলেন, বিদেশে মানসম্মত মৎস্যপণ্য রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। তবে পণ্যের মান ধরে রাখতে না পারলে অথবা মাছে অপদ্রব্য মেশালে মৎস্যজাত পণ্য রফতানির আন্তর্জাতিক বাজার হারাতে হবে। তাই মাছের পোনা সংগ্রহ, চাষ, আহরণ, বাজারজাত ও প্রক্রিয়াজাতকরণসহ সব পর্যায়ে আদর্শমান ঠিক আছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করা আবশ্যক।

তারা আরো বলেন, দেশের মোট রফতানি আয়ে মৎস্যখাত এক সময় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবদান রাখতো, এখন সেটা সপ্তম স্থানে নেমে এসেছে। আমরা এ অবস্থার পরিবর্তন চাই। ভালো মানের পোনা সরবরাহ নিশ্চিতে মৎস্য বিভাগ আরো সক্রিয় হবে বলে আশা করা যায়। কার্প জাতীয় মাছ চাষের পাশাপাশি দেশীয় প্রজাতির মাছ রক্ষায় গৃহীত উদ্যোগগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। খুলনা বিএফএফইএয়ের সাবেক সহ-সভাপতি এস হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন শুল্কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতে প্রধান যেসব খাত, কমবে ৪২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি

পরিচয় ডেস্ক:ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে অন্যতম কঠোর বাণিজ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। আজ বুধবার (২৮ আগস্ট) ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩১ মিনিট থেকে (যুক্তরাষ্ট্রের সময় রাত ১২টা ১ মিনিট) কার্যকর হয়েছে এই নতুন শুল্ক। এর ফলে ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানি, যার বার্ষিক মূল্য ৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, এখন এই শুল্কের আওতায় এসেছে। এর আগে চলতি মাসের শুরুতে শুল্কের হার ২৫ শতাংশ *বাকি অংশ ২২ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR
DHCARE
DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY
PPL
Facilitator
বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন
ADDRESSES
172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
332 Broadway, Staten Island, NY 10310
লক্ষণীয়
আমরা বাংলায় কথা বলি
আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি
CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

পুতিন-মোদিকে সঙ্গে নিয়ে এসসিও সম্মেলন করবেন শি, যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তি প্রদর্শনের বার্তা!

পরিচয় ডেস্ক : "যুক্তরাষ্ট্র-কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিকল্প কেমন হতে পারে তা দেখাতে শি এই সম্মেলনকে কাজে লাগাতে চান। হোয়াইট হাউসের চীন, ইরান, রাশিয়া এমনকি ভারতের বিরুদ্ধেও নেয়া পদক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত ফল দিচ্ছে না।" ২৩ অক্টোবর, ২০২৪; রাশিয়ার কাজানে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ফাইল ছবি: রয়টার্স

আগামী সপ্তাহে চীনে একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা ফোরামে ২০-এর বেশি বিশ্বনেতাকে একত্র করবেন দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। উত্তর চীনের বন্দরনগরী তিয়ানজিনের এই আয়োজনকে বৈশ্বিক দক্ষিণ বাগ্লোবাল সাউথু এর শক্তি প্রদর্শনের একটি বড় মঞ্চ হিসেবে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি একটি বড় বার্তা হবে এটি। একইসঙ্গে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত রাশিয়াকেও কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের আরেকটি সুযোগ করে দেবে।

৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) এই সম্মেলন। এতে যোগ দিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনসহ মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-ও ৭ বছরের বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো চীন সফরে যাচ্ছেন। ২০২০ সালে ভারত-চীনের প্রাণঘাতী সীমান্ত সংঘর্ষের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যে টানাপোড়েন দেখা দেয়ড় এই সফরকে সেটি কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে। এর আগে গত বছর কাজানে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে শি ও পুতিনের সঙ্গে এক মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন মোদি। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা নেতারা যখন পুতিনকে এড়িয়ে চলেছেন, তখন ভারত ও চীন রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখছে। মস্কোর কূটনীতিকরা আশা প্রকাশ করেছেন, শিগগিরই চীনুভারতুরাশিয়ার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকও হতে পারে।

চীন-গ্লোবাল সাউথু প্রজেক্টের প্রধান এরিক ওল্যান্ডার বলেন, ‒যুক্তরাষ্ট্র-কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিকল্প কেমন হতে পারে তা দেখাতে শি এই সম্মেলনকে কাজে লাগাতে চান। হোয়াইট হাউসের চীন, ইরান, রাশিয়া এমনকি ভারতের বিরুদ্ধেও নেয়া পদক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত ফল দিচ্ছে না।চ তিনি আরও যোগ করেন, ‒ব্রিকস ইতোমধ্যেই

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের চাপে মোদি: নতুন কূটনৈতিক পথের খোঁজে দিল্লি

শীলা ভাট: বিশ্ব এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশের অস্বাভাবিক ও নজিরবিহীন শুল্ক আরোপ করার যে সিদ্ধান্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়েছেন, তা ভারতের ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি করেছে। এ চাপ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ভারতীয় কূটনীতির নতুন পথ খুঁজে নিতে বাধ্য করছে। মোদির দল আশা করছে, মোদির বেছে নেওয়া নতুন পথ ভারতের ঘরোয়া রাজনীতিকে আরও সংহত করবে।

সাত মাস ধরে ট্রাম্পের কূটনীতির লক্ষ্য হচ্ছে তার মূল ভোটার গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখা, বিশাল মার্কিন ঋণ কমানো এবং তাঁর 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' (সংক্ষেপে যাকে বলে 'মাগা') পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। ট্রাম্পের এই মাগা রাজনীতি সারা বিশ্বেই আলোড়ন সৃষ্টি করছে।

এটা একধরনের বিদ্রূপ যে মোদির সমর্থকদের বড় অংশই ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও মজবুত করার পক্ষেই ছিল। কিন্তু ট্রাম্পের এ 'বিশ্বাসঘাতকতা' তাদের মনে অবিশ্বাসের বীজ বপন করবে।

১৯৭১-৭২ সালের ইন্দিরা গান্ধীর পর ভারতীয় কোনো নেতা খুব কমই এমন সংকটময় অবস্থায় পড়েছেন, যেখানে 'শয়তান' আর 'অতলপাতাল'ড়এই দুটোর একটাকে বেছে নিতে হয়, অর্থাৎ এদিকেও বিপদ, ওদিকেও বিপদ। তবে মোদি এখন তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর মোদি ট্রাম্পের ভারতবিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে 'দাঁড়িয়ে যাওয়ার' সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিজেপির নেতারা ইতিমধ্যেই বলছেন, ভারতকে ট্রাম্পের নির্দেশ না মানার কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

মোদিই স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে তাঁর নতুন কূটনৈতিক উদ্যোগের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রতের কৃষক, জেলে ও পশুপালনকারী সম্প্রদায়ের স্বার্থের ক্ষতি করে, এমন যেকোনো নীতির বিরুদ্ধে মোদি দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের দাবির পর পাকিস্তানের তেল খাতে মার্কিন কোম্পানিগুলো আগ্রহ দেখাচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক : পাকিস্তানে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কূটনীতিক জানিয়েছেন, দেশটির তেল ও গ্যাস খাতে মার্কিন কোম্পানিগুলো ‒শক্তিশালী আগ্রহচ দেখাচ্ছে। এর আগে গত মাসের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হঠাৎ করে পাকিস্তানে ‒বৃহৎ তেলের মজুদচ থাকার দাবি করে আন্তর্জাতিক জ্বালানি শিল্প সংশ্লিষ্টদের বিস্মিত করেছিলেন।

পাকিস্তানের জ্বালানিমন্ত্রী আলী পারভেজ মালিক গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে মার্কিন দুতাবাসের চার্জ

বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

জুলাইয়ে সৌদি আরব ও ভারত ছিল রাশিয়ার জ্বালানি তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা

পরিচয় ডেস্ক : জুলাইয়ে রাশিয়ার বন্দরগুলো থেকে সৌদি আরবে সরাসরি পাঠানো জ্বালানি তেল ও ভ্যাকুয়াম গ্যাস অয়েলের (ভিজিও) পরিমাণ ছিল প্রায় ১১ লাখ মেট্রিক টন।

জুলাইয়ে রাশিয়ার সমুদ্রপথে রপ্তানি হওয়া জ্বালানি তেল ও ভ্যাকুয়াম গ্যাস অয়েল (ভিজিও)-এর প্রধান গন্তব্য ছিল সৌদি আরব ও ভারত। ট্রেডার এবং এলএসইজির তথ্য থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাশিয়ার তেলজাত পণ্যের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার দেশগুলো রাশিয়ার জ্বালানি তেল ও ভিজিও সরবরাহের প্রধান গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

জুলাইয়ে রাশিয়ার বন্দরগুলো থেকে সৌদি আরবে সরাসরি

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মেরামতের আসল কারণ

হার্স ভি পান্থ: বহু বছরের উত্তেজনার পর ভারত ও চীন আবার ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।হসম্প্রতি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই দিল্লিতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অন্য শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। পাঁচ বছর পর প্রথমবারের মতো প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে সরাসরি উড়োজাহাজ চলাচল ফের চালু করার প্রস্তুতি চলছে।

২০২০ সালে সীমান্ত সংঘাতে অন্তত ২০ জন ভারতীয় সেনা ও ৪ জন চীনা সেনা নিহত হওয়ার পর চীনের

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

বাঁধ খুলে দিয়েছে ভারত, পাকিস্তানে 'অতি উচ্চ' বন্যা সতর্কতা জারি

পরিচয় ডেস্ক : সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই তীব্র মৌসুমি বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত। ভারতের বাঁধ থেকে অতিরিক্ত পানি ছাড়ার ফলে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে আরও বড় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ জানায়, টানা ভারী বর্ষণ এবং ভারতের দুটি বাঁধ থেকে পানি ছাড়ার সিদ্ধান্তের কারণে এই বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর লাহোরও।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই তীব্র মৌসুমি বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত। ভারতের বাঁধ থেকে অতিরিক্ত পানি

ছাড়ার ফলে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে আরও বড় বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধান খাদ্যভাণ্ডার

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

Headquarters: 186-05 Jamaica Avenue, Hollis, NY 11423-2025
Phone: 1-800-464-7370; E-mail: asaal@asaal.org; Website: www.asaal.org; X: @ASAAL08

1St SCHOLARSHIP

"Maf Misbah Uddin President Scholarship"

Dear ASAAL Membership,

At the 17th Annual Convention of the Alliance of South Asian American Labor (ASAAL) hosted by the US Capital Chapter, one of our Gold Sponsors "M3 Technology", announced that they will be awarding five Scholarships of $1,000 each. The name of the Scholarship will be the "**Maf Misbah Uddin President Scholarship**" which will be awarded beginning the **Fall of 2025**. At the Convention all delegates present approved of the Scholarship enthusiastically.*

From the inception ASAAL is striving to promote political awareness among men, women, and youths in our communities. Today, ASAAL consists of 22 Chapters in 12 States each with an Executive Committee, a Women's Committee, and a Youth Committee. We are very serious about our youths, their engagement with ASAAL is the key to promoting and promulgating our vision. Our goal has always been to empower our communities through organizing, participation, and activism. This scholarship will attract youths who one day will lead ASAAL to continue to bring the results that a unified and active community like us deserve.

The selection will be made by a lottery, among the qualified membership in good standing who applied. To qualify for the scholarship, the following requirements must be met:

1. *Any active adult member or active youth member in good standing** is eligible.*
2. *The applicants must be enrolled for the Fall of 2025 in a two-year or four-year undergraduate program in an accredited college/university. The student can be a freshman, sophomore, junior, or senior and can apply every year for the scholarship. Trade schools are not eligible.*
3. *Proof of Bursar's receipt or an official letter on college/university letterhead showing payment status, etc. into the college/university.*

*Make sure your completed application with all supporting documents, is emailed at ASAALscholarship@gmail.com no later than **September 30, 2025**.*

The Executive Council, Chapter Leaders, and the General Membership are always working hard to improve the lives of everyone involved in the ASAAL movement. Being part of the mainstream politics is the only way we can help establish us as American and can fulfill our American dream. We thank M3 Technology for these scholarships to happen. We hope that these scholarships will give an incentive to those who win.

The member must have a one-year or life membership status as of **September 30, 2025. To be a member or to check your membership status please contact your area Chapter President and/or Secretary.

In solidarity,

Maf Misbah Uddin
Founder & National President

Mohammed Karim Chowdhury
National Secretary

*P.S. Please fill out the enclosed application properly and email it by **September 30, 2025.***

*The Alliance of South Asian American Labor (ASAAL) was founded in 2008 with 22 chapters in twelve States including ten Chapters in New York and a chapter in each of New Jersey, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Florida, Virginia, Maryland, California, Texas, Kansas, and Washington DC.

Empowerment through Education, Activism, and Participation

ALLIANCE OF SOUTH ASIAN AMERICAN LABOR (ASAAL)

P.O. BOX 1698, NEW YORK, NY 10008
Phone: 1-800-464-7370; E-mail: asaal@asaal.org; Website: www.asaal.org

USA AFGHANISTAN BANGLADESH BHUTAN INDIA MALDIVES NEPAL PAKISTAN SRI LANKA

ASAAL is of the Community for the Community
Join ASAAL, here is why:

- Organize all South Asians in America to activate, educate, engage, and empower their respective communities.
- Insure that all South Asians in America are recognized and treated with professionalism, dignity, and respect.
- Encourage the South Asian Diaspora to get involved and be active in the labor movement around the Globe.
- Improve educational, employment, and small business opportunities for South Asians in America.
- Engage South Asians in America in voter registration, voter education, and voter mobilization.
- Participate in all aspects of mainstream local, township, city, county, state, and national politics.
- Advocate comprehensive immigration reform that serves the needs of South Asians in America.
- Demand equal opportunity of employment and equal pay for all qualified South Asians in America.
- Support civil rights, workers' rights, immigrant rights, human rights, Student rights, and Women's rights.
- Build effective political alliances between labor, faith, civic and community organizations, and the general public.

Become a member today!

Queens Chapter: Kazi Farid Ahammad, CPA President (917) 378-6913 Harjit Minhas Secretary (917) 412-6416	**The Bronx Chapter:** Syed Tahmeedul Haque President (646) 651-9615 Ibrahim Barobhuiya Secretary (646) 944-8735	**Brooklyn Chapter:** Dr. Mujibur R. Majumder President (347) 561-5393 Masba Uddin Secretary (347) 517-6720	**Manhattan Chapter:** A K M Amran President (347) 561-5393 Tamara Martin Secretary (917) 553-2038	**Staten Island Chapter:** Irshad Sheikh, Rph. President (917) 921-5131 Md. Hossain Alam Secretary (646) 255-0155
New Jersey Chapter: Farook Hossain President (609) 428-7766 Chetan Jha Secretary (609) 412-3453	**Georgia Chapter:** Abu Liaquat Hussain President (404) 401-9107 Sayed Ahmed Ali Chunnu Secretary (404) 437-3590	**Michigan Chapter:** Syed Ali Reza President (929) 413-0999 Minhaj Russell Chowdhury Secretary (313) 334-9019	**Pennsylvania Chapter:** Shah Golamkader Farid President (267) 357-9577 Md. Shahidul Islam Secretary (215) 939-4284	**NY Capital region Chapter:** Prof. Mizanur Rahman President, (518) 334-0629 Methu Aminul Bhuiayn Secretary, (518) 308-6601
US Capital Chapter: Sharafat Hussain President, (703) 332-5169 Abul Kalam Azad Secretary, (646) 886-5463	**Jackson Heights Chapter:** Somnath Ghimire President (917) 742-7566 Chhring Rapke Lama Secretary (347) 652-3683	**Virginia Chapter:** Zakir Hossain President (703) 203-2324 Mir Salahuddin Ahmed Secretary (703) 574-2145	**Florida Chapter:** Arif Ahmed Ashraf President (561) 985-3162 Md. Kamrul Hossain Secretary (786) 290-9010	**Maryland Chapter:** Hasan H. Chowdhury President (301) 675-1822 Khursheed Shabbir Secretary (732) 614-6327
Richmond Hill Chapter: Albert Baldeo, Esq. President (917) 548-1055 Dr. Mineharte Ali, Ph. D. Secretary (718) 641-5217	**Long Island Chapter:** Gholam Faruq Shaheen President (718) 415-1057 Salim Adamjee Secretary (934) 233-2332	**Los Angeles Chapter:** Dr. Zainal Abedin, Ph. D. President (818) 599-3312 Majib Siddiquee, MBA, LLB Secretary (213) 820-9511	**Healthcare Prof. Chapter:** Dr. Rafeeque Ahmed, President (718) 314-0138 Dr. Mahfuz Hossain Secretary (917) 770-2987	**Ozone Park Chapter:** Md. ASM Maiyen Uddin President (347) 372-6348 Santanu Barua Secretary (646) 203-4826
Houston Texas Chapter: Kazi Zahidul Islam Milon President (281) 610-3213 Dr. Abdullah Al-Mahmoud Secretary (409) 678-2895	**Kansas Chapter:** Rehan Reza President (785) 554-0586 Bakul Ahmad Secretary (917) 238-4560	**Louisiana Chapter:** Prof. Mostafa Sarwar, Ph.D. President (504) 352-4306	**Missouri Chapter:** Anwar Kabir Khan President (816) 309-2360	**North Carolina Chapter:** Prof. Rashidul Islam President (919) 434-5279

Empowerment through Education, Activism, and Participation

Maf Misbah Uddin, National President
Phone: (917) 209-9772 Email: assal08@gmail.com

Md Karim Chowdhury, National Secretary
Phone: (646) 785-7026 Email: karimsiny@gmail.com

Save the Date • The 18th Annual ASAAL Convention • December 5-6, 2025

www.asaal.org asaal@asaal.org @asaal08 1-800-464-7370 Alliance of South Asian American Labor (ASAAL)

Maf Misbah Uddin President Scholarship
for ASAAL Members & Children
2025 - 2026 Application

Sponsored by: M3 Technology

Student's Full Name: ______ Student's Cell Phone Number: ______

Student's Address (including City, State, Zip): ______

Name of Accredited Two- or Four-Year College: ______

Field of Study (Major): ______ Relationship to ASAAL Member: ______

Member's Full Name: ______ Member's Cell Phone Number: ______

Member's Address (including City, State, Zip): ______

Member's Personal E-mail Address: ______ ASAAL Membership Number: ______

Member's Work Phone Number: ______ Member's Title: ______

Member's Work Address (including City, State, Zip): ______

Union Affiliation (if any): ______ Union Title (if any): ______

Eligibility: Only ASAAL members and children of ASAAL members who are enrolled in an accredited two- or four-year college are eligible. A total of five $1,000 scholarships, sponsored by M³ Technology, are awarded on a yearly basis for one time only. There is no obligation to participate. **Please include proof of ASAAL membership and college enrollment with your application to qualify. Applications must be returned by September 30, 2025.**

To apply, email this form and required documents to: ASAALscholarship@gmail.com

একাত্তরের অমীমাংসিত বিষয় 'দুবার সমাধান' হয়েছিল কি? কীভাবে?

আরিফ রহমান

ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার যখন বলেন, একাত্তরের অমীমাংসিত বিষয়গুলোর 'দুবার সমাধান' হয়ে গেছে, তখন তা অর্ধশতাব্দীর ক্ষতকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে। তার চেয়েও গুরুতর শোনায় তার পরের মন্তব্যটি, যেখানে তিনি বাংলাদেশকে 'হৃদয় পরিষ্কার' করার আহ্বান জানিয়েছেন।

আমাদের এত মানুষকে হত্যা করে হৃদয় পরিষ্কার করতে বলা ইসহাক দারের এ উক্তি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা দেখা যাচ্ছে। অনেকে এটাকে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের লঙ্ঘন হিসেবে দেখছেন।

যা-ই হোক, আজ আমরা ইসহাক দার যে দুটি ঘটনাকে 'সমাধান' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলোর একটু গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি:

ক. ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি এবং

খ. ২০০২ সালে পারভেজ মোশাররফের ঢাকা সফরকালে 'অনুশোচনা' প্রকাশ।

দেখার বিষয়, এ দুই ঘটনা কি সত্যিই একাত্তরের গণহত্যার মতো মানবতাবিরোধী অপরাধের নিষ্পত্তি করতে পারে? আন্তর্জাতিক আইন কী বলে?

তবে আশার খবরটা আগে জানাই। হৃদয় পরিষ্কারের কথা বলার পর ইসহাক সাহেবের সঙ্গে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আলাপ শেষে তিনি দুবার সমাধানের যে দাবি করেছেন, সে বিষয়ে একমত কি না, তা সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আমি অবশ্যই একমত নই। একমত হলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। আমরা আমাদের অবস্থান বলেছি। তাঁরা তাঁদের অবস্থান তুলে ধরেছেন। তিনটি বিষয়ই তুলে ধরেছি।'

উপদেষ্টা আবারও তিনটি মূল অমীমাংসিত বিষয় তুলে ধরেন:

১. গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা;

২. সম্পদের ন্যায্য বণ্টন; এবং

৩. আটকে পড়াদের প্রত্যাবর্তন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্যে পরিষ্কার, দুই দেশের মধ্যে একগুচ্ছ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও মূল ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১৯৭৪ সাল: ভুট্টো, স্বীকৃতি ও ত্রিপক্ষীয় চুক্তির আসল প্রকৃতি

ইসহাক দারের দাবির প্রথম ভিত্তি হলো ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। এই চুক্তিকে বুঝতে হলে এর পটভূমি ছোট করে বোঝা জরুরি। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনের ঠিক আগে। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল হয় ত্রিপক্ষীয় চুক্তি।

চুক্তির মূল বিষয় ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী মানবিক সংকটগুলোর সমাধান। এই চুক্তির আওতায় পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি ও ভারতে অবস্থানরত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবর্তন এবং ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার স্থগিত করার মতো বিষয়গুলো ছিল।

চুক্তির বয়ানে উল্লেখ করা হয়, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর 'ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট' আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপমহাদেশে শান্তি ও সম্প্রীতির স্বার্থে বাংলাদেশ 'ক্লেমেন্সি' বা করুণা প্রদর্শন করে বিচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও এই চুক্তির আওতায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার স্থগিত হওয়া নিয়ে বিতর্ক আছে নানা মহলে; কিন্তু একে কোনোভাবেই একাত্তরের গণহত্যার 'নিষ্পত্তি' বা 'সমাধান' বলা যায় না।

এর কারণ, এই চুক্তি কোনোভাবেই ক্ষমা প্রার্থনা ছিল না। চুক্তিতে পাকিস্তান তার সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যার জন্য কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় দায় স্বীকার করেনি, ক্ষমাও চায়নি; বরং এটিকে বলা যায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি রাজনৈতিক উদারতা।

আবার চুক্তির আওতায় ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত হওয়া কোনো আইনি দায়মুক্তি ছিল না। সেই বিচার না করার সিদ্ধান্তটি ছিল একটি রাজনৈতিক সমঝোতা, যা আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধের রাষ্ট্রীয় দায় থেকে পাকিস্তানকে মুক্তি দেয় না।

তাই পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তি ছিল সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের একটি প্রক্রিয়া, ন্যায়বিচারের কোনো বিকল্প নয়। একে 'সমাধান' হিসেবে উপস্থাপন করা ইতিহাসের একটি বিকৃত পাঠ।

২০০২ সাল: পারভেজ মোশাররফের সফর এবং *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচন হবে কী হবে না

ফাইজুস সালেহীন

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি চলছে। ঘোষিত টাইমফ্রেমের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ভোট করতে প্রস্তুত। সম্ভাব্য প্রার্থীরা জনসংযোগ করছেন। তা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়ে জনমনে সংশয় রয়েছে।

এনসিপি সংবিধান পরিবর্তন ও সংস্কারের আগে নির্বাচন চায় না। দলীয়প্রধান তরুণ নেতা নাহিদ ইসলাম বিদেশে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ফেব্রুয়ারিতে মনে হয় নির্বাচন হবে না। এটা হলো নির্বাচন প্রশ্নে এনসিপির অবস্থানের সফট ভাষ্য। দলের মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর কথা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে না।

তার মানে হতে দেওয়া হবে না। দলটি সংসদ নির্বাচনের আগে গণপরিষদ নির্বাচন চায়। গণপরিষদ নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে তারপর নির্বাচন। গণপরিষদ নির্বাচন কোন আইনের ভিত্তিতে হবে, সেটা অবশ্য তারা বলছেন না। বিদ্যমান সংবিধানে গণপরিষদ নির্বাচনের কোনো বিধান নেই। বর্তমানে সংশোধিত আকারে ১৯৭২ সালের সংবিধান বলবৎ রয়েছে। সংবিধানের বাইরে গিয়ে কীভাবে গণপরিষদ নির্বাচন করা হবে? বর্তমান সংবিধান স্থগিত করে ১৯৭০ সালের মতো লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে গণপরিষদ নির্বাচন হতে পারে। কিন্তু বহাল সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ধরনের কোনো আদেশ জারি করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

পিআর পদ্ধতির ক্ষেত্রেও একই কথা।

কাজেই জাতীয় সংসদ গঠন এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে সংবিধান সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ বা পিআর পদ্ধতি অনুসরণের দাবি অযৌক্তিক ও অবাস্তব। এগুলো বোঝার জন্য সংবিধান বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যারা পিআর ও গণপরিষদ চাইছেন তারাও যে বিষয়টি বোঝেন না, তা-তো নয়। হয়তো জেনেবুঝেই তারা দাবিগুলো করছেন, যাতে সাধারণ নির্বাচন আটকে দেওয়া যায়। নির্বাচন না হলে বা বিলম্বিত হলেই বা তাদের কী লাভ? লাভক্ষতির অঙ্ক হয়তো তারা কষেও রেখেছেন, যা আমরা জানি না। এর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সম্পর্কের যোগসূত্র থাকা বিচিত্র নয়।

১৯৭১ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের নবতর মূল্যায়ন ও ততোধিক নতুন উপসংহার রচনার চিন্তাভাবনাও কোনো কোনো মহলের থাকতে পারে। সমমর্যাদার ভিত্তিতে সব দেশের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার যে বৈদেশিক নীতি বাংলাদেশ মেনে চলেছে, সেটা হয়তো তাদের পছন্দ নয়। তারা বাংলাদেশে একটা অনিশ্চিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য কাজ করছে না, তা-ও বলা যায় না। পানি ঘোলা করতে যুক্তির প্রয়োজন হয় না। ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্ক অহিনকুল। পক্ষান্তরে ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী।

বড় মানচিত্রের দেশ হিসেবে ইন্ডিয়া ফেব্রুয়ারিতে আমাদের ওপর খবরদারি করতে চায়। নিজের স্বার্থ ষোলো আনা আর বাংলাদেশের মাথায় হাত বুলিয়ে খুশি রাখা। বৃহৎ এই প্রতিবেশীর এ ধরনের স্বার্থপর নীতি আওয়ামী লীগের কাছে খারাপ না লাগলেও জনগণের এক বিরাট অংশ এমনটি মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা এই স্বার্থপর প্রতিবেশীর প্রতি বিরক্ত ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্বিষ্ট। ভারতকে তারা ভালো ও নিরাপদ মিত্র মনে করেন না। কিন্তু দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক যুদ্ধংদেহী নয়। কিন্তু এখনো যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেননি, যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের বিপক্ষে পাকিস্তানের হয়ে অস্ত্র ধারণ করেছিল এবং এখনো সেই আদর্শের ছায়াতলে যারা রয়েছে তারা পাকিস্তানের চশমা পরে হয়তো ইতিহাসের নতুন পাঠ লিখতে চাইছে। তারা একাত্তরের প্রশ্নটিকে দুই ভাইয়ের মধ্যকার ভুলবোঝাবুঝির অবসানের মতো সমাধান চাইছে। দূরদেশে বসে অশালীন গালিগালাজে চ্যাম্পিয়ন একজন অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট যখন বলেন মুক্তিযুদ্ধে ২ হাজার মানুষ মারা গেছে, তখন এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই যে এটা এক ফজুল লোকের চটুল কথা মাত্র।

নির্বাচন না চাওয়ার পেছনে অনেক কারণই থাকতে পারে। কারণ যা-ই হয়ে থাকুক না কেন, দেশের জন্য এটা মঙ্গলজনক হবে না। দেশ ও জনগণের ভালো চাইলে জাতীয় নির্বাচন হতে হবে। কোনো কারণে নির্বাচনের ট্রেন আটকে গেলে দেশ জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে, যার ধকল সামলানো কঠিন। যারা নির্বাচন চাইছেন না বা নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে অন্য কোনো মতলব হাসিল করতে চান, আখেরে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। একুল-ওকুল দুকুলই *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জন্যও প্রযোজ্য

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শিল্পকারখানার বিপুল রাষ্ট্রীয়করণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক ছিল। অধিকাংশ শিল্পকারখানার মালিকানাই ছিল অবাঙালিদের। তারা দ্রুতগতিতে প্রস্থান করায় পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হবে এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। ওদিকে সমাজতন্ত্রের আওয়াজও উঠেছিল, নানা দিক থেকে। তাই অবাঙালিদের সঙ্গে বাঙালি মালিকদের শিল্পকারখানাও রাষ্ট্রীয়করণ করাকে তখন মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কিন্তু তার পরপরই শুরু হয়ে গেছে বিরাষ্ট্রীয়করণের তৎপরতা এবং পড়ে যায় ব্যক্তিমালিকানায় ফেরত আনার হিড়িক। বাংলাদেশের গত ৫৪ বছরের ইতিহাস ব্যক্তিমালিকানায়নেরই নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস।

কৃষি তো আগেই ব্যক্তিমালিকানাধীন ছিল। শিক্ষারও প্রায় পুরোটা এগিয়েছে ব্যক্তিমালিকানার (নামান্তরে ব্যবসা) ক্রমসম্প্রসারণ সড়ক ধরে। স্বাস্থ্যের দশাটা আরও করুণ। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকের অভাব, ওষুধ পাওয়া যায় না, ডাক্তার আসেন না, নার্সরা অনিয়মিত এবং সরকারি হাসপাতালেই আকারে ইঙ্গিতে এমনকি সবাক্যেও পরামর্শ পাওয়া যায় প্রাইভেট হাসপাতালে যাবার।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত ২০১৯ সালের এক হিসাব বলছে, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয়ের ৭৩ শতাংশ চলে যায় ব্যক্তির পকেটে। স্বাস্থ্যসেবায় ব্যক্তি খাতের স্ফীতির ব্যাপারে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের কাছে অন্যরা হার মেনেছে, এমনকি পাকিস্তানও; সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সেবাদানকারীরা পায় মোট খরচের ৫৪ শতাংশ।

গত ১৩ মে সমকালে দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অন্যতম জেলা বরগুনার সরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে একটা প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, ২০১৩ সালে ২৫০ শয্যায় উন্নীত হওয়ার পর বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্সিং সার্ভিস ও অন্যান্য ২৩৩টি পদ মঞ্জুর করা হয়। অথচ বর্তমানে কর্মরত মাত্র ১২৩ জন। চিকিৎসকের ৫৫ পদের বিপরীতে আছেন মাত্র ১৬ জন। ১০টি সিনিয়র কনসালট্যান্ট পদের মধ্যে ৯টিই খালি। জুনিয়র কনসালট্যান্টের ১২টি পদের বিপরীতে খালি আছে সার্জারি, চক্ষু, কার্ডিওলজি, অর্থো সার্জারি, প্যাথলজি, রেডিওলজিসহ সাতটি পদ। মেডিকেল অফিসার ও সমমানের ২৯ পদের বিপরীতে আছেন সাতজন। এই হাসপাতালে দিনে ভর্তি থাকে ৪০০-৫০০ রোগী। অথচ বরাদ্দ আসে সেই ১০০ শয্যার। ১০০ রোগীর জন্য দিনপ্রতি বরাদ্দ মেলে মাত্র ১৭৫ টাকা। অথচ ২৫০ শয্যার হিসাবে বছরে রোগীর খাবারে খরচ হয় এক কোটি ৬০ লাখ টাকা। বাড়তি ৯৫ লাখ টাকা হাসপাতালের অন্যান্য খাত থেকে খরচ করতে হয় বলে কর্মকর্তাদের ভাষ্য। যে কারণে ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রীসহ অন্য খাতে প্রয়োজনের তুলনায় টাকা মেলে না।

বরগুনার এ চিত্র থেকে বোঝা যায়, স্বাস্থ্য দপ্তর কেন বলছে অবৈধ ও অদক্ষ ক্লিনিক ও হাসপাতালে সারাদেশ একেবারে ছেয়ে গেছে। এটি বাজার অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রবাহ। বৈধ হাসপাতালের সংখ্যা ও সেবা কার্যকর ও পর্যাপ্ত হলে অবৈধরা অমনভাবে মাথাচাড়া দিতে পারত না।

জিনিসপত্রের দাম বহুদিন যাবৎ আকাশছোঁয়া। শুক্রবারই সমকাল লিখেছে, ডিম ও সবজির দামে অস্বস্তি। সয়াবিন তেলের দাম অনেক আগেই সাধারণের নাগালের বাইরে; মানুষের প্রাথমিক চাহিদা চালের বাজারেও স্বস্তি নেই। ধনী ব্যবসায়ীরা ধান কিনে মজুত করে রাখছে। কৃষক ধান ধরে রাখতে পারছে না। তাকে কর্জ মেটাতে হয়। সঙ্গে আছে সংসার খরচ। মৌসুমের শুরুতে সস্তায় ধান বিক্রি করে সেই ধানের চালই তাকে বেশি দামে কিনতে হয়। বড় বড় কোম্পানি, আগে যারা অন্য ব্যবসা করত, শিল্পকারখানাও যাদের ছিল, সুযোগ বুঝে ইদানীং তারা মজুতদারি, আড়তদারিতে নেমেছে। দেশে খাদ্যশস্যের নাকি ঘাটতি নেই। কিন্তু ভরা মৌসুমেই চালের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। ভারতের কৃষকরা এই রকম বড় ব্যবসায়ী তৎপরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে; সরকারি জুলুমের মুখে তারা অটল থেকেছে এবং কৃষিপণ্যের বাজারে বড় ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপ প্রতিহতকরণে শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছে। সন্দেহ কি, বাংলাদেশেও ওই রকমের আন্দোলন আজ অত্যাবশ্যক। কিন্তু কে করবে সেই কাজ? কৃষক সমিতি ছিল; এখন আছে কিনা বোঝা যায় না। ক্ষেতমজুর আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এখন সেটি নিশ্চিহ্নপ্রায়। খাঁ খাঁ করছে মাঠ।

অনুন্নত ঢাকা শহরে পার্ক, খোলা জায়গা আগে ছিটেফোঁটা কিছু ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ধারাবাহিকভাবে সেগুলো উধাও হয়ে গেছে। গিলে খেয়ে ফেলেছে ভূমিদস্যুরা। সম্প্রতি সমকাল এ নিয়েও *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

গুজবের ফাঁদ ও গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা

আকলিমা আক্তার সোমা

গুজবে কান দেবেন না’ বা ‘দেয়ালেরও কান আছে’ কথাগুলো আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত। কিন্তু তারপরও আমাদের জনজীবনে গুজবের বিস্তার ও এর প্রভাব এড়ানো যাচ্ছে না। গুজব বা অপপ্রচারের মতো বিষয়গুলো আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে কলুষিত করছে প্রতিনিয়ত।

গুজবের ফলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি, ধর্মীয় সহিংসতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে।

সমাজ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে, গুজব হলো জনসাধারণসম্পর্কিত যেকোনো বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তি নিয়ে মুখে মুখে প্রচারিত কোনো বর্ণনা বা গল্প।

তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্রুত প্রসারণের ফলে আমাদের সমাজে অপতথ্যের একটি সংস্কৃতি জন্ম হয়েছে। এ অপতথ্য-সংস্কৃতি প্রবল শক্তিশালী; সেটি ছড়ানো অপতথ্য দিনকে রাত করে দেয়, সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে দেয়, নিশ্চিত বিষয়কে অনিশ্চিত করে দেয়। কেবল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই নয়, মূলধারার গণমাধ্যম ব্যবহার করেও অনেক সময় গুজব ছড়ানো হয়।

কয়েক দশক আগে ১৯৮৭ সালে ‘ঢোলকলমি’র গুজব যখন ছড়ায়, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছিল না। তখন মূলধারার গণমাধ্যম ব্যবহার করেই এই গুজবের ডালপালা ছড়িয়েছিল। প্রথম ছিল, এই গাছের পাতা গায়ে লাগলে মানুষ মারা যায়; তারপর বলা হলো, এই গাছে যে পোকা বসে তা গায়ে লাগলে বা কামড় দিলে মানুষ মারা যায়। কিন্তু পরে দেখা গেল পুরোটাই ছিল গুজব। কিন্তু গুজবের হিড়িকে সারা দেশে সাধারণ মানুষ গণহারে, এমনকি প্রশাসনও ঢোলকলমি গাছ কেটে সাবাড় করেছিল।

ইতিহাসজুড়ে গুজবকে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রচার, ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলে কারসাজি ও নিয়ন্ত্রণ এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের জন্য সাম্প্রদায়িক উসকানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ‘কর্পস ফ্যাক্টরি’ গুজব ছড়িয়ে দাবি করা হয়েছিল যে জার্মানরা নিজস্ব সৈন্যদের মৃতদেহ ব্যবহার করে পণ্য তৈরি করছে, এটি যুদ্ধকালীন প্রোপাগান্ডা হিসেবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছিল। আরব বসন্তের সময় তিউনিসিয়ায় ফেসবুক ও টুইটারের মতো সামাজিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গুজবের দ্রুত বিস্তার ঘটতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও গুজব ছড়ানোর প্রবণতা ও এর প্রভাব ভয়াবহ। পদ্মা সেতু নির্মাণে শিশুদের মাথা লাগবেড়এমন গুজবে সারা দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে রাজধানীর বাড্ডায় তাসলিমা রেনু নামের এক নারীকে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা এখনো আমাদের বিস্মৃত হয়নি।

গত আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতনের পর গুজব প্রচারের ধারায় নতুন নতুন ইস্যু যুক্ত হয়, যা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও অস্থিতিশীল করে তোলে। এসব ইস্যুর মধ্যে সংখ্যালঘু নির্যাতন, ভিন্নধর্মাবলম্বীদের স্থাপনায় হামলাভাঙচুর, নিহত পুলিশের সংখ্যা নিয়ে গুজব, অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপতথ্য, বিভিন্ন উপদেষ্টার নামে ছড়ানো ভুয়া মন্তব্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা ধরনের গুজবের সূত্র হিসেবে ‘চালাইদেন’ শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল।

যেকোনো দুর্যোগ বা সংকটকালে গুজব ছড়ানোর প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধ পরিস্থিতিসহ যেকোনো সংকটে গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক এবং উদ্বেগকে বাড়িয়ে জনসাধারণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

মূলধারার গণমাধ্যম ছাড়াও বিশ্বায়নের এই যুগে সোশ্যাল মিডিয়া ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যুৎগতিতে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি, যে কারণেই ছড়ানো হোক না কেন, ফেক নিউজ বা গুজব অত্যন্ত ক্ষতিকর। যেকোনো আলোচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদের মধ্যে দু-একটা ভুয়া খবর ভাইরাল হওয়া এখন আর নতুন কিছু নয়।

বর্তমানে সাধারণত ছবি এডিট করে অহরহ গুজব ছড়ানো হয়ে থাকে। মূলধারার গণমাধ্যমের ফটোকার্ড নকল করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় হামেশা। অনেক সময় আসল ছবিতে ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান যোগ করে ছবির পটভূমি বদলে ফেলা হয়। জনগণের *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

Focus on expat generation, Bangladesh in globalization
FOBANA
HOSTED BY:
বাংলাধারা
AUGUST 29-31, 2025
39th FOBANA CONVENTION
Atlanta, Georgia
VENUE
Gas South Convention Center
6400 Sugarloaf Parkway Duluth, Georagia 30097
Performing Artist
Contact us For Any Information.
Masud Rob Chowdhury (CA)
Chairperson
(818) 730-1020
Abir Alamgir (NY)
Executive Secretary
(347) 724-9518
Nahidul Khan Sahel (GA)
Convener
(770) 722-5369
Mahbubur Rahman Bhuiya (GA)
Member Secretary
(404) 202-6484
Title Sponsor
TOP DOLLAR AMUSEMENT
ACE PROPERTIES
TAREK REAL ESTATE
Diamond Sponsor
river
TAJ
Emerald Sponsor
FDL lifestyle awaits
UtshobGroup
BARI GROUP
Icon Sponsor
COURTYARD BY MARRIOTT
Tucker Auto Body Shop
Fauma
SmartBizPay (877) 663-5033
Her WILL
Media Partners
ntv
ATN BANGLA
Media Friends
Bornomala news 24
Bornomalanews
BANGLA PRESS Every news is draft of history
প্রথম আলো
ATLANTA TIMES
For more information: www.fobanaonline.com | 2025.fobanaonline.com

যেভাবে খেলে হার্ট ভালো রাখবে ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। এটি একটি সামুদ্রিক মাছ, যা ডিম পাড়ার জন্য নদী ও সাগরে আসে এবং এর অনন্য স্বাদ ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে এটি বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ মাছ।

ইলিশ মাছের বিষয়ে ভারতীয় পুষ্টিবিদ অনন্যা ভৌমিক বলেছেন, ইলিশ মাছে আছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যালশিয়ামসহ বেশ কিছু খনিজ। অবশ্যই এ মাছ শরীরের পক্ষে উপকারী। হার্ট ও মস্তিষ্ক ভালো রাখতে সাহায্য করে ইলিশ। আরেক পুষ্টিবিদ শম্পা বলেছেন, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকার জন্যই এ মাছ পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ভালো রাখে। আর হার্ট ভালো রাখে ইলিশ। কারণ ইলিশ মাছে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ একেবারেই কম আছে। অন্যদিকে প্রচুর মাত্রায় ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা ট্রাইগ্লিসারয়েড ও রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ফলে হৃদযন্ত্রও সুস্থ থাকে।

এ ছাড়া ইলিশ মাছে মেলে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম, যা হাড় মজবুত রাখতে সাহায্য করে। আবার এতে থাকা ভালো মানের প্রোটিন পেশি সবল রাখার জন্যও জরুরি। ইলিশে মেলে ভিটামিন এ। দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে এই ভিটামিনেরও ভূমিকা থাকে।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে ইলিশ মাছ। কারণ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড বড় ভূমিকা রাখে। ইলিশ মাছ খেলে বয়সকালে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা কমে যায়। শিশুদের মস্তিষ্ক গঠনে সাহায্য করে এতে থাকা ডিএইচএ। অ্যালঝেইমার্সের মতো অসুখ প্রতিরোধেও ইলিশ মাছ কার্যকর ভূমিকা।

তবে সবার জন্য কি ইলিশ মাছ ভালো? এ বিষয়ে পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী বলেন, উপকার বলেই প্রতিদিন ৩-৪ পিস ইলিশ খাওয়া যায় না।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ঢ্যাঁড়শ

পরিচয় ডেস্ক : ডায়াবেটিস বেড়ে গেছে। এটি নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন? এক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারেন ঢ্যাঁড়শ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডায়াবেটিস রোগীর জন্য বেশ উপকারী ঢ্যাঁড়শ। ঢ্যাঁড়শে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, হৃদরোগের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতেড় এমনকি ওজন নিয়ন্ত্রণে সুপারফুড হিসেবে কাজ করে।

ঢ্যাঁড়শে আছে ফাইবার, ভিটামিন বি৬ ও ফোলেটে ভরপুর। ক্যালোরি কম থাকলেও ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফোলেট সমৃদ্ধ। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যার মধ্যে রয়েছে পলিফেনল ও ফ্ল্যাভোনয়েড, প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করে কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

ভিটামিন বি ডায়াবেটিস রোগীর নিউরোপ্যাথির আক্রমণ প্রতিহত করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণে রাখে হোমোসিস্টেইনের মাত্রা। এ উপাদানটি ডায়াবেটিস বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ঢ্যাঁড়শে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় দুই ধরনের ফাইবারই থাকে। ফাইবার পাচন প্রক্রিয়ার গতিবেগ কমায়। ফলে খাবার খাওয়ার পর ধীরে ধীরে বাড়ে রক্তের শর্করার পরিমাণ। আর এসব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ঢ্যাঁড়শের ক্যালোরির মাত্রাও বেশ কম।

কীভাবে খেলে এর উপকার হতে পারে, তা জানা দরকার। এটি মূলত ৪-৫টি ঢ্যাঁড়শ ভালো করে ধুয়ে নিন। প্রথমে প্রান্তগুলো কেটে বাদ দিয়ে দিন। এরপর বঁটি বা ছুরির সাহায্যে লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলুন একেকটি ঢ্যাঁড়শ। একটি কাঁচের বয়ামে পানি ভরে ঢ্যাঁড়শের টুকরোগুলো দিয়ে দিন। সারারাত এভাবে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর সকালে ভালো করে চিপে বের করে নিন। যে পানিটি পড়ে রইল, সেটি পান করলেই ডায়াবেটিসে মিলতে পারে উপকার।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কঠোরভাবে কাজ করে ঢ্যাঁড়শ। এনআইএইচের গবেষণা বলছে, ঢ্যাঁড়শ রক্তে গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাকৃতিকভাবে কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। আর ঢ্যাঁড়শ থাকা ফাইবার বা আঁশ রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ ছাড়া টাইপ ওয়ান, টাইপ টু ডায়াবেটিসে রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ঢ্যাঁড়শ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। সে কারণে ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীর জন্য নিয়মিত খাবারে ঢ্যাঁড়শ যারাখ যেতে পারে।

ঢ্যাঁড়শ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টকজাতীয় খাবার লেবু, আমলকী খেলে গ্যাস কিংবা অ্যাসিডিটির সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। তাই এসব খাবার একসঙ্গে না খাওয়াই ভালো। তবে আপনি যাই করুন না কেনড় সবার শরীরে সব জিনিস সহ্য হয় না। তাই যে কোনো পথ্য খাওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

যে ৭ কারণে প্রতিদিন কলা খাবেন

পরিচয় ডেস্ক : আপনি যদি শরীরকে সুস্থ রাখতে চান তাহলে নিজের প্রতিদিনের খাদ্যভাসে একটি করে কলা রাখেন। বহু গুণে সমৃদ্ধ এ ফল আপনার শরীরে আমূল পরিবর্তন আনবে। কলার মধ্যে রয়েছে প্রোটিন, প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এবং অন্যান্য পুষ্টিগুণ; এটি খেতেও বেশ মাজাদার। প্রতিদিন একটি করে কলা খেলে আপনি যে সাতটি ইতিবাচক প্রভাব পেতে পারেন:

১. হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্য রক্ষা করে : কলা পটাশিয়ামের চমৎকার উৎস, যা হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য। নিয়মিত পটাশিয়াম গ্রহণ উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে এ ফল।

২. হজমশক্তি বাড়ায় : কলায় রয়েছে ডায়েটারি ফাইবারড়বিশেষ করে পেকটিন ও রেজিস্ট্যান্ট স্টার্চ যা হজম প্রক্রিয়া মসৃণ করে। কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগা ব্যক্তিদের জন্য এটি হতে পারে একটি প্রাকৃতিক সমাধান।

৩. শক্তি বাড়ায় : কলা দ্রুত শর্করার উৎস, যা ব্যায়ামের আগে বা পরে স্ন্যাক হিসেবে আদর্শ। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তাৎক্ষণিক শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ক্রীড়াবিদদের কাছে এটি জনপ্রিয়।

৪. মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে : কলায় থাকা ভিটামিন বি-৬ মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ভিটামিন স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে আরও কার্যকর যোগাযোগে সহায়তা করে। এর ফলে স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ও মানসিক সতর্কতা বাড়তে পারে।

৫. দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমায় : ডোপামিন ও ভিটামিন সির মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর কলা শরীরে ফ্রি-র্যাডিকেল নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে। এটি ক্যান্সার, হৃদরোগ ও অকাল বার্ধক্যের ঝুঁকি কমাতে পারে।

৬. মন ভালো রাখে ও বিষণ্নতা দূর করে : কলা প্রাকৃতিকভাবে সেরোটোনিন উৎপাদন বাড়ায়ড়যা "হ্যাপি হরমোন" নামে পরিচিত। এটি মন ভালো রাখতে, মানসিক চাপ কমাতে এবং বিষণ্নতার ঝুঁকি হ্রাসে সহায়তা করতে পারে।

৭. প্রাকৃতিক ও নিরাপদ স্ন্যাক : যদিও কলা অত্যন্ত উপকারী, তবুও এতে প্রাকৃতিক চিনি রয়েছে। ডায়াবেটিস রোগীদের উচিত এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং কম চিনি-যুক্ত ফলের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখা।

মাংস খেলে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর ঝুঁকি কমতে পারে-গবেষণায় পাওয়া তথ্য

পরিচয় ডেস্ক : কানাডার ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা জানিয়েছে, প্রাণিজ উৎসের খাদ্যগ্রহণ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায় না। বরং ক্যানসারজনিত মৃত্যুর বিরুদ্ধে এটি সামান্য হলেও সুরক্ষামূলক প্রভাব রাখতে পারে।

গবেষণায় ১৯ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রায় ১৬ হাজার প্রাপ্তবয়স্কের খাদ্যাভ্যাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসময় দেখা হয়েছে, তারা সাধারণত কতটা প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করেন এবং হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসারের মতো বিভিন্ন মৃত্যুর ঝুঁকির সঙ্গে এই খাদ্যাভ্যাসের সম্পর্ক রয়েছে কি না।

ফলাফল থেকে দেখা গেছে, প্রাণিজ প্রোটিন বেশি হলেও মোট মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়নি। ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রাণিজ প্রোটিনের একটি ছোট কিন্তু ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনও সামান্য প্রভাব রাখলেও প্রাণিজ প্রোটিনের প্রভাব তুলনায় বেশি ইতিবাচক।

গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে ‘অঢ়ঢ়ষরবফ চযুংরড়ষড়মু, ঘঁঃৎরঃরড়হ ধহফ গবঃধনড়ষরংস’ জার্নালে।

ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাইনেসিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক স্টুয়ার্ট ফিলিপস বলেন, ‘প্রোটিন নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি রয়েছেড়কে কতটা খাবে, কোন ধরনের খাবে এবং তা দীর্ঘ মেয়াদে স্বাস্থ্যের জন্য কী অর্থ বহন করে।’

তিনি আরও বলেন, ‘যারা প্রমাণনির্ভর ও তথ্যভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই গবেষণা স্পষ্টতা প্রদান করে।’ গবেষণার প্রধান গবেষক ইয়ান্নি পাপানিকোলাউ জানান, ‘পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য ও ক্লিনিক্যাল গবেষণার ফলাফল একসঙ্গে বিবেচনা করলে দেখা যায়, প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জড়দুই ধরনের প্রোটিনই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করতে সহায়ক।’

গবেষণার অর্থায়ন করেছে ন্যাশনাল কেটলম্যানস বিফ অ্যাসোসিয়েশন (এনসিবিএ)। তবে গবেষকরা নিশ্চিত করেছেন, প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ নেইড়নকশা, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ বা প্রকাশনায়।

গরুর মাংস খেলে কি ডায়াবেটিস বাড়ে?

পরিচয় ডেস্ক : বর্তমানে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই ডায়াবেটিস রোগী আছে। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে এই স্বাস্থ্য সমস্যা হয়। আর ডায়াবেটিস রোগীদের খাওয়াদাওয়া করতে হয় নিয়ম মেনে। কোরবানির সময় স্বাভাবিকভাবেই সব বাড়িতে মাংস খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের মনে প্রশ্ন জাগে, মাংস খেলে কি ডায়াবেটিস বাড়ে? চলুন বিস্তারিত জেনে নিই-

ডায়াবেটিস এবং মাংসের সম্পর্ক: লাল মাংসে আছে কার্নেটিন নামক একটি উপাদান যা শরীরের জন্য উপকারী। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে কার্নেটিন গ্রহণ করলে শরীরে ট্রাইমিথাইল অ্যামিন নামে একটি পদার্থ তৈরি হয়। এটি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এমনটিই জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি ওয়েবসাইট।

‘দি ল্যানসেট ডায়াবেটিস অ্যান্ড এন্ডোক্রিনোলাজি’ সাময়িকীতে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে- নিয়মিত ‘রেড মিট’ বা লাল মাংস খাওয়ার সাথে টাইপ টু ডায়াবেটিসে’ আক্রান্ত হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

চর্বিযুক্ত মাংস: চর্বিযুক্ত মাংস- যেমন গরুর মাংস, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। চর্বি শরীরের ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে মাংসের ভূমিকা: ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা জরুরি। মাংস খেলেও খাদ্যতালিকায় রাখুন পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি, ফল এবং লো-গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স (এও) খাবার (যেমন বাদামি চাল, ওটস, ডাল) ইত্যাদি গ্রহণ করতে হবে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খাদ্য: ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য চিনিযুক্ত খাবার, মিষ্টি এবং অন্যান্য মিষ্টিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।

মাছ নাকি মাংস, কোনটা শরীরের জন্য বেশি জরুরী?

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে মাছ ও মাংস দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিনের খাবার টেবিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন উৎসবের মেন্যুতে থাকে মাছ-মাংসের নানান পদ। কেউ মাংস বেশি পছন্দ করেন, কেউ আবার মাছকে বেশি উপকারী মনে করেন। প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষের শরীরের জন্য কোনটি বেশি দরকার, মাছ নাকি মাংস?

পুষ্টিবিদরা বলছেন, মাছ ও মাংস দুটোতেই প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও অন্যন্য পুষ্টি উপাদান আছে, কিন্তু সেসবেরও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা ও ঝুঁকি। তাই বিশেষজ্ঞরা সাধারণত একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি খাওয়ার পরামর্শ দেন না। বরং মান, পরিমাণ ও রান্নার ধরণে সচেতন থাকতে বলেন। সেই সঙ্গে বিশেষ বিশেষ শারীরিক পরিস্থিতির জন্য এক একটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মাছের উপকারিতা

মাছকে বলা হয় ‘বাংলার সোনার খনি।’ এতে থাকে উচ্চমানের প্রোটিন, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি-টুয়েলভ, আয়োডিন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। ওমেগা-৩ আমাদের মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র ও চোখ ভালো রাখে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে অন্তত দুবার মাছ খেলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। বিশেষ করে সামুদ্রিক চর্বিযুক্ত মাছ যেমন স্যামন, সার্ডিন বা টুনা মাছে প্রচুর ওমেগা-৩ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে রুই, কাতলা, মাগুর বা ট্যাংরাতেও উপকারী ফ্যাটি অ্যাসিড ও প্রোটিন থাকে।

মাংসের উপকারিতা

মাংস হলো মানুষের শরীরের জন্য অন্যতম প্রোটিনের উৎস। এতে আরও থাকে আয়রন, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, ভিটামিন বি-টুয়েলভ যা শরীরের কোষ গঠন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং রক্তের হিমোগ্লোবিন বাড়াতে সহায়তা করে।

রেড মিট বা গরু ও খাসির মাংসে থাকে অনেক আয়রন, যা অ্যানিমিয়া রোধে কার্যকর। আবার মুরগি ও হাঁসের মতো সাদা মাংসে প্রোটিন থাকলেও তাতে ফ্যাট বা চর্বির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

ঝুঁকি ও সচেতনতা

অতিরিক্ত লাল মাংস খেলে হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে। অন্যদিকে মাছেও ঝুঁকি থাকে, বিশেষ করে নদী বা সমুদ্র দূষিত হলে এতে পারদ বা মার্কারি জমা হতে পারে, যা বেশি পরিমাণে মানুষের শরীরে গিয়ে স্নায়ু ও কিডনির ক্ষতি করে। এছাড়া অনেকেই না বুঝে বাজার থেকে ভেজাল ও অতিরিক্ত বাসি মাংস বা মাছ কিনে ফেলেন, যা শরীরের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

কোনটা বেশি দরকার?

মানুষের শরীরের জন্য মাছ এবং মাংস দুটোই দরকার। তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন ড়

১. খাদ্যতালিকায় সপ্তাহে অন্তত ২-৩ দিন মাছ রাখা উচিত।
২. লাল মাংস সপ্তাহে ১-২ দিন খাওয়া যেতে পারে, তবে চর্বি কমিয়ে ও সীমিত পরিমাণে।

নারিকেল দুধে ইলিশ কোরমা

পরিচয় ডেস্ক : স্বাদ এবং গন্ধে ইলিশ মাছের জুড়ি নেই। তাই ইলিশের নাম শুনলে জিভে জল কার না আসে বলুন। আর এই ইলিশ মাছ দিয়ে যদি তৈরি করা যায় মজাদার খাবার তাহলে তো কথাই নেই।

ইলিশ দিয়ে রান্না করা যায় হরেক পদের মজার খাবার। তবে ইলিশ দিয়ে রান্না করা নারিকেল দুধে ইলিশ মাছের কোরমা খেয়েছেন কখনো।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পেঁয়াজ বাটা ১-৩ কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, লবণ স্বাদমতো, তেল আধাকাপ, লেবুর রস ১ চা চামচ, নারিকেলের দুধ আধাকাপ, টেস্টিং সল্ট কোয়ার্টার চা চামচ, জায়ফল ও জয়ত্রী গুঁড়া কোয়ার্টার চা চামচ, টকদই আধাকাপ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, এলাচ, দারুচিনি তিনটি করে, কেওড়া জল কোয়ার্টার চা চামচ।

প্রণালি: মাছের টুকরাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে এলাচ, দারুচিনি ভেজে পেঁয়াজ বাটা হালকা ভেজে নিন। এরপর আদা-রসুন বাটা ও জিরা গুঁড়া ও লবণ দিয়ে মসলা ভালো করে ভেজে নিন।

এবার দই, কাঁচামরিচ, স্বাদমতো লবণ ও চিনি দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। ইলিশ মাছ দিয়ে নেড়ে নারিকেলের দুধ ও জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়ো এবং কেওড়া জল দিয়ে মৃদু আঁচে ঢেকে দিন। ১০ মিনিট রান্না করে মাছ মাখা মাখা হয়ে এলে লেবুর রস দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

রসুন দিয়ে খাসির শাহি রেজালা

পরিচয় ডেস্ক : স্বাদ বদলে পোলাওয়ের সঙ্গে খেতে পারেন খাসির শাহি রেজালা। রসুন দিয়েও রান্না করতে পারেন রেজালা। এর নাম দিতে পারেন গার্লিক মাটন।

উপকরণ: খাসির মাংস এক কেজি, গোটা রসুন ৬ থেকে ৭টি, টক দই আধা কাপ, পেঁয়াজ বাটা এক কাপ, পেঁয়াজের বেরেস্তা এক কাপ, ঘি এক কাপ, আদারসুন বাটা এক টেবিল চামচ, জয়ত্রী ও জায়ফল, পোস্তদানা, কিশমিশ, বাদাম বাটা এক চাচামচ করে। হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরা, গরম মসলার গুঁড়া এক চাচামচ করে, এলাচি, দারুচিনি ও তেজপাতা ৪ থেকে ৫টা, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি: খাসির মাংস ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার চুলায় একটি পাত্রে ঘি দিয়ে গরম করে রসুন বাদে সব উপকরণ দিয়ে দিন। তাতে খাসির মাংস দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানো হলে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রান্না করে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে রসুনগুলো দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট রান্না করুন। রসুন সেদ্ধ হলে চুলা বন্ধ করে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

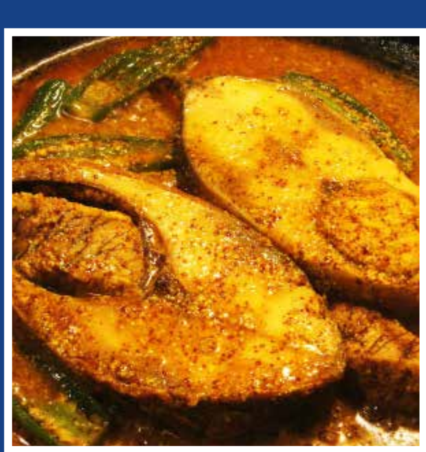

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5556

পেশোয়ারি গোশত

পরিচয় ডেস্ক : পেশোয়ারি গোশত, যা নামকীন গোশত নামেও পরিচিত, পাকিস্তানের পেশোয়ার অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার। খাবারটির বিশেষত্ব হলো এটি খুব কম উপকরণে, বিশেষ করে কোনো বাড়তি মসলা ছাড়াই তৈরি হয়। এতে যেমন গোস্তের প্রাকৃতিক স্বাদ বজায় থাকে, তেমনই এই খাবারটিকে অনন্য করে তোলে। যারা মসলার তীব্র গন্ধ পছন্দ করেন না বা হালকা অথচ সুস্বাদু কিছু খেতে চান, তাদের জন্য এটি একটি দারুণ রেসিপি।

উপকরণ: খাসির গোস্ত: ১ কেজি (হাড়সহ ছোট টুকরা করা), পেঁয়াজ: ১টি বড় (মিহি কুচি করা), আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ, টমেটো: ২টি মাঝারি (পাতলা করে কাটা), কাঁচা মরিচ: ৫-৬টি (লম্বা ফালি করা), সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো: ১ চা চামচ, লবণ: স্বাদমতো, পানি: ১-২ কাপ (বা প্রয়োজন অনুযায়ী), তেল/ঘি: ৪-৫ টেবিল চামচ

প্রণালী: ১. গোশত কষানো: একটি প্যানে তেল বা ঘি গরম করুন। এরপর এতে খাসির গোশত টুকরোগুলো দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাজতে থাকুন যতক্ষণ না গোশতের রঙ বাদামী হয়। এই ধাপে গোশতের অতিরিক্ত পানি শুকিয়ে যাবে।

২. পেঁয়াজ ও আদা-রসুন: এবার পেঁয়াজ কুচি যোগ করুন এবং নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর আদা-রসুন বাটা দিয়ে ১-২ মিনিট কষিয়ে নিন, যতক্ষণ না কাঁচা গন্ধ চলে যায়।

৩. টমেটো ও কাঁচামরিচ: টমেটো ফালি এবং কাঁচামরিচ যোগ করুন। টমেটো নরম হওয়া পর্যন্ত নেড়েচেড়ে রান্না করুন। টমেটো গলে গেলে একটি চামচ দিয়ে ষরমযঃষু ম্যাশ করে দিন।

৪. লবণ ও পানি: স্বাদমতো লবণ দিন। এবার ১ কাপ পানি দিয়ে প্যান ঢেকে দিন। আঁচ একদম কমিয়ে দিন এবং গোশত সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে পারেন। প্রয়োজনে আরও কিছুটা গরম পানি যোগ করতে পারেন। পেশোয়ারি গোস্ত সাধারণত একটু ঘন ঝোলের হয়, তাই অতিরিক্ত পানি দেবেন না।

৫. গোলমরিচ: গোস্ত পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো ছিটিয়ে দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিন এবং আরও ২-৩ মিনিট রান্না করুন।

৬. পরিবেশন: গরম গরম পেশোয়ারি গোস্ত নান রুটি, তন্দুরি রুটি বা সাদা ভাতের সাথে পরিবেশন করুন। এর হালকা এবং প্রাকৃতিক স্বাদ আপনার রসনাকে তৃপ্ত করবে।

গ্রিল চিকেন

পরিচয় ডেস্ক : আমাদের ছোট-বড় সবার পছন্দের খাবার গ্রিল। তাই সময় পেলেই খেতে ছুটে যাই হোটেল-রেস্তোরাঁয়।অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে মজাদার চিকেন গ্রিল যে কোনো সময় তৈরি করা যায়

উপকরণ: ৪টি চিকেন লেগ মোট প্রায় ২-৩ পাউন্ড, ২ টেবিল চামচ মাখন বা সরিষার তেল, ১ টেবিল চামচ লেবুর রস, ১ চা চামচ লবণ, ২ চা চামচ রসুন এবং আদা বাটা, ১ চা চামচ পেঁয়াজ বাটা, আধা চা চামচ গরম মসলা গুঁড়া, আধা চা চামচ মরিচ বাটা, ১ চা চামচ টমেটো সস এবং ১ চা চামচ চিনি।

প্রণালি: প্রথমেই মুরগি পরিষ্কার করে রাখুন। এরপর মাখন কিংবা সরিষার তেল, লেবুর রস, মসলা এবং ভেষজ দিয়ে একটি ঘন মেরিনেড পেস্ট তৈরি করুন। তা মুরগির সাথে মাখিয়ে ২ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। এরপর চুলায় বসিয়ে মুরগি পরোক্ষ আঁচে নাড়ুন। ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করুন এবং ৩৫ মিনিট রান্না করুন। তারপর মাঝে মাঝে উল্টে দিন।

সবশেষে রুটি বা নান বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন। সঙ্গে তাজা সালাদ যেমনড় টমেটো, শসা, পেঁয়াজ দিতে পারেন। টমেটো সস বা মেয়নেজও দিতে পারেন।

মার্কিন শুল্কে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারতে

১০ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা করা হলেও, এখন তা দ্বিগুণ করা হয়েছে।

কেন এই কঠোর পদক্ষেপ?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতে, রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত ধারাবাহিকভাবে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও সামরিক সরঞ্জাম কেনা চালিয়ে যাওয়াই এই উচ্চ শুল্ক আরোপের মূল কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির তথ্য অনুযায়ী, এই নতুন শুল্ক হার সেই সব ভারতীয় পণ্যের ওপর প্রযোজ্য হবে, যা বুধবার বা তার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবে।

গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারত প্রতি বছর প্রায় ৮৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে। এর মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (প্রায় ৬০.২ বিলিয়ন ডলার) এখন ৫০ শতাংশ শুল্কের মুখে পড়বে। যদিও ভারত সরকারের হিসাবে এই ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা কম, প্রায় ৪৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, এই নতুন শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠানো বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক হয়ে উঠতে পারে। এতে ব্যাপক কর্মসংস্থান হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমার ঝুঁকি তৈরি হবে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প খাত

জিটিআরআই-এর গবেষণা অনুযায়ী, পোশাক ও বস্ত্র, রত্ন ও গয়না, চামড়াজাত পণ্য, খাদ্য এবং গাড়ি শিল্পড়এই শ্রমঘন খাতগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জিটিআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব সতর্ক করেছেন, এই শুল্কের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোতে রপ্তানি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে, যা ৬০ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসতে পারে। এর ফলে ভারতের রপ্তানি কেন্দ্রগুলোতে লাখ লাখ মানুষের চাকরি হুমকির মুখে পড়বে।

নতুন শুল্কের ফলে ভারতীয় পণ্যগুলো তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারাবে, যা চীন (৩০ %), ভিয়েতনাম (২০ %), ইন্দোনেশিয়া (১৯ %) এবং জাপান (১৫ %)-এর মতো দেশগুলোকে সুবিধা দেবে।

চিংড়ি: ভারত থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত চিংড়ির ওপর শুল্ক ৬০ শতাংশে উন্নীত হবে। এর ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের খামারগুলোতে দাম কমে যাবে এবং বিশাখাপত্তম ও পশ্চিম গোদাবরীর প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রগুলো ঝুঁকির মুখে পড়বে। ইকুয়েডর, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো সেই বাজার দখল করবে।

বস্ত্র ও পোশাক: এই খাতে শুল্ক ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬৩ দশমিক ৯ শতাংশ হবে, যা ভারতের মূল্য সুবিধা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দেবে। এর ফলে তিরুপ্পুর, নয়ডা-গুরুগ্রাম, বেঙ্গালুরু, লুধিয়ানা এবং জয়পুর-এর মতো অঞ্চলগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রত্ন ও গয়না: এই খাতে শুল্ক ২ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ৫২ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হবে। এর ফলে সুরাট, মুম্বাই ও জয়পুর-এ লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান ঝুঁকির মুখে পড়বে।

অন্যান্য পণ্য: কার্পেট, হস্তশিল্প, চামড়া ও জুতা এবং কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যের মতো খাতগুলোতেও ব্যাপক শুল্ক বৃদ্ধি পাবে, যা এই শিল্পগুলোর সঙ্গে জড়িত লক্ষাধিক কারিগর ও শ্রমিকদের জীবিকা হুমকির মুখে ফেলবে।

শুল্কমুক্ত পণ্য

তবে ভারতের কিছু পণ্য, যার মূল্য প্রায় ২৭ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার (মোট রপ্তানির ৩০.২ %), এখনো শুল্কমুক্ত থাকবে। এর মধ্যে প্রধান হলো ওষুধ এবং সক্রিয় ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান (এপিআই)। এ ছাড়া ইলেকট্রনিকস, বই, পেট্রোলিয়াম পণ্য, বিভিন্ন ধাতু ও রত্ন শুল্কের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

‘ট্রাম্পকে খুন করো’, ‘পরমাণু বোমা

৭ পৃষ্ঠার পর

করো’, ‘ইজরায়েলের পতন হতেই হবে’, ‘পুড়িয়ে দাও ইজরায়েলকে’। আবার একটি আগ্নেয়াস্ত্রের গায়ে লেখা ছিল ‘ভারতে পরমাণু বোমা ফেলো’। ওই লেখা-সহ আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি সমাজমাধ্যম পোস্ট করে রিপাবলিকান দলের নেত্রীর দাবি, ভারত-বিরোধী এবং ইহুদি-বিরোধী প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন হামলাকারী। আগ্নেয়াস্ত্রের গায়ে লেখাগুলি থেকেই তা স্পষ্ট বলে মনে করছেন তিনি।

২০২০ সাল পর্যন্ত ওয়েস্টম্যানের নাম ছিল রবার্ট। পরে তিনি নিজের মহিলা নাম ধারণ করেন। রবার্ট থেকে হয়ে যান ওয়েস্টম্যান। আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দফতরের সচিব ক্রিস্টি নোয়েম জানিয়েছেন, ওয়েস্টম্যান নিজেকে রূপান্তরকামী বলে দাবি করেন। হামলাকারীর রাইফেলের ম্যাগাজিনে ট্রাম্পের খুনের হুমকির কথা লেখা ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।

২৭ আগষ্ট বুধবার আমেরিকার স্কুলে ওই এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণে দু’জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জখম আরও ১৭ জন। তাদের মধ্যে ১৪ জনেরই বয়স ৬-১৫ বছরের মধ্যে। স্কুলে হামলার কিছু সময় পরে অদূরেই গাড়ি পার্ক করার জায়গা থেকে উদ্ধার হয় আততায়ীর দেহ। পুলিশের সন্দেহ তিনি নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে

১০ পৃষ্ঠার পর

পোশাক রপ্তানি ওপর কার্যকর শুল্কহার দাঁড়িয়েছে ৩৬ দশমিক ৫ শতাংশ।

জাতিসংঘের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শুল্ক ১০ শতাংশ বাড়লেই বাংলাদেশের রপ্তানির আয় কমতে পারে ১ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার।

যদি ঘোষিত মাত্রায় শুল্ক কার্যকর হয়, তবে ক্ষতি দাঁড়াতে পারে ৬ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারড়যা দেশের মোট রপ্তানির আয়ের প্রায় ১২ দশমিক ৮ শতাংশ। এ ধাক্কা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, কর্মসংস্থান ও শিল্প প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে সতর্ক করা হয়েছে। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা। তবে শুল্ক সুবিধা হারালে এ উত্তরণ টেকসই হবে না বলে প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে ওষুধ খাত মেধাস্বত্বজনিত বাধার মুখে পড়তে পারে, ফলে দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারক সংগঠনগুলো গ্র্যাজুয়েশন অন্তত তিন বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে। তাদের মতে, এ সময়ের মধ্যে শিল্প খাতকে প্রতিযোগিতার উপযোগী করা, নতুন বাজার খোঁজা এবং রপ্তানির বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা জরুরি। বিশ্লেষকরা বলছেন, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পিছিয়ে দিতে হলে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) কাছে আবেদন করতে হবে এবং মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের ভিত্তিতে শক্ত যুক্তি হাজির করতে হবে। অন্যথায় আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশ দুর্বল অবস্থানে পড়তে পারে। জাতিসংঘের প্রতিবেদন স্পষ্টভাবে বলছে, শুল্ক আঘাত স্থায়ী হলে বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পথ আরও কঠিন হয়ে উঠবে। তাই রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণ, নীতিগত সংস্কার এবং নতুন বাজার কৌশল গ্রহণ এখনই জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ানো নিষিদ্ধ

৬ পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিকে, বাকস্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করা সংগঠনগুলো এরই মধ্যে এ পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে। এটিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত হিসেবে অভিহিত করছে তারা। ফায়ার নামের একটি সংগঠন জানায়, ‘সরকার সংবিধান প্রদত্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে পারে না।’

কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক জিএস হ্যান্স বলেন, ‘আমি মনে করি না এটি এমন কিছু যা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

আর সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা পাবেন না

৭ পৃষ্ঠার পর

কমলার উপদেষ্টা কার্স্টেন অ্যালেন সিএনএন-কে বলেছেন, ‘‘সিক্রেট সার্ভিসের পেশাদারিত্ব এবং কারও নিরাপত্তার প্রতি তাদের এই দায়বদ্ধতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট।’’ কমলা ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। ট্রাম্প সরকার তাঁর নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার খবর শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সেখানকার গভর্নর তথা কমলার দলের নেতা গ্যাভিন নিউসম। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তবে সে ক্ষেত্রে সিটি পুলিশের নিরাপত্তা পেতে পারেন কমলা।

ঠিকানা
PRESENTS
SHAH M NAWAZ
CHIEF GUEST
M M SHAHEEN
HONORARY GUEST
NY Home Care Services
M. AZIZ
POWERED BY
জ্যাকসন হাইটস্
হেরিটেজ মেলা
৭ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫
সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা
স্থান: ৩৭ রোড ও ৭৭ স্ট্রীট
জ্যাকসন হাইটস্
রিজিয়া পারভিন, বিন্দু কনা, মাহফুজা মম, কিশোর দাস, প্রিয়া হাসান, রোকসানা মির্জা, শম্মী, তিনা রাসেল, নাজু আকন্দ, মায়েশা, শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, আফতাব জনি, টিনা রাসেল ও শামিম সিদ্দিক।
উপস্থাপনায়: শারমিনা সিরাজ সোনিয়া ও ফৌজিয়া
সারগাম
মাটি ব্যান্ড
SOUND GEAR
347-731-7153
সাউন্ড গিয়ার
নৃত্যাঞ্জলি
FOR STALL
FAHAD SOLAIMAN
347-393-8504
ATIQUL ISLAM ZAKIR
718-552-7242
CONVENER
GIAS AHMED
917-744-7308
CO-CONVENER
ABU NOMAN SHAKIL
CHEIF CO-ORDINATOR
ASEF BARI TUTUL
631-428-1901
MEMBER SECRETARY
FAHAD SOLAIMAN
347-393-8504
CHAIRMAN
M.A. AZIZ
MANAGEMENT DIRECTOR
ATIQUL ISLAM ZAKIR
CHEIF EVENT ORGANIZER
TAREQ HASAN KHAN
EVENT CO-ORDINATOR
BABU KHAN
CO-CONVENER
DIDARUL ISLAM DIDAR, SHAKIL MIA, NURUL AZIM, ABDUL KADER SHISHIR, MONSUR CHOUDHURY
CO-ORDINATOR
SELIM HARUN, KAMRUZZAMAN BACCHU, MIA MOHAMMAD DULAL, FEMD ROCKY
JOINT MEMBER SECRETARY
DUKE KHAN, MOFIZUR RAHAMAN, LEETU CHOUDHURY, ABDUL HAMID, SHAKHWAT BISWAS, JAHANGIR ALAM JOY
FAIR COMMITTEE
Monsur Khan, Mohiuddin Rahul, Mohammed Anwar, Humayun Kabir Dhali, Muhammad Munir, Sheikh Noman Polash, Abdul Alim, Khaled Akhtar, Abu Noman Shakil, Duke Khan, Morshed Alam, Gourongo Roy
ADVISOR COMMITTEE
Pier Mohammed, Kazi Montu, Rahim Hawladar, Muqeet Choudhury, Md Samsuddoha, Mohsin Niru, Md Kamruzzaman Kamrul, Nurul Amin Babu, Z Alam Nomi, Istiak Rumi, Masud Mollah, Boxer Selim, Mir Nizam, Mazeda Uddin
SPONSORS
AKIB HUSSAIN
Empire Care Agency
Bangla Travel
LAW OFFICE OF EHSAN
Rafique Ahmed
NY INSURANCE
Mannan
Syed Rahaman Mannan
ইত্যাদি গ্রোসারী
ABU NOMAN SAANI MOLLA
KHAMAAR BAARI
Kamruzzaman
MAMA'S RESTAURANT
MAMA'S HALAL MEAT & FISH
Committee
Stall
Fahad Solaiman
347-393-8504
Sohel Gazi
646-461-0919
Shamol Nath
347-656-0083
Raffle Draw Lottery
Shah Chisty
Mohammed Hossain Dipu
Cultural
Hassan Zilani
Heigine & Mentenance
Hossain Badsha
Shafiuddin Prodan
Stage
Eng. M Hasan
Aftab Johny
Security
Amin Mack
Ripon
Media Partner
TBN 24

বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ মানুষ

১০ পৃষ্ঠার পর

বেড়েছে উদ্বেগজনক হারে। ২০২২ সালে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, অতি দারিদ্র্যের হার ছিল ৫.৬ শতাংশ। তিন বছরের ব্যবধানে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৩৫ শতাংশে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি মিলনায়তনে গত ২৫ আগষ্ট এ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

‘ইকোনমিক ডায়নামিকস অ্যান্ড মুড অ্যাট হাউসহোল্ড লেভেল ইন মিড ২০২৫’ শীর্ষক গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেন পিপিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান হোসেন জিল্লুর রহমান।

তিনি জানান, মে মাসে দেশের আট হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজারের বেশি মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এ গবেষণা পরিচালিত হয়, যা অর্থায়ন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

গত মে মাসে ৮ হাজার ৬৭টি পরিবারের ৩৩ হাজার ২০৭ জন ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে গবেষণাটি করা হয়।

ট্রাম্পের চাপে মোদিঃ নতুন

১২ পৃষ্ঠার পর

এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখেছি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মস্কোয় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে জয়শঙ্কর ট্রাম্পের সঙ্গে ইংরেজিতে সাবলীল কথা বলতে পারেন এবং পুতিনের সঙ্গে রুশ ভাষায় জারদের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

সব মিলিয়ে ভারত-রাশিয়ার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এখন এক নতুন গুণগত পর্যায়ে প্রবেশ করছে।

মোদির চীন সফর প্রমাণ করছে, শুল্কবৃদ্ধির আঘাত থেকে দুর্বল ভারতীয় অর্থনীতিকে সামলাতে ভারত কতটা প্রস্তুত। সংকটে পড়লে মোদি নমনীয় কৌশল অবলম্বন করেন। এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের ভাষায়, ‘টিম মোদি’ এখন বাণিজ্য ও শুল্কসংক্রান্ত বিষয়গুলো সামাল দিচ্ছে চারজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর সমন্বয়ে। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলকে ওয়াশিংটনে বাণিজ্যচুক্তি ও শুল্কসংক্রান্ত আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলের অন্য সদস্যরা হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কৃষি ও কৃষককল্যাণমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তাঁরা নিয়মিত বৈঠক করছেন এবং বাস্তব সময়ে মতামত ও তথ্য বিনিময় করছেন। শুল্কযুদ্ধের কারণে নরেন্দ্র মোদি এখন নয়াদিল্লির প্রো-আমেরিকান ও অ্যান্টিচায়না (চীনবিরোধী) লবির আক্রমণের মুখে। অনেক ভারতীয় বিশ্লেষক, যাঁরা মোদি সরকারের রাজনীতির সমালোচক ছিলেন, তাঁরা রাতারাতি চীনের সঙ্গে সংলাপ পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি হজম করতে পারছেন না। বিশেষত অভিযোগ রয়েছে যে পাকিস্তানকে সহায়তায় চীন ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ ভূমিকা রেখেছিল। তাঁরা জোর দিয়ে বলছেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বর্তমান জটিল অবস্থার জন্য মূলত ‘মোদির কূটনীতিই বেশি দায়ী’। তাঁদের ধারণা, চীনের প্রতি ভারতের এ নরম অবস্থান কোনো মূল্য ছাড়া আসবে না। অন্যদিকে পাকিস্তানকে ‘খেলায় ঘুঁটি’ হিসেবে ব্যবহার করা এবং রুশ তেল আমদানির বিষয়ে নয়াদিল্লির প্রতি ট্রাম্পের অবস্থান ভারতের সব রাজনৈতিক মহলের কাছে ‘অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর’।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞায় আব্বাসসহ

৫ পৃষ্ঠার পর

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এদিকে মাহমুদ আব্বাসের কার্যালয় জানিয়েছে যে, ভিসা নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তে তারা বিস্মিত। তাদের যুক্তি এটি জাতিসংঘের ‘সদর দপ্তরের চুক্তি’ লঙ্ঘন করেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী, সাধারণত বিদেশি কূটনীতিকদের জাতিসংঘে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। তবে ওয়াশিংটন বলছে, নিরাপত্তা, চরমপন্থা ও পররাষ্ট্রনীতির স্বার্থে ভিসা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও পিএলও চরমপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একতরফাভাবে রাষ্ট্র স্বীকৃতির চেষ্টা করছে।

তবে ফিলিস্তিনি কর্মকর্তারা এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, কয়েক দশকের যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন আলোচনায়ও ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অবসান হয়নি বা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের অগ্রগতি হয়নি।

মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বলছে, আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে পিএলও এবং পিএকে তাদের প্রতিশ্রুতি পালন না করার জন্য এবং শান্তির সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

পররাষ্ট্র দপ্তর আরও জানিয়েছে যে, জাতিসংঘে স্থায়ীভাবে কর্মরত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মিশন এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। এদিকে জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক বলেছেন, জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের চুক্তি অনুসারে জাতিসংঘ পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে ভিসা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবে।খবর রয়টার্সের।

বিপর্যয়ে আমেরিকার হাল ধরতে

৫ পৃষ্ঠার পর

আবার সকালে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।” তার পরেও অবশ্যে ভান্সের ওই মন্তব্য নিয়ে জল্পনা থামছে না। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের সময় ট্রাম্পের হাতে কালশিটে দেখা যায়। প্রবীণ ট্রাম্পের শরীর ঠিক রয়েছে কি না, তা নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। এই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তবে যে কোনও বিপর্যয়ে প্রেসিডেন্ট হতে প্রস্তুত বলে ইঙ্গিত দিয়ে ভান্স নয়া জল্পনা উস্কে দিলেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে ‘মোদির

৫ পৃষ্ঠার পর

সালের ফেব্রুয়ারির আগে ছিল ২ শতাংশেরও কম।

নাভারো ব্লুমবার্গ টিভিকে বলেন, ‘ভারতের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতের উচ্চশুল্কের কারণে কর্মসংস্থান, আয়, সবকিছু ক্ষতির মুখে। আর শেষ পর্যন্ত করদাতাদের অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে মোদির যুদ্ধের পেছনে।’ সাংবাদিকরা যখন জিজ্ঞেস করেন তিনি কি ‘পুতিনের যুদ্ধ’ বোঝাতে চেয়েছিলেন, তখন নাভারো বলেন, “না, আমি ‘মোদির যুদ্ধ’ বলেছি।” ভারতীয় সরকারের অভিযোগ, চীন বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর একই ধরনের শুল্ক আরোপ করেনি যুক্তরাষ্ট্র, যারা রাশিয়ার বড় ক্রেতা। এদিকে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আশাবাদী মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারত এবং বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে কাজ করবে।’

নিজের ছবি প্রাপ্তবয়স্কদের সাইটে

৫ পৃষ্ঠার পর

করে যৌনতা ও অশ্লীল লেখা সংযোজনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের কাছে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সংবাদমাধ্যম কোরিরে দেলা সেরাকে জানিয়েছেন, “যা হয়েছে তা নিয়ে আমি ক্ষুব্ধ। যেসব নারীর ছবি আপ করা হয়েছে এবং যারা এতে অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়েছেন, তাদের প্রতি আমার সহমর্মিতা ও সমর্থন জানাচ্ছি।” তিনি আরও বলেছেন, “এটি দুঃখজনক যে, ২০২৫ সালেও কিছু মানুষ আছে যারা নারীর সম্মানকে পদদলন এবং অশ্লীলভাবে অপমান করা স্বাভাবিক ও বৈধ বলে মনে করে।”

২০০৫ সালে চালু হওয়া এই সাইটের বিরুদ্ধে অতীতে অনেক নারী অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু এতদিন কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মেলোনি এই ঘটনায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যাদের ছবি আপ করা হয়েছে তাদেরকে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং এ ধরনের অপমান আর চলতে দেওয়া হবে না। এ ঘটনায় ইতালিতে নারী নিরাপত্তা ও ডিজিটাল সম্মানের বিষয়ে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনৈতিক কার্যক্রম রোধ করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তথ্যসূত্র : দ্য গার্ডিয়ান

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

- HHA (Home Health Aide)
- PCA (Personal Care Assistant)
- CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

NYS Department of Health LHCSAs

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি

প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

– সম্পাদক

বাঁধ খুলে দিয়েছে ভারত, পাকিস্তানে ‘অতি উচ্চ’ বন্যা

১২ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে পরিচিত এই প্রদেশে দেশটির মোট ২৪ কোটি জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ বসবাস করেন।

পারমাণবিক শক্তিধর ভারত ও পাকিস্তান গত মে মাসে সংক্ষিপ্ত সংঘাতের পর থেকেই মুখোমুখি অবস্থানে আছে। এখন বন্যার জন্য ভারতকে দায়ী করলে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন উত্তেজনা দেখা দিতে পারে।

২০ আগষ্টমঙ্গলবার রাতে পাকিস্তানের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানায়, ভারত রাভি নদীর উপর থেইন বাঁধের সব কপাট খুলে দিয়েছে। তবে ভারতের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি।

এই ঘোষণা আসে ভারতের দ্বিতীয় সতর্কবার্তা পাওয়ার একদিন পর। তাতে বলা হয়েছিল, দ্রুত ভরে ওঠা মাধোপুর বাঁধ থেকেও পানি ছাড়া হবে। দুটি বাঁধই রাভি নদীর ওপর, যা ভারতীয় পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানে প্রবাহিত।

পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ইরফান আলি কাঠিয়া বলেন, বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ। আগামী ৪৮ ঘণ্টা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এক মুখপাত্র জানান, স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে থেইন বাঁধ ৯৭ শতাংশ পূর্ণ। যে কোনো সময় পানি ছাড়া হতে পারে।

ভারত বাঁধে অতিরিক্ত পানি জমলে নিয়মিত তা ছেড়ে দেয়, যা পাকিস্তানে প্রবাহিত হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় পাঞ্জাব প্রদেশ দুই দেশে বিভক্ত হয়েছিল। দিনের শুরুতে ভারত সরকারের এক সূত্র জানায়, তারা কোনো নির্দিষ্ট বাঁধের নাম উল্লেখ করেনি। তবে প্রবল বৃষ্টির কারণে টানা দুই দিনে দ্বিতীয় সতর্কবার্তা পাকিস্তানকে কূটনৈতিক চ্যানেলে পাঠানো হয়েছে। আরও সতর্কবার্তা দেওয়া হতে পারে কি না এমন প্রশ্নে সূত্রটি জানায়, তা সম্ভব।

অন্য এক ভারতীয় সূত্র বলেন, মানবিক কারণে ইসলামাবাদের সঙ্গে তথ্য ভাগাভাগি করা হচ্ছে, যাতে বড় ধরনের বিপর্যয় এড়ানো যায়। কারণ প্রবল বর্ষণে ভারতেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

শুক্রবার থেকে পাকিস্তানে জোরপূর্বক সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানায়, পাঞ্জাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা দেড় লাখ ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার মানুষ ১৪ আগস্টের পর স্বেচ্ছায় সরে গেছেন। রাভি, শতদ্রু ও চেনাব নদীর তীরবর্তী শতাধিক গ্রাম থেকে লোকজনকে সরানো হচ্ছে। সেনাবাহিনী উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করছে। তিন নদীতেই মাঝারি থেকে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। আগামী ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টায় পাঞ্জাব ও পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে আরও ভারি বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

ভারত সীমান্তঘেঁষা পশরুর শহর ঘুরে এসে ডেপুটি কমিশনার সাবা আসগর আলি জানান, বর্তমানে ১৬টি গ্রাম বন্যার ঝুঁকিতে আছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ শিবিরে খাবার, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পাঞ্জাব প্রদেশের সেচমন্ত্রী কাজিম রেজা পিরজাদা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পূর্বাঞ্চলীয় নদীগুলোতে আগের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। জুনের শেষদিকে মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানে বন্যায় ৮০২ জন মারা গেছেন, যার অর্ধেকই এ মাসে। ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে এ মাসে মারা গেছেন অন্তত ৬৮ জন।

এদিকে পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল গিলগিট-বালতিস্তানে হিমবাহ দ্রুত গলছে। দক্ষিণের করাচি শহরের বড় অংশও গত সপ্তাহে প্লাবিত হয়েছিল।

চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মেরামতের আসল কারণ

১২ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (এস জয়শঙ্কর) সর্বশেষ বৈঠকটি ছিল মাত্র দ্বিতীয় বৈঠক।

ওয়াং ইর এই ‘ইতিবাচক’ বৈঠকগুলো সাত বছর পর মোদির চীন সফরের আগে একটা ভালো পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। এ মাসের শেষে চীন সফরে মোদি দেশটির প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

ভারত-চীন সম্পর্কের পুনর্মিলনকে ট্রাম্পীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এর কারণ হলো ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে অস্থিরতা বাড়ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের আমদানির ওপর বিস্ময়করভাবে ৫০ শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপিয়েছেন, যেটি এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো অভিযোগ করেছেন, ভারত আসলে ‘বিশ্বব্যাপী রাশিয়ার তেলের সংগ্রহ ও বিতরণের কেন্দ্র’ হিসেবে কাজ করছে। নিষেধাজ্ঞায় থাকা রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল ভারত শোধন করে বিশ্বের নানা দেশে উচ্চ মূল্যে রপ্তানি করছে। এর মাধ্যমে মস্কো তার অতি প্রয়োজনীয় ডলারের জোগান পাচ্ছে।

শীতল যুদ্ধের সময়কার হুমকির ভাষা পুনরাবৃত্ত করে নাভারো সতর্ক করে বলেন, ‘ভারত যদি সত্যিই যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হতে চায়, তবে দেশটিকে ঠিকমতো আচরণ শুরু করতে হবে।’

এটা সত্যি যে ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অনেক বাড়িয়েছে। কিন্তু এর আগে বাইডেন প্রশাসনই দিল্লিকে বলেছিল বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল রাখতে রাশিয়া থেকে তেল কিনতে।

কিন্তু ট্রাম্পের কাছে এই ধরনের যুক্তির কোনো মূল্য নেই। ট্রাম্প আশা করেছিলেন ভারত তার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি একটি বাণিজ্যচুক্তি করবে, কিন্তু আলোচনার শর্তের ওপর দিল্লির কঠোর অবস্থানের কারণে সেই আশা পূরণ হয়নি। যে ব্যক্তি ইউক্রেনের চেয়ে প্রায়ই রাশিয়াকে বেশি প্রশংসা করেন তাঁর কাছে ভারতের ওপর উচ্চ হারে শুল্ক বসানোর পেছনে এটাই সত্যিকারের যুক্তি। যাহোক, ট্রাম্প যখন প্রকাশ্যেই একটি দেশ ও তার নেতৃত্বকে অপমান করেছেন, তখন যাই ঘটুক না কেন, ভারতের জনগণের মধ্যে ট্রাম্পের প্রতি মনোভাব তিক্ত হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বাণিজ্যের মতো কঠিন বিষয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ভারতীয় কর্মকর্তাদের চুক্তি করতে পারার সক্ষমতা আরও কমে আসছে।

শুধু তাই নয়, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত খুব সাবধানে যে ইন্দো-প্যাসিফিক নীতিমালা তৈরি করেছিল, সেটাও অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে। কারণ, কোয়াড জোটের ভবিষ্যৎ (ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র এই জোট গড়ে তুলেছে) নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ভারতযুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিভক্তি তাই বেইজিংয়ের জন্য এমন একটি সুযোগ হিসেবে এসেছে, যার জন্য দেশটি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে ছিল। ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করার জন্য চীনের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। সম্পর্ক পুনর্গঠন করার পাশাপাশি একসময় দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া ভারত-মার্কিন অংশীদারত্বের তীক্ষ্ণ প্রভাব কমানোর সুযোগও চীনের সামনে তৈরি হয়েছে।

এরপরও ট্রাম্পের আচরণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এটাকে দেখা প্রাথমিকভাবে ভুল হবে। যদিও ট্রাম্পের পদক্ষেপ চীন-ভারতের সম্পৃক্ততাকে ত্বরান্বিত করতে পারে, কিন্তু দুই দেশের মধ্যে খুব সতর্কভাবে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়া চলছিল গত অক্টোবর মাস থেকে। সে সময় ভারত ও চীন বিতর্কিত হিমালয় সীমান্তে উত্তেজনা কমানোর উদ্দেশ্যে টহলব্যবস্থা নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল।

২০২০ সালের সীমান্ত সংঘর্ষের পর থেকে দিল্লি বারবার দাবি করেছে যে সীমান্তের বর্তমান অবস্থান, বেইজিং নিজেদের পাশে তাঁবু ও পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মাণ করে একতরফাভাবে পরিবর্তন করেছে।

গত বছর চীন যখন সীমান্ত-সংক্রান্ত অবস্থান থেকে সরে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হলো, তখন সেটিকে একধরনের অপ্রকাশিত স্বীকারোক্তি হিসেবে ধরা হলো যে প্রকৃতপক্ষে সংকটের কারণ ছিল বেইজিংয়ের কর্মকাণ্ড। ফলে দিল্লি চীনের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পদক্ষেপ নেয়।

এর পর থেকে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চীন এ বছর তিব্বত অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় তীর্থস্থানে যেতে ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের অনুমতি দিয়েছে। ভারত চীনা পর্যটকদের জন্য ভিসা সেবা আবার চালু করেছে। নির্দিষ্ট পাসের মাধ্যমে সীমান্ত বাণিজ্য ফের চালুর আলোচনা শুরু করার ব্যাপারে দুই দেশ সম্মত হয়েছে। ওয়াং ইর সাম্প্রতিক সফরে দুই পক্ষ সীমান্ত নির্ধারণের জন্য নতুন বিশেষজ্ঞ ও কার্যনির্বাহী দল গঠনের সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতকে সার, বিরল খনিজ ও টানেল বোরিং মেশিন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে চীন। দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে এই আমদানিতে প্রভাব পড়েছিল।

কিন্তু ভারতে খুব কম লোকই আছেন যাঁরা চীন-ভারত সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভ্রান্ত হতে পারেন। অতীতে বহুবার সম্পর্ক ফের চালু করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুক, ভারত চীনের উদ্দেশ্য নিয়ে সতর্ক থাকবে। কারণ, দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কের মৌলিক প্রকৃতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এবং দিল্লি চায় এমন একটি প্রতিরোধ-কাঠামো গড়ে তুলতে, যাতে ২০২০ সালের মতো পরিস্থিতি আর সৃষ্টি না হয়।

এবারে ভারত-চীন সম্পর্ক আবার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ট্রাম্পের যদি কোনো ভূমিকা থেকে থাকে, সেটা একেবারেই প্রান্তিক।

হার্স ভি পান্থ ভারতের দিল্লির অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহসভাপতি এবং কিংস কলেজ লন্ডনের ভিজিটিং অধ্যাপক টাইম থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ মনোজ দে

জুলাইয়ে সৌদি আরব ও ভারত ছিল রাশিয়ার জ্বালানি

১২ পৃষ্ঠার পর

পাঠানো জ্বালানি তেল ও ভ্যাকুয়াম গ্যাস অয়েলের (ভিজিও) পরিমাণ ছিল প্রায় ১১ লাখ মেট্রিক টন, যা জুনের তুলনায় তেমন পরিবর্তন হয়নি বলে শিপিং ডেটায় দেখা গেছে। রাশিয়া থেকে পাঠানো বেশিরভাগ কার্গো বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ছিল। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সাধারণত জুন থেকে আগস্টের মধ্যে জ্বালানি চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় (এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারের কারণে) বিদ্যুৎ উৎপাদনে অপরিশোধিত তেল ও উচ্চ সালফারযুক্ত ফুয়েল অয়েল (এইচএসএফও) ব্যবহার করে। এলএসইজির তথ্যানুযায়ী, গত জুলাইয়ে ভারতে রাশিয়ার ডার্ক অয়েল পণ্য সরবরাহ জুনের তুলনায় ৬৫ শতাংশ বেড়ে প্রায় ৬ লাখ টনে পৌঁছেছে। ভারত রাশিয়া থেকে স্ট্রেইট-রান জ্বালানি তেল ও ভিজিও আমদানি করে, যা তাদের রিফাইনারিতে ইউরালস ক্রুড অয়েলের সস্তা বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে রাশিয়া ভারতের সবচেয়ে বড় তেল সরবরাহকারী দেশ হয়েও, জুলাইয়ে মাসে ভারতের রাশিয়া থেকে মোট তেল আমদানি জুনের তুলনায় এক-চতুর্থাংশ কমে গেছে। কারণ কিছু রিফাইনারি কম ছাড় পাওয়ায় আমদানির গতি কমিয়েছে।

এলএসইজির তথ্যমতে, গত মাসে রাশিয়ার জ্বালানি তেল ও ভিজিও রপ্তানির শীর্ষ গন্তব্যের তালিকায় সৌদি আরব ও ভারতের পাশাপাশি সিঙ্গাপুর, তুরস্ক ও সেনেগালও ছিল। উল্লিখিত সব শিপিং তথ্য কার্গো যাত্রা শুরুর তারিখের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO
Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল’ আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ

CEO & President

Your Dream Home Care

Ex-President & Chairman

Board of Trustee

Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
MIT
LUX ET VERITAS
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
FORDHAM
M
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE. GO NOVA.
Penn UNIVERSITY of PENNSYLVANIA
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
SJ
Northeastern University
R
CUNY THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
UB
Northwestern University
RIT
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ট্রাম্পের চাপে মোদি: নতুন

১২ পৃষ্ঠার পর

দ্য অ্যাফেয়ার্স নাতালি এ. বেকারের সঙ্গে বৈঠক করেন। দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, এ সময় জ্বালানি খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। পারভেজ মালিক জানান, তেল অনুসন্ধানের নতুন ব্লক নিয়ে ইতিমধ্যে মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা চলছে।

নাতালি বেকার বলেন, ‘‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পাকিস্তানের তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে মার্কিন কোম্পানিগুলোর আগ্রহ জোরালোভাবে বাড়ছে।চ তিনি বলেন, মার্কিন দূতাবাস সরাসরি ব্যবসায়িক সংযোগ স্থাপনে ‘‘সক্রিয় ভূমিকাচ নেবে।

তবে ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করেনি।

ট্রাম্পের মন্তব্যে চমকে ওঠে শিল্পখাত

গত জুলাইয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পের এক পোস্টে বলা হয়েছিল, পাকিস্তানে রয়েছে ‘‘বিশাল তেল মজুতচ। এই দাবি অভিজ্ঞ তেল কোম্পানিগুলোকেও অবাক করেছে। বিদ্যমান অনুমানের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই, বরং দেশটির জ্বালানি খাতে বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রভারত বাণিজ্য টানাপোড়েনও প্রকট হচ্ছে। ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনছে বলে নয়াদিল্লির ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। এমনকি তিনি ইঙ্গিত দেন, পাকিস্তান একদিন প্রতিবেশী ভারতকেও তেল বিক্রি করতে পারে।

পাকিস্তান পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের সাবেক প্রধান নির্বাহী ও অভিজ্ঞ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ মইন রেজা খান বলেন, ‘‘এটি রাজনৈতিক বক্তব্য। যদি সত্যিই পাকিস্তানে বিশাল তেলভাণ্ডার থাকত, তাহলে এত বিদেশি কোম্পানি কেন দেশ ছেড়ে চলে যেত?চ

হোয়াইট হাউস ট্রাম্পের পোস্টের বাইরে এবিষয়ে অন্য কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়।

অনুমান ও বাস্তবতা

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ২০১৩ সালের এক পূর্বাভাস উল্লেখ করে থাকে, যেখানে বলা হয়েছিল দেশটিতে ৯.১ বিলিয়ন ব্যারেল উত্তোলনযোগ্য শেল অয়েল থাকতে পারে। তবে করাচির আরিফ হাবিব লিমিটেডের বিশ্লেষক ইকবাল জাওয়াদ মনে করেন, প্রকৃত মজুত হতে পারে অনেক কমড়মাত্র প্রায় ২৩৮ মিলিয়ন ব্যারেল।

তুলনামূলকভাবে, সৌদি আরব, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে উত্তোলনযোগ্য মজুত শত শত কোটি ব্যারেল। পাকিস্তানে গত এক দশকে কোনো বড় তেলক্ষেত্র-ও আবিষ্কার হয়নি। সর্বশেষ আবিষ্কৃত বড় দুটি তেলক্ষেত্র হলো ২০০৯ সালে নাশপা (অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির নেতৃত্বে) এবং ২০১১ সালে মাকোরি ইস্ট (হাঙ্গেরির এমওএল গ্রুপের অংশগ্রহণে)।

বিদেশি কোম্পানির প্রস্থান

এমওএল গ্রুপ ১৯৯৯ সাল থেকে পাকিস্তানে কাজ করছে। তবে দেশটির জ্বালানিখাতে বিদেশি কোম্পানির সংখ্যা দ্রুত কমছে। গত বছর কুয়েত পেট্রোলিয়াম করপোরেশন চার দশকের বেশি সময় পর পাকিস্তান ছাড়ার ঘোষণা দেয়। টোটালএনার্জিসও তাদের শেয়ার বিক্রি করে। ২০২৩ সালে ৭৫ বছর পর পাকিস্তান থেকে বিদায় নেয় শেল।

২০১৯ সালে ইতালির এনি স্পা ও এক্সন মবিল করপোরেশন আরব সাগরে অফশোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পাকিস্তানি অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ খনন চালায়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য মেলেনি।

নতুন দরপত্র আহ্বান

এ বছর পাকিস্তান সরকার ৪০টি অফশোর ব্লকে অনুসন্ধানের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে, যার মধ্যে সিন্ধু অববাহিকাও রয়েছে। অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করছে বলে জানিয়েছেন কোম্পানির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা আনাস ফারুক। তবে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি। অক্টোবরে এসব ব্লকের জন্য দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়সীমা।

দেশীয় তেল উৎপাদন বাড়াতে পারলে পাকিস্তান সরকারের জন্য তা হবে বড় স্বস্তি। আন্তর্জাতিক এনার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর থেকে দেশটিতে তেলের উৎপাদন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। ফলে পাকিস্তানকে প্রতিবছর প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার খরচ করে তেল আমদানি করতে হয়, যা দেশটির মোট আমদানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ।

ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ

এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশন অব কানাডার সিনিয়র ফেলো মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, ‘‘পাকিস্তানের তেল মজুত আবিষ্কারে আগ্রহীরা বড় ঝুঁকির মুখে পড়বেন। সেখানে প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর অভাব আছে, পাশাপাশি নিরাপত্তা সমস্যাও গভীর।চ

তিনি যোগ করেন, ‘‘যদি এসব বাধা সহজে অতিক্রম করা যেত, তবে পাকিস্তান এতদিনে নিজস্ব মজুত কাজে লাগাতে পারত এবং বহুজাতিক কোম্পানির অংশগ্রহণ আরও বেশি দেখা যেত।চ

বাংলাদেশ গত অর্থবছরে ৫১ দেশে

১০ পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: বদরুজ্জামান, মৎস্য অধিদফতরের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরির কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজার মো: জাহিদুল হাসান এবং মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দফতর খুলনার সিনিয়র সহকারী পরিচালক মো: আবুল হাসান।

সভায় মৎস্যখাতে খুলনা অঞ্চলের অবদান, লাভজনক ও মানসম্মতভাবে মাছচাষ, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন-২০২০ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তরের মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা লিপ্টন সরদার।

খুলনা মৎস্য অধিদফতরের জেলা কার্যালয় আয়োজিত সভায় মাছ চাষি, মাছ ব্যবসায়ী ও রফতানিখাত-সংশ্লিষ্টরা অংশ নেন।

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি

৬ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি তাঁর ‘সতর্কতা’ হিসেবে ট্রাম্পের কল এড়িয়ে গেছেন। খবর ইন্ডিয়া টুডের।

ট্রাম্প এমন এক সময়ে মোদিকে কল দেন, যখন তার প্রশাসন ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের এ শুল্ক ব্রাজিল ছাড়া অন্য কোনো দেশের জন্য সর্বোচ্চ।

বার্লিনভিত্তিক গ্লোবাল পাবলিক পলিসি ইনস্টিটিউটের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক থরস্টেন বেনার এক্সে সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের একটি কপি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘ফ্রাঙ্কফুর্টার অ্যালজেমেইন দাবি করেছে, ট্রাম্প সম্প্রতি মোদিকে চারবার ফোন করেছিলেন। কিন্তু মোদি ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।’

ফ্রাঙ্কফুর্টার অ্যালজেমেইন জানিয়েছে, মোদির মধ্যে এমন কিছু লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, যাতে বোঝা যায়, তিনি অপমানিত বোধ করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প সাধারণত অন্য দেশগুলোর মার্কিন বাজারের ওপর নির্ভরতাকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা আদায় করেন। কিন্তু মোদি তার প্রথম মেয়াদে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থে কোনো আপস না করে ট্রাম্পের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে ‘এর প্রতিরোধ’ করেছিলেন।

প্রতিবেদনে মোদির এ সতর্কতার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর আগে ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও প্রেসিডেন্ট টো লামের সঙ্গে মাত্র একটি ফোনকলে বাণিজ্য চুক্তি পুনর্গঠন করেছিলেন, যা দুই দেশের প্রতিনিধিদল অনেক কষ্ট করে সাজিয়েছিল। কিন্তু কোনো চুক্তি না হলেও ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ফ্রাঙ্কফুর্টার অ্যালজেমেইনের মতে, মোদি একই ফাঁদে পড়তে চান না।

নিউইয়র্কের দ্য নিউ স্কুলের ইন্ডিয়া-চায়না ইনস্টিটিউটের সহপরিচালক মার্ক ফ্রেজিয়ার বলেন, মার্কিন কৌশল কাজ করছে না। যুক্তরাষ্ট্র চীনের মোকাবিলায় ভারতকে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা দেবেড়এমন ইন্দো-প্যাসিফিক জোটের ধারণা ভেঙে পড়ছে। ফ্রেজিয়ারের মতে, চীনকে মোকাবিলায় ভারতের পক্ষ নেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের কখনোই ছিল না।

ফ্রাঙ্কফুর্টার অ্যালজেমেইনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, নয়াদিল্লি-বেইজিং পুরোনো উত্তেজনা কমে আসছে। গত বছর চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে মোদির সাক্ষাতের পরে থেকে দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে।

চলতি সপ্তাহে মোদি তিয়ানজিনে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। বিষয়টি একটি প্রশ্ন সামনে এনেছে যেড়ট্রাম্প ভারতকে চীনের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন কি না। ফ্রেজিয়ার বলেন, ভারতের চীনকে যতটা প্রয়োজন, চীনের ভারতকে ততটা প্রয়োজন নেই। ভারতের এ পরিবর্তন কৌশলগত, শুধু মার্কিন শুল্কের প্রতিক্রিয়া নয়। যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটার কারণে বিশ্বব্যাপী প্রভাব এবং শিল্প প্রবৃদ্ধিতে ভারত ও চীনের স্বার্থ অভিন্ন। চীনের জন্য তার বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক অবস্থানকে বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভারত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পুতিন-মোদিকে সঙ্গে নিয়ে এসসিও

১২ পৃষ্ঠার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নাড়া দিয়েছে, আর এ ধরনের জোটগুলো আসলে সেটাই করার জন্য গড়ে উঠছে।চ চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ বছর এসসিও সম্মেলন হবে ইতিহাসে সবচেয়ে বড়। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই নিরাপত্তাভিত্তিক সংগঠনটি এখন ১০টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র এবং ১৬টি সংলাপ সহযোগী ও পর্যবেক্ষক দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। এসসিওর কার্যক্রম নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতার দিকেও বিস্তৃত হয়েছে।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, এসব ক্ষেত্রে বাস্তব অর্জন সীমিত হলেওড় যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী গ্লোবাল সাউথ সংহতির প্রতীকী দিকটিকেই বেইজিং বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। বেঙ্গালুরুভিত্তিক তক্ষশীলা ইনস্টিটিউশনের গবেষক মনোজ কেওয়ালরামানি মন্তব্য করেন, ‘‘এসসিওর ভিশন ও বাস্তবায়ন এখনও অস্পষ্ট। প্রকৃত নিরাপত্তা ইস্যুতে এর কার্যকারিতা সীমিত হলেওড়এটি এমন এক প্ল্যাটফর্ম যা বৈশ্বিক বয়ান গঠনে প্রভাব ফেলতে পারে।চ

ভারতপাকিস্তান উত্তেজনা

এসসিওর দুই সদস্য ভারতপাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। চলতি জুনে এসসিও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকের যৌথ বিবৃতিও গৃহীত হয়নি। কারণ, ভারত আপত্তি তুলেছিল যে এতে কাশ্মীরে হিন্দু পর্যটকদের ওপর ২২ এপ্রিলের হামলার উল্লেখ নেই। ওই হামলা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দশকের সবচেয়ে বড় সীমান্ত সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যায়। ইসরায়েলের ইরান আক্রমণের ঘটনায় এসসিওর নিন্দাতেও যোগ দেয়নি নয়াদিল্লি।

তবুও সীমান্ত ইস্যুতে চীনভারতের সাম্প্রতিক সমঝোতা এবং ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত নতুন বাণিজ্য চাপের কারণে মোদি ও শির বৈঠক ইতিবাচক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্লেষক এরিক ওল্যান্ডার বলেন, ‘‘ভারত সম্ভবত এবার তার দম্ভ চেপে রেখে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেবে। এটি এখন মোদির অন্যতম অগ্রাধিকার।চ

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা তন্ময় লাল জানান, এসসিওতে ভারতের অগ্রাধিকার বাণিজ্য, সংযোগ, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান। মোদি সম্মেলনের পাশাপাশি একাধিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকেও অংশ নেবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রত্যাশিত ফলাফল

বিশ্লেষকরা অনুমান করছেন, চীন-ভারত সীমান্ত থেকে সেনা প্রত্যাহার, বাণিজ্য ও ভিসা শিথিলকরণ, জলবায়ু সহযোগিতা এবং উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধির মতো ধাপে ধাপে পদক্ষেপ নিতে পারে চীন ও ভারত। যদিও বড় কোনো নীতিগত ঘোষণা আসার সম্ভাবনা কম।

ওল্যান্ডার বলেন, ‘‘এই সম্মেলন মূলত চিত্রনাট্যের খেলাড়অপটিক্স, খুব শক্তিশালী অপটিক্স।চ

সম্মেলন শেষে মোদি চীন ছেড়ে চলে গেলেও পুতিন আরও কিছুদিন থাকবেন বেইজিংয়ে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উপলক্ষে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ দেবেন। রাশিয়ার বাইরে এটি হবে তাঁর জন্য সচরাচর দৃশ্যমান নয়ড়এমন দীর্ঘ সময় কাটানো।

‘আমি মোদিকে একজন অত্যন্ত

৬ পৃষ্ঠার পর

চুক্তিটি দ্বিপক্ষীয় ও নিঃশর্ত ছিল এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছিল। গত ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে প্রাণঘাতী সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। এরপর গত ৪ মে পাকিস্তানে হামলা চালায় ভারত। ‘অপারেশন সিন্দুর’ নামের ওই অভিযানে ৭০ জনের বেশি নিহত হয়। জবাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গত ৭ মে ‘অপারেশন বুনিয়ান উল মারসুস’ শুরু করে। এই অভিযানে ভারতের ৩১ জন নিহত এবং ২৭ জন আহত হয় বলে দাবি পাকিস্তানের। টানা পাঁচ দিন সংঘাত চলার পর গত ৯ মে দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। ইসলামাবাদ এ জন্য ট্রাম্পকে কৃতিত্ব দিলেও সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। এরপর ট্রাম্পের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমেই অবনতি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা গত বুধবার (২৭ আগস্ট) থেকে কার্যকর হয়েছে।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
SWH
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ফায়ার গান দিয়ে কোরআন পুড়িয়ে বিতর্কে

৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি দর্শকদের রাজনৈতিকভাবে তাকে সমর্থন করার আহ্বান জানান। গোমেজ বলেন, ‘আমাকে সংসদে পৌঁছাতে সাহায্য করুন, যাতে আপনাদের কখনও মুসলিমদের ছোড়া পাথরের মুখোমুখি না হতে হয়।’

তিনি বর্তমানে টেক্সাসের ৩১তম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে ২০২৬ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভিডিওটি প্রকাশিত হওয়ার পর রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে নিন্দার ঝড় ওঠে। আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে ঘৃণামূলক বক্তব্য ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বিস্তার নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। গোমেজের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড এর আগেও আলোচনায় আসে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি নিউ ইয়র্কে একটি বিক্ষোভে অংশ নেন, যেখানে অভিবাসীর প্রতীক হিসেবে স্থাপন করা একটি ডামিকে গুলি করেন। ওই সময় তিনি সহিংস অপরাধে অভিযুক্ত অভিবাসীদের প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার আহ্বান জানান।

সেই ভিডিও ব্যাপক সমালোচিত হয় এবং পরে তা সরিয়ে ফেলা হয়। পরবর্তীতে তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও নিষিদ্ধ করা হয়। প্রতিক্রিয়ায় গোমেজ দাবি করেন, ‘আমার ভিডিও অপসারণ এবং অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করা প্রমাণ করে যে আমি ক্ষমতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি, কারণ আমি যা দেখি তাই বলি।’

গোমেজ আরও একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তাকে এলজিবিটিকিউ+ বিষয়ক বই পোড়াতে দেখা যায়। তিনি দাবি করেছিলেন, এসব বই শিশুদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তবে এসব পদক্ষেপ তার নির্বাচনি সমর্থন বাড়াতে ব্যর্থ হয়। রিপাবলিকান প্রাইমারিতে তিনি মাত্র ৭.৪ শতাংশ ভোট পান এবং ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করেন।

পরাজয়ের পরও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় রয়েছেন এবং তার রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করছেন। উসকানিমূলক বক্তব্যের কারণে একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ভ্যালেন্টিনা গোমেজ পেশায় একজন রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকারী ও অর্থদাতা। ১৯৯৯ সালের ৮ মে কলম্বিয়ার মেডেলিনে জন্ম নেওয়া গোমেজ ২০০৯ সালে পরিবারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। পরে নিউ জার্সিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি সেন্ট্রাল কানেকটিকাট স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেন এবং ২০২০ সালে এমবিএ সম্পন্ন করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি একজন দক্ষ সাঁতারুও ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কলম্বিয়ার জাতীয় সাঁতার দলের সদস্য হিসেবে প্রতিযোগিতা করেছেন। গোমেজের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালে, যখন তিনি মিসৌরির সেক্রেটারি অব স্টেট পদে প্রার্থী হন। তখন থেকেই তার কার্যক্রম প্রায়শই বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। তার স্পষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও আক্রমণাত্মক বক্তব্য তাকে ধারাবাহিকভাবে জনমতের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে।

দেয়নি আদালত। ট্রাম্পকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এ বার তিনি এই আদালতের রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন।

কিন্তু কেন ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে বেআইনি বলল আদালত? কী আছে আমেরিকার আইনে? কোন আইনকে ঢাল করে শুল্কযুদ্ধে এগোচ্ছিলেন তিনি? সুপ্রিম কোর্টও কি আপিল আদালতের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একমত হবে? ২৯ আগষ্ট শুক্রবারের রায়ের পর এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতির অলিন্দে।

ট্রাম্পের যুক্তি

বিভিন্ন দেশের পণ্যে শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে ১৯৭৭ সালের আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনকে (আইইইপিএ) ঢাল করেছেন ট্রাম্প। গত মে মাসে আমেরিকার নিম্ন আদালত জানিয়েছিল, এই আইন ব্যবহার করতে গিয়ে কর্তৃত্বের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি। আপিল আদালতও সেই রায় বহাল রেখেছে। গত এপ্রিলে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, একাধিক দেশের সঙ্গে আমেরিকার ‘বাণিজ্যিক ঘাটতি’ রয়েছে। বন্ধু হোক বা শত্রু, সকলে

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে অপসারণ

৬ পৃষ্ঠার পর

তবে কুককে অপসারণের পদক্ষেপটি নজিরবিহীন হিসেবে দেখা হচ্ছে। ১১১ বছরের ইতিহাসে দেশটির কেন্দ্রীয় ফেডারেল ব্যাংক বোর্ডের কোনো সদস্যকে এভাবে পদচ্যুত করা হয়নি। তিনি ছিলেন সাত সদস্যের মধ্যে একজন এবং এই পদে থাকা প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান নারী। এই পদক্ষেপের বিষয়ে আইনি প্রশ্নও উঠতে পারে, কারণ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন হোয়াইট হাউসকে আদালতে প্রমাণ করতে হতে পারে যে, অপসারণের যথেষ্ট কারণ ছিল। যদিও ট্রাম্প বলছেন, সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি কুককে অবিলম্বে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কুক কিংবা ফেডারেল রিজার্ভ কেউই এ বিষয়ে এখনো মন্তব্য করেনি।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ট্রাম্প বারবার ফেডারেল ব্যাংকের ওপর চাপ বাড়িয়েছেন- বিশেষ করে এর প্রধান জেরোম পাওয়েলকে লক্ষ্য করে। তার অভিযোগ, সুদের হার কমাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনীহা দেখাচ্ছে। এমনকি তিনি একাধিকবার পাওয়েলকে বরখাস্ত করার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

নুরকে প্রধান উপদেষ্টার ফোন, তদন্তের আশ্বাস

৯ পৃষ্ঠার পর

হানিফ। তিনি বলেন, শনিবার (৩০ আগস্ট) দুপুর ১টায় প্রধান উপদেষ্টা ফোন করেন। এ সময় নুরুল হক নুর প্রধান উপদেষ্টাকে ঘটনার বিস্তারিত জানান। প্রধান উপদেষ্টা কাকরাইলের ঘটনা তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান হানিফ।

এদিকে, গত শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাতে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম নুরুল হক নুরকে দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আসেন।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের সংঘর্ষের পর আল রাজী টাওয়ারের সামনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাঠিপেটায় গুরুতর আহত হন নুরুল হক নুরসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী। ঘটনাস্থল থেকে নুরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাধিক ভিডিওতে দেখা গেছে, নুরের মুখ থেকে বুক পর্যন্ত পুরো রক্তাক্ত। ফেটে গেছে নাক। এ সময় তাকে স্ট্রেচারে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখা যায় দলীয় নেতাকর্মীদের।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছি।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

ব্লুমবার্গের টেকসই তালিকায় ব্র্যাক

৯ পৃষ্ঠার পর

থাকা আইডিএলসি ফিন্যান্স এবার ৩ দশমিক ৫১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। এই তালিকায় প্রথমবারের মতো স্থান পাওয়া সিটি ব্যাংক ২ দশমিক ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে। গত বছর তৃতীয় ছিল গ্রামীণ ফোন। এবারে ১ দশমিক ৮০ পয়েন্ট পেয়ে তাদের অবস্থান পঞ্চম।

লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ ১ দশমিক ৯১ স্কোর নিয়ে এবার চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। গত বছর অবস্থান ছিল ষষ্ঠ। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ গত বছরের চতুর্থ থেকে এবার ১ দশমিক ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে। বিএসআরএম স্টিল ১ দশমিক ৪১ পয়েন্ট পেয়ে সপ্তম। গত বছর তাদের অবস্থান ছিল দশম।

মোবিল যমুনা বাংলাদেশ ১ দশমিক ৩২ পয়েন্ট পেয়ে গত বছরের মতোই অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। স্কয়ার ফার্মা ১ দশমিক শূন্য ৫ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে আগের মতোই নবম অবস্থানে। ওয়ালটন বিডি শূন্য ৯৭ পয়েন্ট পেয়ে ১০ অবস্থানে নেমেছে। আগের বছর ছিল সপ্তম। একই স্কোর পেয়ে মার্কেন্টাইল ব্যাংক প্রথমবারের মতো এ তালিকায় ১১তম অবস্থানে নাম লিখিয়েছে। ম্যারিকো বাংলাদেশ এ বছর তাদের জায়গা ধরে রাখতে পারেনি।

শীর্ষস্থানীয় ইএসজি রেটিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ব্লুমবার্গ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিষ্ঠানের টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে থাকে। পরিবেশগত, সামাজিক ও শাসনের (ইএসজি) নানা বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যায়ন করা হয়। বিশদ পর্যালোচনার পর ১০০টির বেশি দেশের প্রায় ১৬ হাজার প্রতিষ্ঠানকে এই টেকসই উন্নয়ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্লুমবার্গ অনুযায়ী, ইএসজি রেটিংপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক ইকুইটি বাজার মূলধনের ৯৪ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক ৬০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী বলে মনে করা দায়িত্বশীল বিনিয়োগকারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

এবার ১৫ বাংলাদেশিকে ফেরত

৯ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে রয়েছেন সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ঢাকার বিভিন্ন জেলার বাসিন্দারা। তালিকায় নারী অভিবাসীও রয়েছেন।

কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যে অবস্থানকারী এসব অভিবাসীর কেউ বৈধ পাসপোর্টধারী হলেও, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তারা দেশটিতে অবস্থান করছিলেন। আবার অনেকেরই পাসপোর্ট ছিল না। যুক্তরাজ্যের হোম অফিস এদের বিরুদ্ধে অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্যবস্থা নেয় এবং দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেয়।

লন্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের কনসুলার শাখা এদের দেশে ফেরাতে ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করে। যাদের বৈধ ই-পাসপোর্ট ছিল, তাদের জন্য সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়নি। তবে যাদের পাসপোর্ট ছিল না, তাদের জাতীয়তা নিশ্চিত করতে সাক্ষাৎকার নিয়ে ট্রাভেল পারমিট দেওয়া হয়।

কূটনৈতিক সূত্র জানায়, হাইকমিশনের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বিষয়টি জানিয়ে জরুরি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় ৬ জনের বৈধ কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট থাকায় ট্রাভেল পারমিট প্রয়োজন হয়নি বা সীমিতভাবে দেওয়া হয়েছে। বাকি ৯ জনের পাসপোর্ট না থাকায় ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে জাতীয়তা নিশ্চিত করে ট্রাভেল পারমিট দেওয়া হয়েছে।

ফেরত পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তরাজ্যে ওয়েটারসহ বিভিন্ন খণ্ডকালীন কাজ করছিলেন। তবে ৬ জনের পেশাগত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া শিক্ষার্থীর পরিচয়েও একজন রয়েছেন বলে জানা গেছে।

জানা যায়, যুক্তরাজ্য সরকার অভিবাসন আইন বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। সেজন্য দেশটির হোম অফিস বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় রেখে ফেরত পাঠানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, 'অনেক অভিবাসী ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অবস্থান করে থাকেন। যুক্তরাজ্য সেসব ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে। ফেরত পাঠানোও এরই অংশ।'

মালয়েশিয়ার বিদেশি শ্রমিকদের ৩৭

৮ পৃষ্ঠার পর

হাজার ৩৫৩ জন বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করেন।

২০২৩ সালে বিদেশি শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ও সহজ করার জন্য যখন ফরেন ওয়ার্কার রিক্রুটমেন্ট রিল্যাক্সেশন প্ল্যান চালু করা হয়। তখন মোট তিন লাখ ৯৭ হাজার ৫৪৮ জন নতুন বাংলাদেশি শ্রমিক এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় আসেন।

এর পাশাপাশি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২০২২ সালে ২০ হাজার ৩৩১ জন এবং ২০২৩ সালে ২৩ হাজার ৬৫ জন বাংলাদেশি অস্থায়ী কাজের অনুমতিপত্র পাওয়া শ্রমিককে তাদের নিয়োগকর্তারা দেশে ফেরত পাঠিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, জুন ২০২৫ পর্যন্ত ইমিগ্রেশন বিভাগ আট লাখ তিন হাজার ৩৩২ জন সক্রিয় বাংলাদেশিকে তালিকাভুক্ত করেছে এবং তাদের সবার অনুমতিপত্র রয়েছে। এ সংখ্যা বিদেশি শ্রমিকের ৩৭ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ায় সবচেয়ে কম দক্ষ শ্রমিকদের সর্ববৃহৎ উৎস হিসেবে বাংলাদেশকে অবস্থান দিয়েছে।

অবৈধ অভিবাসী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, মোট ৭৯০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে তাদের ভিসা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে আটক করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় এক প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য দিয়েছে। প্রশ্নে ২০২২ ও ২০২৩ সালে মালয়েশিয়ায় আসা বাংলাদেশি শ্রমিকের মোট সংখ্যা, বৈধ কাজের অনুমতিপত্রধারীদের সংখ্যা, অবৈধ শ্রমিক এবং দেশে ফেরত পাঠানো শ্রমিকদের বিস্তারিত তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল।

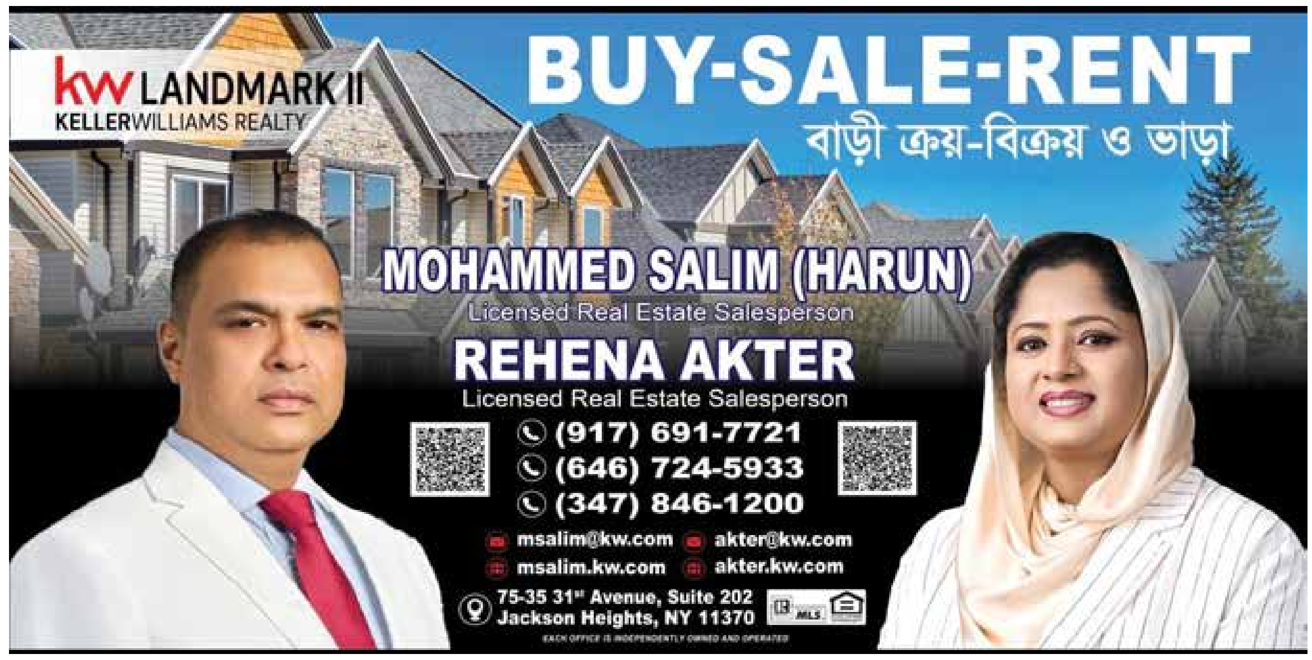

ছয় মাসে ১.২৫ বিলিয়ন ডলার

৯ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।

সভায় বিডার প্রতিনিধি আরও জানান, ১ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে ২৩১ মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব। এক্ষেত্রে প্রাথমিক প্রস্তাব থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে রূপান্তরের হার প্রায় ১৮ শতাংশ। বিশ্বজুড়ে রূপান্তরের এই হার গড়ে ১৫ থেকে ২০ শতাংশের কাছাকাছি বলে সভায় জানানো হয়।

একাত্তরের অমীমাংসিত বিষয় 'দুবার

১৪ পৃষ্ঠার পর

'অনুশোচনা' বনাম 'ক্ষমা প্রার্থনা'

ইসহাক দারের যুক্তির দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো ২০০২ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের ঢাকা সফর। পারভেজ মোশাররফ সেই সফরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁর বিবৃতিতে ১৯৭১ সালের 'এক্সেস' বা 'বাড়াবাড়ি'র জন্য রিগ্রেট তথা অনুশোচনা প্রকাশ করেন। তিনি একই সঙ্গে 'অতীতকে কবর' দেওয়ার আহ্বান জানান; কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন ও কূটনীতির নিরিখে এই মন্তব্যের সীমাবদ্ধতা মারাত্মক।

অনুশোচনা বনাম ক্ষমাড়এই দুটি শব্দের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। 'রিগ্রেট' একটি দুর্বল ও অস্পষ্ট অভিব্যক্তি, যা কোনো ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে; কিন্তু দায় স্বীকার করে না। অন্যদিকে একটি 'ফরমাল অ্যাপোলজি' বা আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনায় সুস্পষ্টভাবে দায় স্বীকার করা হয় এবং কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়।

মোশাররফ সচেতনভাবে 'অ্যাপোলজি' শব্দটি এড়িয়ে 'রিগ্রেট' ব্যবহার করেছিলেন, যা দায়বদ্ধতা এড়ানোর একটি 'ক্লাসিক কূটনৈতিক কৌশল'। এই ভাষাগত পার্থক্যই প্রমাণ করে, ২০০২ সালের ঘটনাটি কোনোভাবেই একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষমা ছিল না, যা বাংলাদেশ দাবি করে আসছে।

পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়ার কথা সামনে এলে দাবি করা হয় যে, ১৯৭৪ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা সফরে এসে 'তওবা' শব্দটি ব্যবহার করে ক্ষমা চেয়েছিলেন, যা তৎকালীন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও আসে। একই বছর ত্রিপক্ষীয় চুক্তির আলোচনায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে 'গভীর অনুশোচনা' প্রকাশের কথাও দলিলে উল্লেখ আছে।

পরবর্তী সময়ে ২০০২ সালে পারভেজ মোশাররফ ঢাকায় স্মৃতিসৌধের পরিদর্শক বইয়ে একাত্তরের 'বাড়াবাড়ি'কে, 'অনুতাপযোগ্য' বলে উল্লেখ করেন। এমনকি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও এক টিভি টক শোতে ক্ষমা চাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, 'ক্ষমা' হিসেবে দাবি করা এ ঘটনাগুলো ছিল হয় ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, নয়তো কূটনৈতিক ভাষা; যা 'আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমা'র সমতুল্য নয়। কোনোটিই পাকিস্তানের পার্লামেন্টে গৃহীত হয়নি বা রাষ্ট্রীয়ভাবে গণহত্যার দায় স্বীকার করে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা হিসেবে বাংলাদেশের কাছে পাঠানো হয়নি। এগুলোকে পূর্ণাঙ্গ সমাধান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

আন্তর্জাতিক আইন কী বলে

যখন একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে, (গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ), তখন আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার জন্মায়। আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের 'রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা-সংক্রান্ত খসড়া ধারা' আর্টিকেলস অন স্টেট রেসপনসিবিলিটি ২০০১ অনুযায়ী, প্রতিকার বা 'রিপারেশন'-এর বিভিন্ন রূপ রয়েছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হলো 'স্যাটিসফ্যাকশন' বা সন্তোষ, যা মূলত অবস্তুগত ক্ষতি পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আইএলসির ৩৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী, 'স্যাটিসফ্যাকশন'-এর বিভিন্ন রূপ হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

১. লঙ্ঘনের স্বীকারোক্তি (অ্যাকনলেজমেন্ট অব দ্য ব্রিচ)
২. অনুশোচনা প্রকাশ (এক্সপ্রেশন অব রিগ্রেট)
৩. আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা (ফরমাল অ্যাপোলজি)

আমরা স্বীকার করে নিতে পারি যে এই ধারা অনুযায়ী, 'রিগ্রেট' ও 'অ্যাপোলজি' উভয়ই 'স্যাটিসফ্যাকশন'-এর অংশ হতে পারে; কিন্তু এর গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে ভাষার স্পষ্টতা, দায় স্বীকারের মাত্রা ও আন্তরিকতার ওপর। মোশাররফের 'রিগ্রেট' ছিল একটি অসম্পূর্ণ পদক্ষেপ, বাকি রাস্তাটুকু না হাঁটা হলে দায় স্বীকারের মূল শর্ত পূরণ হয় না।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব ৬০/১৪৭ (২০০৫), যা 'প্রতিকার ও প্রতিকারের অধিকারসংক্রান্ত মৌলিক নীতি ও নির্দেশিকা' হিসেবে পরিচিত, ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী কাঠামো হাজির করে। এটি চারটি স্তম্ভের ওপর জোর দেয়:

১. সত্য জানার অধিকার (রাইট টু ট্রুথ)
২. ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার (রাইট টু জাস্টিস)
৩. প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (রাইট টু রিপারেশন)
৪. পুনরাবৃত্তি না হওয়ার নিশ্চয়তা (গ্যারান্টিস অব নন-রিকারেন্স)

এই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডগুলোর আলোকে বিচার করলে পাকিস্তানের 'দুবার সমাধান' তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। তারা সত্যকে পূর্ণভাবে স্বীকার করেনি, ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ করেছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিকার দেয়নি।

দ্বিতীয়ত অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যা আজও ফেরত দেয়নি পাকিস্তান। বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এই পাওনার পরিমাণ ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই পাওনার মধ্যে রয়েছে অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদে ন্যায্য ভাগ, ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়ের আত্মসাৎকৃত বিদেশি সাহায্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা।

ইসহাক দারের 'হৃদয় পরিষ্কার' করার পরামর্শ ভুক্তভোগীর যন্ত্রণাকে উপহাস করার শামিল। এটি প্রমাণ করে যে পাকিস্তান এখনো তার অতীত কৃতকর্মের গভীরতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ। ক্ষমা কোনো দয়া বা করুণার বিষয় নয়; এটি একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রক্রিয়া, যার সুনির্দিষ্ট ধাপ রয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দৃষ্টান্ত আমাদের শেখায়, একটি অর্থবহ ক্ষমা কেমন হওয়া উচিত। আমরা দেখি, হলোকাস্টের পর জার্মানি কেবল মৌখিক ক্ষমা চায়নি; বরং ইসরায়েল ও ইহুদি সংগঠনগুলোর সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষতিপূরণ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার নাম ছিল ১৯৫২ সালের লুক্সেমবার্গ চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, যা ছিল দায় স্বীকারের বাস্তব প্রতিফলন।

এ শতকেই আমরা দেখেছি, উত্তর আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ সেনাদের হাতে ১৪ জন নিরস্ত্র নাগরিক হত্যার ৩৮ বছর পর দীর্ঘ বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে একটি দ্ব্যর্থহীন ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, যা ঘটেছিল, তা ছিল 'আনজাস্টিফায়েড অ্যান্ড আনজাস্টিফিয়েবল' (অসমর্থনযোগ্য ও অন্যায়)। এই ক্ষমা ছিল সুনির্দিষ্ট, দায় স্বীকারের একটি রেফারেন্স।

অতীতকে পেছনে ফেলে সামনে এগোতে হলে পাকিস্তানের 'দুবার সমাধান' বা 'হৃদয় পরিষ্কার' করার মতো ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবস্থান থেকে সরে এসে একটি বাস্তবসম্মত ও সম্মানজনক পথে হাঁটতে হবে। এর একটি রূপরেখা হতে পারে এমন:

১. একটি যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে পাকিস্তান একাত্তরে সংঘটিত অপরাধগুলোকে 'গণহত্যা' ও 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে স্বীকার করে নেবে।
২. পাকিস্তানের পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে, যা রাষ্ট্রীয় দলিলে নথিভুক্ত থাকবে।
৩. দুই দেশের ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের নিয়ে একটি যৌথ কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যা একাত্তরের ঘটনাবলির একটি পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরবে এবং দুই দেশের পাঠ্যপুস্তকে তা অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করবে।
৪. অমীমাংসিত সম্পদের দাবি নিষ্পত্তির জন্য একটি নিরপেক্ষ সালিসি বা টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে, যা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাধান প্যাকেজ তৈরি করবে।

পাকিস্তানকে বুঝতে হবে, ক্ষমা কোনো দুর্বলতা নয়; বরং নৈতিক শক্তি ও ঐতিহাসিক পরিপক্বতার লক্ষণ। 'হৃদয় পরিষ্কার' করার দায়িত্ব বাংলাদেশের নয়; বরং পাকিস্তানের গণহত্যার দায় স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে ও অমীমাংসিত বিষয়গুলোর ন্যায্য সমাধান করে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হবে অতীতের হিসাব মেটাতেই হবে। কারণ, ন্যায়বিচারকে কবর দিয়ে কোনো স্থায়ী শান্তি বা বন্ধুত্ব নির্মিত হতে পারে না।

সমাধানের পথ এখনো খোলা, তবে সেই পথে হাঁটার প্রথম পদক্ষেপটি পাকিস্তানকেই নিতে হবে। আরিফ রহমান গবেষক ও গণমাধ্যমকর্মী

শ্রীলঙ্কার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জন্যও

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদন ছেপেছে, যেখানে বলা হয়েছে ব্যক্তি ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় চলে গেছে ঢাকার প্রায় সব মাঠ ও পার্ক। ধানমন্ডি এলাকায় কয়েকটি খেলার মাঠ ছিল, সেগুলো এখন আর পাবলিকের নেই। ক্লাব নামের প্রতিষ্ঠান লিজ নিয়ে প্রাইভেট করে ফেলেছে। এক চিলতে খোলা জায়গা কলাবাগানের, তেঁতুলতলা নাম, সেটা চলে যাচ্ছিল পুলিশের মালিকানাধীন। স্থানীয় মানুষেরা কোনোমতে ঠেকিয়েছে; আবারও তা নাকি বেহাত হচ্ছে।

উন্নতির একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য মডেল স্থাপিত হয়েছিল শ্রীলঙ্কায়। এ দ্বীপরাষ্ট্রকে মনে হচ্ছিল শান্তির দ্বীপ। উন্নতির প্রমাণ সর্বত্র জাজ্বল্যমান। মানুষ শতভাগ শিক্ষিত। ট্যুরিস্টরা আসে দলে দলে। বিদেশ থেকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ ছিল ভরপুর। সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরের বড় বড় প্রজেক্টের কাজ চলছিল জোরেশোরে। সরকার বৈদেশিক ঋণ পেয়েছে এবং নিয়েছে উদারহস্তে। কিন্তু উন্নতির ওই মডেল যে কতটা অন্তঃসারশূন্য, প্রতারক ও বিপজ্জনক, তা ধরা পড়ে গেছে উন্নয়নেরই অপর এক অনুষঙ্গ করোনাভাইরাসের আঘাতে। দেশটি দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রতিকার চেয়ে দলে দলে মানুষ রাস্তায় নেমে এলো। তারা প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইল, যারা একই মাতা-পিতার সন্তান, আপন ভাই। মন্ত্রিসভার ৩০ সদস্যের মধ্যে সাতজনই নাকি ওই পরিবারের লোক। রাজাপাকসে পরিবারের। রীতিমতো লঙ্কাকাণ্ড।

শেষ পর্যন্ত রাজাপাকসের পরিবারতন্ত্রের অবসান ঘটেছে; কিন্তু তারপর? কারা আসবে ক্ষমতায়? না, সেটা কেউ জানত না। কেননা, দৃশ্যমান কোনো রাজনৈতিক বিকল্পের অস্তিত্ব ছিল না। বিকল্প গড়ে উঠতে দেওয়া হয়নি। বিকল্প গড়বার সকল প্রচেষ্টাকে নির্বংশ করা হয়েছিল। নিরুপায় হয়ে রাস্তায় যারা নেমে এসেছে, তারা জানে না বিকল্প কী। অথচ বিকল্প তো দরকার। আর বিকল্প সেজে ভিন্ন নামে অন্য কোনো রাজাপাকসের শাসন চালু হলে তো চলবে না; হতে হবে একেবারে ভিন্ন রকমের শাসন। অর্থাৎ কিনা পুঁজিবাদী নয়, সমাজতন্ত্রী শাসন। নির্বাচনে কিন্তু বামপন্থিদের সঙ্গে সচেতন নাগরিকদের কোয়ালিশনই জয়ী হলো। ইতোমধ্যে সেই বামপন্থি সরকার শ্রীলঙ্কার দুরবস্থা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশটিকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশের জন্য তো অবশ্যই। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা-গ্রিনকার্ড ব্যবস্থায়

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ভারতীয় কর্মী ও শিক্ষার্থীদের ওপর, যারা বছরের পর বছর এইচ-১বি ভিসা বরাদ্দের প্রায় ৭০ শতাংশ দখল করে আসছেন।

মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লাটনিক বলেন, 'বর্তমান এইচ-১বি ভিসা পদ্ধতি একটি প্রতারণা, যা মার্কিন চাকরির সুযোগ দখলে বিদেশিদের সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীদের নিয়োগই হওয়া উচিত সব বড় মার্কিন প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকার। এখন সময় এসেছে মার্কিনিদের চাকরির সুযোগ দেওয়ার।'

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এই পরিবর্তন বিশাল প্রভাব ফেলবে। এর প্রয়োজনীয়তার কারণ হিসেবে তিনি মার্কিন নাগরিকদের গড় আয়ের সঙ্গে গ্রিনকার্ডধারীদের আয়ের বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেন। মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আমি এইচ-১বি ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত, কারণ এটি ভয়াবহ। আমরা গ্রিনকার্ডও পরিবর্তন করতে যাচ্ছি। গড়পড়তায় একজন মার্কিনি বছরে ৭৫ হাজার ডলার আয় করেন, অথচ গ্রিনকার্ডধারীদের গড় আয় ৬৬ হাজার ডলার। তাহলে আমরা কেন নিচের স্তরের মানুষকে আনছি? ডোনাল্ড ট্রাম্প এটিই বদলাবেন।

শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্রের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে আরও কঠোর অবস্থান ট্রাম্প প্রশাসনের। বুধবার (২৭ আগস্ট) এ বিষয়ে প্রকাশিত প্রস্তাবিত সরকারি বিধিমালায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ব্যাপকভাবে অভিবাসন দমন অভিযান শুরু করেন। সর্বশেষ এই উদ্যোগের পর বিদেশি শিক্ষার্থী, বিনিময় কর্মী ও বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য প্রয়োজন হলেও দেশটিতে বাড়তি সময় অবস্থান করা কঠিন হবে।

প্রস্তাবিত বিধিমালা অনুযায়ী, বিদেশি শিক্ষার্থীদের এফ ভিসা, সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্রে কাজের অনুমতি দেওয়া জে ভিসা ও গণমাধ্যমকর্মীদের আই ভিসার মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। বর্তমানে এসব ভিসার মেয়াদ কর্মসূচির সময়কাল বা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চাকরির সময় পর্যন্ত বৈধ থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৬ লাখ বিদেশি শিক্ষার্থী এফ ভিসায় ছিলেন। ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর থেকে প্রায় ৩ লাখ ৫৫ হাজার জনকে সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচির আওতায় এবং ১৩ হাজার জনকে গণমাধ্যমকর্মী ভিসা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রস্তাবিত বিধিমালায় বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী ও বিনিময় ভিসার মেয়াদ সর্বোচ্চ চার বছরের বেশি হবে না। সাংবাদিকদের ভিসার মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২৪০ দিন এবং চীনা নাগরিকদের ক্ষেত্রে তা ৯০ দিন। তবে, ভিসাধারীরা মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

প্রস্তাবিত বিধিমালায় ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে ভিসাধারীদের আরও ভালোভাবে 'পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান' করার জন্য এই পরিবর্তন প্রয়োজন। এ ব্যবস্থার বিষয়ে মন্তব্য জানাতে দেশটির জনগণ ৩০ দিন সময় পাবে।

বিশ্বব্যাপী ৪ হাজার ৩০০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধিত্বকারী অলাভজনক সংস্থা এনএএফএসএ ২০২০ সালের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে এবং ট্রাম্প প্রশাসনকে এমন পরিকল্পনা বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদের শেষের দিকে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেও কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন ২০২১ সালে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

প্রাইমারিতে জয়লাভের পর মামদানি দ্রুত প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে একজন উদীয়মান তারকা হয়ে উঠেছেন।

২০২৫ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত তার সংগৃহীত ১০ লাখ ৫১ হাজার ২০০ ডলার বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামসের সংগৃহীত ৪ লাখ ২০ হাজার ৮৮৬ ডলার এবং জুলাই মাসে প্রাইমারিতে মামদানির কাছে হেরে যাওয়ার পর থেকে প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর প্রচারণা শুরু করার পর থেকে ৫ লাখ ৭ হাজার ৬৬০ ডলারের বেশি। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, কুওমো তার শহরের প্রচারণা তহবিল জোরদার করার জন্য রাজ্য-স্তরের প্রচারণা অ্যাকাউন্ট থেকে ৬৮ হাজার ডলারেরও বেশি স্থানান্তর করেছেন ।

তবে শুধু তহবিল সংগ্রহে নয়, সম্ভাব্য ভোটারদের জরীপেও এগিয়ে রয়েছেন মামদানী।

সর্বশেষ এবিসি নিউজে প্রকাশিত টুলসিন রিসার্চ এর জরীপ অনুযায়ী নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র পদের আসন্ন নির্বাচন ডেমোক্রেট প্রার্থী জোহরান মামদানী সমর্থন রয়েছে গড়ে ৪২ শতাংশ ভোটারের কাছে, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেট প্রাইমারীতে মামদানীর নিকট পরাজিত হয়ে বর্তমানে স্বতন্ত্র প্রার্থী নিউ ইয়র্ক স্টেটের সাবেক গভর্ণর এন্ড্রু কুমো সমর্থন পাচ্ছেন গড়ে ২৬ শতাংশ ভোটারের নিকট, রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া পাচ্ছেন জরীপে অংশ গ্রহণকারী সম্ভাব্য ১৭ শতাংশের ভোট এবং বর্তমান মেয়র, স্বতন্ত্র প্রার্থী এরিক এডামসের প্রতি রয়েছে গড়ে ৯% সম্ভাব্য ভোটারের সমর্থন।

‘নতুন বাংলাদেশ’ : ভিন্ন মত-পথের

৯ পৃষ্ঠার পর

হচ্ছিল, তার এক হাতে ছিল হাতকড়া আরেক হাতে বালাদেশের সংবিধান। সেই সংবিধান উঁচু করে ধরে তিনি বলছিলেন, “৩০ লাখ শহিদের বিনিময়ে, পাঁচ লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এই সংবিধান। এই সংবিধান আমরা রক্ষা করবো। বাংলাদেশকে আমরা রক্ষা করবো। মুক্তিযুদ্ধ আমরা রক্ষা করবো।”

সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্না তার এক হাতের হাতকড়া তুলে দেখিয়ে বলেন, “দেখেন, আপনারা দেখেন, এই হাত দিয়ে আমরা লিখি। মানুষ কী লিখবে? সাংবাদিকরা কী লিখবে? কার পক্ষে লিখবে সাংবাদিকরা? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলি। ” কাছের কারো এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “আপনাদের মনে হয় আমরা সন্ত্রাস করতে পারি? মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলা, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলা- এগুলো সন্ত্রাস করা? দেশের সূর্য সন্তানরা মুক্তিযুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছে। তাদের সঙ্গে থাকা সন্ত্রাস করা?

সন্ত্রাস দমন আইনে দায়ের করা মামলায় আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত সাবেক সাংসদ, সাবেক মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন ও সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নাসহ ১৬ জনকে শুক্রবার সকালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন আদালতে হাজির করা হলে একমাত্র লতিফ সিদ্দিকী ছাড়া আর সবার পক্ষে জামিনের আবেদন জানানো হয়। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জামিনের বিরোধিতা করলে তাদের জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। লতিফ সিদ্দিকী ‘আদালতের প্রতি আস্থা না থাকায়’ আইনজীবী নিয়োগ করেননি। তবে তিনি আদালতে হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। একজন আইনজীবী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর কাছে এগিয়ে যান। তার আইনজীবী হতে ওকালতনামায় সই নেয়ার চেষ্টা করেন অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম সাইফ। আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ওই আইনজীবীকে জানান, আদালতের প্রতি তার কোনো আস্থা নেই। এ আদালতে তিনি বিচার পাবেন বলে মনে করেন না, এ কারণে তিনি কোনো আইনজীবী নিয়োগ দেবেন না। তখন আইনজীবী জানতে চান, তিনি নিজে আদালতে কোনো কথা বলতে চান কিনা। আবদুল লতিফ সিদ্দিকী বলেন, তিনি আদালতের কাছে কোনো বক্তব্যও দেবেন না।

১৬ জনকেই হাতকড়া, হেলমেট ও বুলেট প্রুফ জ্যাকেটি পরিয়ে আদালতে নেয়া হয়। লতিফ সিদ্দিকী, শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন ও মঞ্জুরুল আলম পান্না ছাড়া অন্যরা হলেন আব্দুল্লাহ আল আমিন (৭৩), কাজী এটিএম আনিসুর রহমান (৭২), গোলাম মোস্তফা (৮১), মহিউল ইসলাম (৬৪), জাকির হোসেন (৭৪), তৌছিফুল বারী খান (৭২), আমির হোসেন সুমন (৩৭), আল আমিন (৪০), নাজমুল আহিসান (৩৫), সৈয়দ শাহেদ হাসান (৩৬), শফিকুল ইসলাম (৬৪), দেওয়ান মোহাম্মদ আলী (৫০) এবং আব্দুল্লাহীল কাইয়ুম (৬১)।

আসামিপক্ষের আইনজীবীরা আদালতে দাবি করেন, ১৬ জনের মধ্যে দুজন পথচারী।

কেন, কার বিরুদ্ধে, কী অভিযোগ?

শাহবাগ থানায় দায়ের করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, “তারা রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছিল।” রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী পাবলিক প্রসিকিউটর মো. শামসুদ্দোহা সুমন কাছে দাবি করেন, “তারা ইউনূস সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তারা যে সংগঠনের ব্যানারে কাজ করছেন মঞ্চ ৭১, ওই সংগঠনটি করাই হয়েছে শেখ হাসিনা সরকারকে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে। এই কারণেই এই বছরের ৫ আগস্ট সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর হাসিনা সরকারের পতন ঘটেছিল গত বছরের ৫ আগষ্ট।”

তারা সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র করেছেন তার কোনো প্রমাণ আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, “মামলা হয়েছে। এখন তদন্ত করলে প্রমাণ পাওয়া যাবে। বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারেও একইরকম একটি ষড়যন্ত্র হয়েছে এর আগে। সে বিষয়ে মামলা ও আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে। তার সঙ্গে এটার যোগ সূত্র আছে।”

অন্যদিকে আসামি পক্ষের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমীন রাখি বলেন, “সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হতে হলে আসামিদের প্রথমে একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য হতে হবে। কিন্তু তাদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নাই। তারা কোনো নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য নয়। তাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন আইনের অধ্যাপক, একজন সাংবাদিক। তাদের কেউ কেউ জুলাই আন্দোলনে ছিলেন। তাদের ওপর মব করা হয়েছে। তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। কিন্তু মবকারীদের আটক না করে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা না করে উল্টো যারা ভিকটিম তাদের আটক করে মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হলো। এতে দেশে মব আরো বাড়বে। মানুষ আরো নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে। এটা খুব খারাপ দৃষ্টান্ত হলো।”

আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমীন রাখির অভিযোগ, “ আসামীদের আইনি সুবিধা দেয়া হয়নি। তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেয়া হয়নি। তাদের ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় আটক রেখে শুক্রবার ছুটির দিন সকালেই আদালতে পাঠানো হয়েছে, যাতে তারা আইনি সহায়তা না নিতে পারেন।”

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খালিদ মনসুর বলেন, “ তথ্য-প্রমাণ কী পাওয়া গেছে তা এখন বলা যাবে না। মামলার তদন্ত চলছে। আগামীকাল তাদের রিমান্ডের জন্য আবেদন করা হবে।” যারা মব করেছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, “ না, কোনো মামলা হয়নি। এটা নিয়েও আমরা তদন্ত করছি। তদন্তের পরে দেখা যাবে।”

বাংলাদেশ মব সন্ত্রাস ও তার বিকাশ

২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ঢাকায় যখন এই মবের ঘটনা, তখন দিনাজপুরে ‘জীবন মহল’ নামে একটি বিনোদন পার্কে ‘অসামজিক কাজের’ অভিযোগে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে ‘তৌহিদী জনতা’ পরিচয়ধারীরা। তারা আগুন দেয় একটি স্থাপনায়, দুইটি মাইক্রোবাস ও পাঁচটি মোটরসাইকেলও ভাঙচূর করে। ওই ঘটনায় সংবাদকর্মীসহ ১২জন আহত হন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে সারাদেশের নানা স্থানে নানাভাবে নানা নামে চলছে মব ভায়োলেন্স। কখনো চলছে ‘তৌহিদী জনতা’র ব্যানারে, কখনো ‘জুলাই যোদ্ধা’ বা অন্য কোনো নামে। বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অনেক মাজার, স্থাপনা, ভাস্কর্য এই মব হামলার শিকার হয়। কিন্তু যারা হামলা চালায় তাদের প্রতিরোধ বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়নি।

গত ২৪ জানুয়ারি ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ব সুফি সংস্থা অভিযোগ করে, তার আগের ছয় মাসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮০টির বেশি মাজার শরিফ ও দরবার শরিফে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। তাপরও এই হামলা থামেনি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই - এই সাত মাসে সারাদেশে মব ভায়োলেন্স বা গণপিটুনির শিকার হয়ে ১০৩ জন মারা গেছেন। মব সন্ত্রাসের শিকার ঢাকা বিভাগেই সর্বোচ্চ - ৫১ জন।

২০২৪ সালের ২৫ আগস্ট নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গাজী টায়ার্স কারখানার ছয়তলা ভবনে লুটপাট করে আগুন লাগানো হয়। সেই ঘটনায় অন্তত ১৮২ জন নিখোঁজ বলে দাবি করেন স্বজনেরা। সরকারি তদন্তেও এ দাবির সত্যতা উঠে আসে। তবে এক বছর পার হলেও এখনো ১৮২ জনের কাউকেই উদ্ধারের কোনো তৎপরতা চালায়নি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান।

ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বতী সরকারের আমলে দেশের বেশ কিছু স্থানে মুক্তিযোদ্ধারাও হামলার শিকার হয়েছেন। গত বছরের ডিসেম্বরে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই ওরফে কানুকে জামায়াতে ইসলামীর দুই সদস্যের নেতৃত্বে গলায় জুতার মালা পরিয়ে ঘুরানো হয়।

বিএনপি নেতা, বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা থাকা অবস্থায় বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমান ২৫ আগস্ট অভিযোগ করেন বিদেশে অবস্থানরত দুই ইউটিউবার তাকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

আদালত প্রাঙ্গণে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী। নিজের ও স্ত্রীসন্তানের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘‘হে বাংলাদেশের মানুষ, আমি তো আজ থেকে ৫৪ বছর আগে আপনাদের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম। আজকে যে সন্তানেরা আমার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, তোমাদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ সৃষ্টি করার জন্য আমি যুদ্ধ করেছিলাম। তোমাদের কাছ থেকে কি অপমৃত্যুটা আমার কাম্য?

ফজলুর রহমান আরো বলেন, ‘‘যদি আমার কোনো কথায় তোমরা মনে করো, আমি দেশের বিরুদ্ধে কথা বলছি বা তোমাদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলছি, আমার বিরুদ্ধে মামলা করো, আমাকে গ্রেপ্তার করো, আমাকে শাস্তি দাও। কিন্তু আমাকে হত্যা করার জন্য আমার বাসা পর্যন্ত মব সৃষ্টি করো গিয়া, যেটা গত এক বছর যাবৎ বাংলাদেশে (চলছে), এই পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশে সবচেয়ে কুখ্যাত নাম মব, সেই মব *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

‘নতুন বাংলাদেশ’ : ভিন্ন মত-পথের

৩৮ পৃষ্ঠার পর

জাস্টিস আমার ওপর চলতে পারে কিনা এবং চলবে কিনা, সেটা আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

এছাড়া সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে অবস্থিত ল রিপোর্টার্স ফোরামের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ স্ত্রী ও ছেলেকে পাশে রেখে ফজলুর রহমান আরো বলেন, ‘‘বাংলাদেশের মানুষ, আপনারা জেনে রাখুন, আমার জীবন বড় শঙ্কায় আছে। আমি মুক্তিযুদ্ধ ভালোবাসি, দেশের মানুষকে ভালোবাসি।আমি একজন মানুষ। আমার অধিকার আছে বেঁচে থাকার।

এর আগে ফজলুর রহমানের নামে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে বিএনপি। কিন্তু লিখিত জবাব দলের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। তাই দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের সদস্যপদসহ সব পদ তিন মাসের জন্য স্থগিত করে বিএনপি।

এর আগে ১৬ আগস্ট প্রায় ৩০ জন সাংস্কৃতিক কর্মী, অভিনেতা ও সাংবাদিককে ‘কালচারাল ফ্যাসিস্ট’ অপবাদ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তাদের ছবিতে জুতা ছোঁড়ে কিছু লোক ।

গত এক বছরে দেশের নানা স্থানে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ভাস্কর্য ও স্থাপনার ওপর হামলা চালানো হয়েছে মব সৃষ্টি করে। এতে ধ্বংস হয় মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মারক। ২০২৪ সালের ১১ আগস্ট শুধু মেহেরপুরের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সেই ভাঙা হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত ছয় শতাধিক ভাস্কর্য।

এমন মবের হামলা থেকে রাজধানীও বাদ যায়নি। দু-দিন ধরে হামলা চালিয়ে ভাঙা হয়েছে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বার। দু মাস আগে, গত জুনেও রাজধানীতে ভাঙা হয় চারটি প্রাচীন স্থাপনা।

‘সরকার উগ্রপন্থাকে উসকে দিচ্ছে’

মানবাধিকার কর্মী নূর খান দেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন।আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক সংসদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন ও সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নাসহ ১৬ জনকে সন্ত্রাস দমন মামলায় কারাগারে প্রেরণ সম্পর্কে তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, “সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় পতাকা নিয়ে আলোচনা কীভাবে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র হয় তা আমি বুঝতে পারছি না। সরকার এখন ছায়াকেও ভয় পেতে শুরু করেছে। সরকার ফ্যাসিজমকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।”

“যারা মবের শিকার হলেন, তাদের পুলিশ রক্ষা না করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠালো আর যারা মব তৈরি করলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হলো না। সরকার উগ্রপন্থাকে উসকে দিচ্ছে। এখানে আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে,” বলেন তিনি।

তিনি মনে করেন, “সরকারের সদিচ্ছা নেই বলেই মব নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না। গত বছরের ৫ আগস্ট ফ্যাসিজম পালিয়ে যায়, এখন দেখছি তা আবার নতুন রূপে ফিরে আসছে।”

সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাসুদ কামাল বলেন, “আওয়ামী লীগের আমলে দেখেছি জামায়াতের দুইজন লোক কোনো রেষ্টুরেন্টে বসে চা খাচ্ছে, পুলিশ গিয়ে তাদের ধরে আনছে। অভিযোগ- তারা রাষ্ট্রের বিরুযদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। বৃহস্পতিবারও তাই দেখলাম। একই কাজ এরাও করছে। একটি আলোচনা সভা থেকে ধরে নেয়া হলো। অভিযোগ - তারা আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের চেষ্টা করছে। তাহলে সেই মামলা করেন। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা কেন?”

“আমরা তো ভিডিওতে সব দেখেছি। পরিকল্পিত মব তৈরি করে তাদেরকে ঘেরাও করা হলো। হ্যান্ডমাইক দিয়ে চিৎকার করে আলোচনা পন্ড করা হলো। ব্যানার ছিড়ে ফেলা হলো। হ্যান্ড মাইক দিয়ে একজনকে আক্রমণ করা হলো। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হলো না। যারা আক্রান্ত হলেন, তাদের জেলে পাঠানো হলো সন্ত্রাস দমন আইনে। এটা কি সারা বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করবে? তারা হাসবে,” বলেন তিনি।

তার কথা, “এখানে আসলে আওয়ামী লীগ বিষয় নয়, আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন ঠেকানো বিষয় নয়। তাদের জনগণই ঠেকাবে। এখানে টার্গেট হলো ১৯৭১, মুক্তিযুদ্ধ। সংগঠনটির নাম মঞ্চ ৭১ না হয়ে যদি মঞ্চ ৪৭ হতো, যদি কায়েদে আজমের গুণকীর্তন করা হতো, তাহলে সমস্যা হতো না।”

মাসুদ কামাল আরো বলেন, “ড. ইউনূস সাহেব দায়িত্ব নেয়ার পর বলেছিলেন, আপনারা আমাকে প্রাণ খুলে সমালোচনা করেন। এখন হালকার ওপর ঝাপসা সমালোচনাই সহ্য করতে পারছেন না।”

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডা. আব্দুন নূর তুযার ডয়চে ভেলেকে বলেন, “যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি অযৌক্তিক এবং যেভাবে ঘটেছে সেটি আরো অযৌক্তিক। বিচার, সাম্য এবং বৈষম্যহীনতার যে ধারণা, সেটি সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে।”

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার ওমর ফারুক বলেন, “ঘটনা যা তার বাইরে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যায় না। তারা হামলার শিকার হলেন আর তাদের বিরুদ্ধেই উল্টো মামলা হলো। কারাগারে পাঠানো হলো। যে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা হলো তার তো কোনো ভিত্তি দেখছি না।”- হারুন উর রশীদ স্বপন জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের ঢাকা প্রতিনিধি।

ভারতের সাথে তিনটি স্থলবন্দর

৮ পৃষ্ঠার পর

স্থলবন্দর এবং রাঙামাটির তেগামুখ স্থলবন্দর পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া হবিবগঞ্জের বাল্লা স্থলবন্দরের কার্যক্রম স্থগিত করা হচ্ছে। চিলাহাটি বন্দরটি কোচবিহারের হলদিবাড়ি লাগোয়া এবং দৌলতগঞ্জ নদিয়ার মাজদিয়া লাগোয়া। মিজ□রাম সীমান্তের কাছে তেগামুখ স্থলবন্দর রয়েছে। ত্রিপুরার কাছে রয়েছে বাল্লা বন্দর।

২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের দফতরে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বন্দরগুলি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিটির তরফে আগেই বন্দরগুলি বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছিল। তাতে অনুমোদন দিয়েছেন ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘‘দেশের অধিকাংশ স্থলবন্দরই নিষ্ক্রিয়। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না-থাকায় বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলে না। কিন্তু এগুলির জন্য সরকারের অতিরিক্ত খরচ হয়। এই সমস্ত জায়গায় সরকারি কর্মীদের পোস্টিং দিতে হয়। দেশের মানুষের করের টাকাও বাড়তি খরচ হয়। তাই এই সিদ্ধান্ত।’’ আরও চারটি স্থলবন্দর বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা চলছে বলেও জানান তিনি।

নিষ্ক্রিয় স্থলবন্দরের বিষয়ে পূর্বতন শেখ হাসিনার সরকারকে নাম না-করে খোঁচা দিয়েছেন শফিকুল। বলেছেন, ‘‘অতীতে রাজনৈতিক বিবেচনায় সীমান্ত এলাকায় স্থলবন্দরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেখানে প্রত্যাশিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম গড়ে ওঠেনি। ফলে এগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।’’

যে বন্দরগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, বাণিজ্যিক লেনদেন চালানোর প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোই সেখানে নেই বলে দাবি ইউনূস সরকারের। একমাত্র হবিবগঞ্জের স্থলবন্দরটিতে পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু ঢাকার নৌপরিবহণ মন্ত্রকের দাবি, ওই বন্দরের ভারতীয় অংশে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। সড়ক যাতায়াতের ব্যবস্থাও নেই। ফলে আপাতত তার কার্যক্রম স্থগিত রাখা হচ্ছে।

স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের একাধিক পণ্যের লেনদেন চলে। ভারতে রফতানির পাশাপাশি নেপাল বা ভুটানে পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এই স্থলবন্দর ব্যবহার করে থাকে। চলতি বছরের মে মাসে ভারত সরকার স্থলপথে বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। বলা হয়, বাংলাদেশের রেডিমেড পোশাক, ফল, সুতো, কাঠের আসবাবের মতো পণ্যগুলি স্থলবন্দর দিয়ে আর ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে না। বাংলাদেশ তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করে দেওয়ায় ভারতের উপর তার তেমন কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

ঢাকা-ইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠতা: দক্ষিণ এশিয়ার

৮ পৃষ্ঠার পর

আমলে ঢাকাইসলামাবাদের ঘনিষ্ঠতা ভারতের জন্য বড় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছিল। তাঁর মতে, বর্তমান পরিস্থিতি সেই সময়ের পুনরাবৃত্তির মতো মনে হচ্ছে।

ভারতের উদ্বেগ আরও বাড়ছে এ কারণে যে, সীমান্তের দুর্বল অংশগুলো ব্যবহার করে আবারও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সক্রিয় হতে পারে। পাশাপাশি, বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই ও পাকিস্তানের আইএসআইয়ের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়টিও এখন দিল্লির আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে।

তথ্যসূত্র: দ্য টেলিগ্রাফ ও বিবিসি

মালয়েশিয়া জনশক্তি রপ্তানি

৮ পৃষ্ঠার পর

রপ্তানির নামে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বিপুল অঙ্কের এ অর্থ দিয়ে তারা ঢাকার বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরা এলাকায় বাড়ি এবং জমি কিনে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন।

এর আগে গত ২০ আগস্ট সিআইডি মালয়েশিয়া জনশক্তি রপ্তানি সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন স্বপনের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ পায় আদালত থেকে। ওই মামলার তদন্তের সময়ই মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীসহ আরও ৩৩ জনের জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে।

সিআইডির তথ্যমতে, সিন্ডিকেটটি জনশক্তি রপ্তানির নামে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বিপুল অঙ্কের এ অর্থ দিয়ে তারা ঢাকার বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরা এলাকায় বাড়ি এবং জমি কিনে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন।

কতদূর এগোবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান

৮ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কের টানাপোড়েনকে কেন্দ্র করে যেন পাকিস্তান অন্যভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা না করে, সেটিও সতর্কভাবে দেখা দরকার।'

সাবেক রাষ্ট্রদূত এম শফিউল্লাহর মতে, দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ আবারও চালু হওয়া দরকার। তিনি বলেন, '২০১৪ সালের আগে পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি জাহাজ, ফ্লাইট চলতো। কিন্তু ভারতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে শেখ হাসিনার সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে ওই সব কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়। কিন্তু জনগণের ইচ্ছা এখনও আছেড়্সম্পর্ক হোক, বাণিজ্য বাড়ুক।'

তবে আস্থা গড়তে গেলে ইতিহাসের দায় থেকে মুক্তি নেই বলেও মনে করেন তিনি।

'একাত্তরের ক্ষত আমাদের জাতিগত স্মৃতিতে গেঁথে আছে। পাকিস্তান যদি আন্তরিকভাবে সম্পর্ক চায়, তাহলে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। এটা ছাড়া কোনো বিশ্বাস তৈরি সম্ভব নয়,' বলেন রাষ্ট্রদূত শফিউল্লাহ।

তিনি প্রশ্ন রাখেন, 'যদি ১৯৭৪ সালেই সব মীমাংসা হয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ২০০০ সালে এসে কেন আবার সেই প্রসঙ্গ তুললেন? তাছাড়া সিমলা চুক্তিতে আলোচনায় উঠে আসে তৎকালীন পাকিস্তানি আমলের সম্পদ বণ্টনের প্রশ্ন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার অর্থের ব্যবহার এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের প্রত্যাবাসন বিষয়েও সমাধান হয়নি।'

শফিউল্লাহ স্মরণ করিয়ে দেন, পারভেজ মোশাররফ ঢাকায় এসে বলেছিলেন, 'যদি ১৯৭১ সালে কোনো কিছু হয়ে থাকে, তবে আমরা রিগ্রেট করি। অথচ এটাও ছিল দায় এড়ানোর একটি রাজনৈতিক কৌশল। ইসহাক দারের সাম্প্রতিক মন্তব্যও সেই একই ধাঁচের।'

'তারা কখনোই স্পষ্টভাবে ক্ষমা চায়নি। সবসময় ধোঁয়াশার মধ্যে রেখে চলেছে। মনে করে বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারবে না। এটা ছলচাতুরি। এতে সম্পর্ক গাঢ় হয় না,' বলেন তিনি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সফরটি কূটনৈতিক প্রোটোকলের দিক থেকে যথেষ্ট সৌহার্দ্যপূর্ণ হলেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের এক পর্যায়ে অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধ এবং গণহত্যার প্রশ্নটি আলোচনায় উঠে আসার পর দৃশ্যত অস্বস্তিতে পড়ে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদল।

একাধিক কূটনৈতিক সূত্র জানায়, আলোচনায় উঠে আসে তৎকালীন পাকিস্তানি আমলের সম্পদ বণ্টনের প্রশ্ন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার অর্থের ব্যবহার এবং এখনও বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের প্রত্যাবাসন নিয়ে ঝুলে থাকা জটিলতার বিষয়টিও উঠে আসে। তবে তাদের পূর্ববর্তী 'দুঃখ প্রকাশের' ব্যাখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলেও বাকি বিষয়গুলোতে কোনো জবাব আসেনি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে। একপর্যায়ে আলোচনার গতি শ্লথ হয়ে পড়ে।

সরকারের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, বৈঠকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন, একাত্তরের ইস্যুগুলোর 'দুইবার সমাধান' হয়ে গেছে। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দলিল-প্রমাণ তুলে ধরে সেই দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষ সম্মত হয় যে, অমীমাংসিত ঐতিহাসিক ইস্যুগুলো নিয়ে ভবিষ্যতেও আলোচনা অব্যাহত রাখা হবে।

বৈঠক শেষে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারও সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে অমীমাংসিত বিষয়গুলোর 'সমাধান দুইবার' হয়েছে। তবে তার দাবির সঙ্গে একমত না হওয়ার কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

সম্পর্কটা ভারতকেন্দ্রিক না হোক

অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক যেন ভারতকেন্দ্রিক না হয়। যেহেতু ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ, এজন্য পাকিস্তান সেই সুযোগ নিতে চাইছেড়্এমন যেন না হয়। ভারতের সঙ্গে আমাদের ঝামেলা আমরা আলাদাভাবে মীমাংসা করব।'

এছাড়া পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনের মধ্যস্তার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। যদিও এ বিষয়টি ঠিক নয় বলেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

আরও সফরের সম্ভাবনা

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সফরের পর এবার পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিকে গত মাসে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফরের ফিরতি সফর হিসেবে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা জননিরাপত্তা সচিব ইসলামাবাদ সফর করতে পারেন বলে আভাস মিলেছে।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশ এখন নির্বাচনমুখী। এই সময়ে সফর বিনিময় আসলেই হবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়।- জাগো নিউজ

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বিবর্ণ চিত্র

৯ পৃষ্ঠার পর

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণমাধ্যমের নতুন আতঙ্ক 'মব সন্ত্রাস্থ। মবের ভয়ে তিনটি টেলিভিশনের তিনজন সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। দুই দিন আগেও রাস্তায় নিগ্রহ করা হয়েছে সাংবাদিকদের।

প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব আহমেদ ফয়েজ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "গত ১৫-২০ বছরে সাংবাদিকতাকে দুর্বৃত্তায়নে পরিণত করা হয়েছে। এতে মাঠ পর্যায়ের রিপোর্টাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাছে শত্রুতে পরিণত হয়েছেন। গণমাধ্যমের মালিক ও শীর্ষ কর্তারা নিজেদের স্বার্থে এটা ব্যবহার করেছে। ফলে মানুষের মধ্যে সাংবাদিকতা নিয়ে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এই সরকারের আমলে কেউ বলতে পারবে না, কোনো সংবাদের কারণে কোনো সংস্থা থেকে ফোন করা হয়েছে। ফলে সাংবাদিকরা নিজেদের মতো করে কাজ করতে পারছেন।"

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) সর্বশেষ হিসেবে অবশ্য দেখা গেছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া ও রাজশাহীতে দায়ের হওয়া ৩২টি ফৌজদারি মামলায় অন্তত ১৩৭ জন সাংবাদিককে আসামি করা হয়েছে। এমনকি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনেও মামলা করা হয়েছে।

অথচ ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে হওয়া হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণে আট সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা পর্যবেক্ষণ করবে এবং সময়ে সময়ে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে। কিন্তু তা গঠনের পরেও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা হতে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি, কমিটি গঠনের আগের মামলাগুলোর বিষয়েও কোনো ধরনের পদক্ষেপ স্পষ্ট নয়।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (একাংশ) যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলমের বিরুদ্ধেও ৫ আগস্টের পরবর্তী সময়ে একাধিক মামলা হয়েছে। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, "৫ আগস্টের পর বাংলাদেশ সাংবাদিক হয়রানি ও নির্যাতন ইতিহাসের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এই সময় প্রায় ৫ শতাধিক সাংবাদিক বেকার হয়েছেন। যেসব সাংবাদিকদের একমাত্র পেশাই ছিল সাংবাদিকতা। অনেকেই ছিলেন বেতনের উপর নির্ভরশীল। গত এক বছরের অধিক সময় তাদের একদিকে গ্রেপ্তারের ভয়, মামলা-হয়রানি, অন্যদিকে উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে অজানা আতঙ্ক গ্রাস করেছে।"

জনকণ্ঠ দখলের অভিযোগ, মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা

দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে নিজেরাই একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করেছে পত্রিকাটির একদল কর্মী। যারা আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পত্রিকাটিতে নিযুক্ত হয়েছিলেন । এ মাসের শুরুতে তাদের কয়েকজনকে বরখাস্ত করে মালিকপক্ষ। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সম্পাদককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে তারা। সেই সঙ্গে, মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে ঢাকার হাতিরঝিল থানায় একটি মামলা করেছেন তারা।

জনকণ্ঠের সম্পাদক ও প্রকাশক শামীমা এ খান ষড়যন্ত্র করে জনকণ্ঠ ভবনে 'মব সৃষ্টি করে অবৈধভাবে দখলের্ব্ব অভিযোগ করেছেন। গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবারের চিফ অপারেটিং অফিসার অবসরপ্রাপ্ত মেজর আফিজুর রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক ও পত্রিকাটির প্লানিং অ্যাডভাইজর জয়নাল আবেদীনসহ (শিশির) বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামপন্থী কয়েকজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তার এই অভিযোগ।

আফিজুর রহমান ও জয়নাল আবেদীন শিশির উভয়েই অবশ্য জনকণ্ঠ দখলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

জয়নাল আবেদীন বলেছেন, "দখলের অভিযোগ আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ভাষ্য। আমরা এখনো মালিকানা ও প্রকাশনায় নেই। পরিচালনার জন্য শুধু একটা বোর্ড করেছি। কর্মরত সব সাংবাদিকের সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

বর্তমান সরকারের সময়ে গ্রেফতারের পর জামিনে ছাড়া পাওয়া ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও দৈনিক মুখপাত্রের সম্পাদক শেখ জামাল ডয়চে ভেলেকে বলেন, " বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বর্তমান অবস্থা সংকটাপূর্ণ। তারা নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক চাপ, বিচারহীনতা, মামলা-হামলায় হয়রানি, চাকরিচ্যুত ও আর্থিক সংকটে ভুগছেন। গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ ও তাদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে রাষ্ট্র।"

বিজেসির জরিপ ও এক উদ্বেগের চিত্র

গত বছরের আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরি খুইয়েছেন দেশের টেলিভিশনগুলোতে কর্মরত ১৫০ জনের বেশি সাংবাদিক। ৩৫ শতাংশ টেলিভিশনে বেতন হয় অনিয়মিত। এ ছাড়া ২০ শতাংশ টেলিভিশনে কর্মীদের বেতন দুই থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত বকেয়া। এভাবে দেশের টেলিভিশনগুলোতে কর্মরত সাংবাদিকদের সুযোগ-সুবিধার এক বিবর্ণ চিত্র ফুটে উঠেছে টেলিভিশন সাংবাদিকদের এক সংগঠনের করা গবেষণা জরিপে। দেশের ৩০টি টেলিভিশনের ওপর এই জরিপটি করেছে সম্প্রচার সাংবাদিকদের সংগঠন ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি)।

জরিপের ফলাফল বলছে, ৭৯ শতাংশ টেলিভিশনের কর্মীদের স্বাস্থ্যবিমা নেই। জীবনবিমা নেই ৭২ শতাংশের। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা নেই প্রায় ৭৬ শতাংশ টেলিভিশনে। গ্র্যাচুইটির চিত্র আরও করুণ। প্রায় ৯০ শতাংশ টেলিভিশনেই এই সুবিধা নেই। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি হয় না প্রায় ৯০ শতাংশ টেলিভিশনে (এটি টেলিভিশনের কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করে)। মাত্র ১০ শতাংশ টেলিভিশনে এই সুবিধা আছে। উৎসব ভাতা হয় না ৩৪ শতাংশ বেশি টেলিভিশনে।

জরিপের তথ্য বলছে, সম্প্রচার সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুতির জন্য যে নোটিশ পিরিয়ড দেওয়ার কথা, তাতেও ব্যত্যয় হয়। প্রায় ৪৫ শতাংশ টেলিভিশনে তা দেওয়া হয় না। ৫২ শতাংশ দিলেও টেলিভিশনগুলোর আলাদা শর্ত আছে। ৪৮ শতাংশের বেশি টেলিভিশনে চাকরিচ্যুতির সুবিধা দেওয়া হয় না। প্রায় ৪৯ শতাংশ দিলেও নিজস্ব নিয়মে দেয়। ৩ শতাংশ আংশিক দেয়। সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি দেয় প্রায় ৫৯ শতাংশ টেলিভিশনে। আর দেয় না প্রায় ১৪ শতাংশ। আর প্রায় ২৮ শতাংশে নির্ভর করে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নীতি অনুযায়ী। সরকারি ছুটির দিনে অতিরিক্ত সময় কাজের মজুরি বা ওভারটাইম দেয় না ৭২ শতাংশের বেশি টেলিভিশন। বৈশাখী ভাতা দেয় না ৯৭ শতাংশ টেলিভিশন।

ক্ষে গেলে সাংবাদিকতা মুক্ত, বিপক্ষে গেলে 'মব্ব

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে দেশের গণমাধ্যমগুলো নতুন ধরনের চাপের মুখে পড়েছে। প্রতিবেদন পক্ষে গেলে সাংবাদিকতা 'মুক্তু থাকে, বিপক্ষে গেলে 'মবের্ব্ব (উৎশৃঙ্খল জনতা) শিকার হতে হয়। সম্প্রতি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় কয়েকজন বিষয়টি তুলে ধরেছেন। 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: অভিযোগ নিষ্পত্তি ও স্বনিয়ন্ত্রণের বিশ্লেষণ্ব শীর্ষক সংলাপটির আয়োজন করে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস)।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ''গণমাধ্যমের ওপর চাপের ক্ষেত্রে এখন একটি 'সামাজিক শক্তি্ব সক্রিয় রয়েছে। সারা বিশ্বেই কর্তৃত্ববাদী শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের সময় নতুন সামাজিক শক্তিগুলোর উদ্ভব ঘটে, তারা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো তা ভয়াবহ সহিংসতায় রূপ নেয়ব্ব

সংলাপে দৈনিক মানবজমিন এর সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, ''অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সাংবাদিকতাকে মুক্ত বলা হচ্ছে। সাংবাদিকতা মুক্ত, যদি সেটি কারও পক্ষে যায়। তবে বিপক্ষে গেলে চিন্তা আছে। তখন শুরু হয় মব ভায়োলেন্স। অসুস্থ রাজনীতি সাংবাদিকদের গ্রাস করেছে। রাজনীতিমুক্ত না হলে সাংবাদিকতা মুক্ত হবে নাব্ব

মাছরাঙা টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক রেজাওয়ানুল হক বলেন, ''প্রশ্ন করার কারণে তিনজন সাংবাদিকের চাকরি গেছে। অফকোর্স এই চাকরি সরকার খায়নি। সরকার মিডিয়া হাউসকে বলে নাই যে এদের কে চাকরি থেকে বের করে দেন। মিডিয়া হাউসের মালিক তার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

গুজবের ফাঁদ ও গণমাধ্যমের

১৬ পৃষ্ঠার পর

কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, এমন বিষয়বস্তু নিয়ে মিথ্যা ও চটকদার ভিডিও তৈরি করে গুজব ছড়ানো হয়।

এ ছাড়া পুরোনো ভিডিওতে বর্তমান সময়ের কথা ব্যবহার এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে একজনের চেহারায় তার আর্টিফিশিয়াল ভয়েস যুক্ত করে ডিপ ফেক প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি ভুয়া ভিডিও তৈরি করে গুজব ছড়ানো হয়।

মূলধারার গণমাধ্যম থেকে কাল্পনিক উদ্ধৃতি, সত্য খবর পাল্টে ফেলা, অখ্যাত গণমাধ্যম বা ব্লগের খবর ব্যবহার করে বা কোনো গবেষণার ফলাফলের ভুল ব্যাখ্যা ও অকার্যকর তুলনার মাধ্যমেও গুজব ছড়ানো হয়ে থাকে।

গুজব ছড়িয়ে কারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়, তা বোঝার আগেই ঘটনার শিকার হতে হয় গুজবের ফাঁদে পা দেওয়া মানুষদের। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, গুজবে বিশ্বাস করা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কারণ, মানুষের মনের একটি অংশই চায় নেতিবাচক খবর বা গুজবে বিশ্বাস করতে।

ড. পল জোসেফ গোয়েবলস, নাৎসি জার্মানির তথ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘আপনি যদি একটা মিথ্যা বলেন এবং সেটা বারবার সবার সামনে বলতে থাকেন, তাহলে লোকজন একসময় সেটা বিশ্বাস করতে শুরু করবে।’

প্রাচীনকালে মুখে মুখে গুজব ছড়ানো হতো। তারপর ছাপাখানার আবিষ্কার, প্রিন্ট মাধ্যমের আগমন এবং সংবাদপত্রের প্রচলনের মাধ্যমে গণমাধ্যম হয়ে ওঠে গুজব ছড়ানোর হাতিয়ার। কালের পরিক্রমায় ইন্টারনেট তথা সোশ্যাল মিডিয়ার সময় এর বিস্ফোরণ ঘটে ব্যাপকভাবে। যার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে জনজীবনে। গণমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা ও প্রভাব সম্পর্কে তাই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। গুজব প্রতিরোধে সরকার, জনসাধারণ ও গণমাধ্যমগুলোকে একযোগে পদক্ষেপ নিতে হবে।

গুজব শনাক্তকরণে গণমাধ্যমগুলোর নিজস্ব ফ্যাক্টচেকার থাকা দরকার। বিকল্প উৎস হতে তথ্য যাচাই, গুজবের বিপরীতে প্রকৃত তথ্য প্রচার করে গণমাধ্যম গুজবকে প্রতিহত করতে পারে। গুজব প্রতিরোধে আরও একটি কার্যকর উপায় হলো মিডিয়া লিটারেসি বা গণমাধ্যম সাক্ষরতা। যার ফলে একজন পাঠক বা দর্শক গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে এবং সহজেই প্রকৃত সংবাদ ও গুজবকে আলাদা করতে পারবে।

সরকারের আইনি পদক্ষেপের পাশাপাশি গুজব মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্যের ফ্যাক্টচেকিং, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দায়িত্বশীল ব্যবহার, গুজব শনাক্তে কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গুজব সৃষ্টিকারীকে শাস্তির আওতায় আনার মাধ্যমে গুজব অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

নির্বাচন হবে কী হবে না

১৪ পৃষ্ঠার পর

হারাবেন। বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ যথার্থই বলেছেন, তারা রাজনীতি থেকে মাইনাস হয়ে যাবেন।

আশার কথা এই যে ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর সরকার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে অবিচল বলেই প্রতীয়মান হয়। লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার আগপর্যন্ত নির্বাচন প্রশ্নে প্রধান উপদেষ্টার অবস্থান পরিষ্কার ছিল না। যৌথ ঘোষণার পরও দোদুল্যমানতা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সরকারের ঘনিষ্ঠ কোনো কোনো সুশীল বলছিলেন যে সরকারের ভিতরে আরও একটি সরকার রয়েছে। ভিতরের সেই সরকার সম্ভবত ড. ইউনূসের কাঁধে বন্দুক রেখে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইছিল। তারা বলতে চাইছিল যে এই সরকারই জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। গণ অভ্যুত্থানকে তারা নির্বাচনের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল। তারা অন্তত পাঁচ বছর এই সরকার থাকার তত্ত্ব প্রচার করছিল। দুয়েকজন উপদেষ্টাও অনুরূপ কথা বলতে শুরু করেছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার এতে সায় ছিল কি না, সেটা বলা মুশকিল। তবে নতুন বাস্তবতা এই যে সরকারের ভিতরে কোনো সরকার থেকে থাকলেও তাদের শক্তি এখন বোধ হয় কমে এসেছে। সম্ভবত দুর্বল হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক।

জেন্টলম্যান ড. ইউনূস উদ্যমী, আশাবাদী এবং বিশ্ববরেণ্য একজন জ্ঞানী মানুষ। তিনি বিপ্লবী নন। আধাখেঁচড়া বিপ্লবী এবং হঠাৎ বিপ্লবী হয়ে ওঠা কিছু মানুষ হয়তো ভেবেছিল বিশ্ববরেণ্য নোবেল লরিয়েটকে সামনে রেখে মবোটিক ওয়েতে একটা বিপ্লব তারা এই সুযোগ করেই ফেলবে। কিন্তু ড. মুহাম্মদ ইউনূস কেন এই ঝুঁকি নেবেন! এই বাস্তবতা ‘বিপ্লবী’দের হতাশ করতেই পারে।

নির্বাচন কমিশনের অবস্থানও বিপ্লবীদের পার্টির পছন্দ নয়। তারা নতুন ইসি চায়। কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফেয়ার নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর। যদি কেউ, কোনো মহল যেনতেন নির্বাচনের চিন্তা করে থাকে, তাদের উদ্দেশেও তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। ২৩ আগস্ট রাজশাহীতে নির্বাচনি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভার একপর্যায়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন থাকবে, সে সম্পর্কে বলেন, তারা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। এবার ফাঁদ দেখবে ইনশাআল্লাহ। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে জোরদার অভিযান চলবে। যারা কেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে জেতার চিন্তা করছে, তারা সেটা পারবে না। সেনাবাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে নয়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে থাকবে। অতীতে সেনাবাহিনী স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকত। কিন্তু স্ট্রাইক করতে দেখা যায়নি। এবার সেটা হবে না। সরকার কোনো বেআইনি চাপ দিলে আপনারা আমাকে আর এই পদে দেখবেন না।

ওই সভায় সিইসি যে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছেন বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটলে নির্বাচনে কোনো অনিয়ম হতে পারার কথা নয়। সেনাবাহিনী যদি সার্বক্ষণিক মোতায়েন থাকে তাহলে আশা করা যায়, ভোটে পেশিশক্তির ব্যবহার অসম্ভব হয়ে পড়বে। তবে শুধু নির্বাচনের দিন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলে হবে না। ভোটার তালিকায় কোনো গলদও রাখা যাবে না। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আপত্তির সময় খুব কম দেওয়া হয়েছে। এটা বাড়াতে হবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে প্রার্থী হতে কিংবা জনসংযোগ করতে কোনো পক্ষ যাতে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়, তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। শেখ হাসিনার আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে আওয়ামী লীগ নয়, এমন প্রার্থীদের মাঠেই নামতে দেওয়া হয়নি। ঠ্যাঙানো হয়েছে। অনেককে মনোনয়নপত্র জমা দিতেও বাধা দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের কেন্দ্রে আসতে দেওয়া হয়নি। সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তা-ও দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রতিবেশী ভারতের সাবেক সিইসি টিএন সেশনের কথা। টিএন সেশনকে ভারতের সেই সময়ের ভঙ্গুর গণতন্ত্রের ত্রাণকর্তা বলা হয়ে থাকে। তিনি ক্ষমতাধর রাজনৈতিক নেতা এমনকি মন্ত্রী-মিনিস্টারদেরও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কত ধানে কত চাল। বিষয় যখন নির্বাচন তখন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের হাত কতটা লম্বা তা-ও দেখিয়ে দিয়েছিলেন লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে। ভোটের প্রচারণায় সরকারি গাড়ি ব্যবহার করায় বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর গাড়ি ইসি বাজেয়াপ্ত করেছিল। কে মন্ত্রী আর কে সাধারণ নাগরিক সেটা নির্বাচন কমিশনের দেখার বিষয় না। আইনের চোখে সবাই সমান। সেশন বাস্তবে সেটা প্রমাণও করেছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত কেবিনেট সেক্রেটারি টিএন সেশন ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ সাল মেয়াদে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন।

সেশনের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করলাম এই কথাটি বলার জন্য যে সিইসি ও ইসি চাইলে নির্বাচনে কারও পক্ষেই অনিয়ম করা সম্ভব নয়। কেননা এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটির হাত নির্বাচন পিরিয়ডে অনেক লম্বা। কিন্তু আমাদের দেশে অতীতে বারবার দেখেছি সিইসি ও ইসি সরকারের ভয়ে নিজের লম্বা ও শক্তিশালী হাতটি গুটিয়ে রাখতেই বেশি পছন্দ করেছে। সেটাকেই তারা নিরাপদ মনে করেছে। তবে এখন আশা করতে পারি যে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশন তার বৈধ ক্ষমতা প্রয়োগে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না। আর সেটা না করলে নির্বাচন সর্বতোভাবে ফ্রি ও ফেয়ার হতে বাধ্য । নির্বাচন সুষ্ঠু হলে এবং মানুষ নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলে যোগ্য প্রার্থীদের বেছে নিতে কখনোই ভুল করবে না। প্রার্থী খারাপ ভালো যেমনই হোক শুধু মার্কা দেখে ভোট দেবে, সে আশা করা যায় না।

আসনভিত্তিক নির্বাচনে একালে মার্কার হুজুগে ভোট আদায় সম্ভব নয়। এত দিনে রাজনীতির কায়কারবার দেখে ও শুনে জনগণ সচেতন হয়ে গেছে। বিশেষ করে আসনভিত্তিক এমপি ইলেকশনে প্রার্থীরা ভোটারসাধারণের অপরিচিত নন। কে যোগ্য, কে গডফাদার, কে গুন্ডা-চাঁদাবাজ পালন করেন, কাজে ও কথায় কে কতটা সাধু- তা জেনে নেওয়া কঠিনও নয়। কাজেই এবারের নির্বাচন বড় দলের জন্যও সহজ হবে না। এমতাবস্থায় প্রার্থী বাছাইয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বৃহৎ দল বিএনপির সামনে অগ্নিপরীক্ষা। দল বড়, মনোনয়নপ্রত্যাশীর সংখ্যাও বেশি। জামায়াতের এ সমস্যা বোধ হয় তুলনামূলকভাবে কম। দলটি পিআর ও বিলম্বিত নির্বাচনের কথা বললেও নির্বাচন প্রচারণা শুরু করেছে আগেভাগেই। প্রার্থীও বাছাই করে রেখেছে। পক্ষান্তরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা নানান কর্মসূচি পালন করে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। দলের উচ্চপর্যায়ে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়াও হয়তো চলমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাবধানি না হলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এনসিপি নির্বাচনে আসবে কি না, এখনই তা বলা কঠিন। না এলে এই নবীন দলটির ছিটকে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। একবার ট্রেন মিস করলে পরের ট্রেনের অপেক্ষা করা, সে-ও কিন্তু সহজ নয়। লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বিবর্ণ চিত্র

৪০ পৃষ্ঠার পর

নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্যে চাকরি খেয়েছেন

বিভুরঞ্জন সরকারের শেষ চিঠি ও অর্থনৈতিক অনিরাপত্তার চিত্র

বার্তা সংস্থা বিডিনিউজ টুয়েন্টি ফোরে পাঠানো চিঠিতে বিভুরঞ্জন সরকার লিখেছেন, ‘আমি আজকের পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করি। সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক পাঁচ দশকের বেশি সময়ের। দেশের নানা পরিবর্তন, আন্দোলন, গণআন্দোলন এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছি। এই দীর্ঘ সময় আমি লিখেছি সত্যের পক্ষে, মানুষের পক্ষে, দেশের পক্ষে। কিন্তু আজ, যখন নিজের জীবনকে দেখি, অনুভব করি সত্য লিখে বাঁচা সহজ নয়

সিনিয়র সাংবাদিক আনিস আলমগীর ডয়চে ভেলেকে বলেন, “বাংলাদেশের সাংবাদিকরা কখনই স্বাধীন ছিলেন না। তবে এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। এখানে সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যার পারিবারিক আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই, তার সাংবাদিকতায় আসা উচিৎ না। সত্য কথা লিখলে সেটা যদি সরকারের বিরুদ্ধে যায় তাহলে চাকরিচ্যুতির আশঙ্কা আছে। আগের সরকারের সময় যারা দালালি করতেন তাদের তো কিছুটা যোগ্যতা ছিল। এখন যারা দালালি করছে, তারা একেবারে নিম্নমানের। ফলে সাংবাদিকদের অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটে।”

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্য দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, “এখানে যেটা হয়েছে বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপ নিজেদের স্বার্থে সংবাদপত্র বা টিভি চ্যানেল করেছে। ফলে সংবাদ মাধ্যমে যাদের আসার কথা না তারাও এসে গেছে। এতে বহু প্রতিষ্ঠান কয়েকদিন পরই সাংবাদিকদের বেতন দিতে পারছে না। এখন সংবাদপত্রের সংস্কার দরকার। এখানে যে কয়টা থাকা দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি আছে। ভালো পত্রিকাও এখন চালাতে কষ্ট হচ্ছে।”

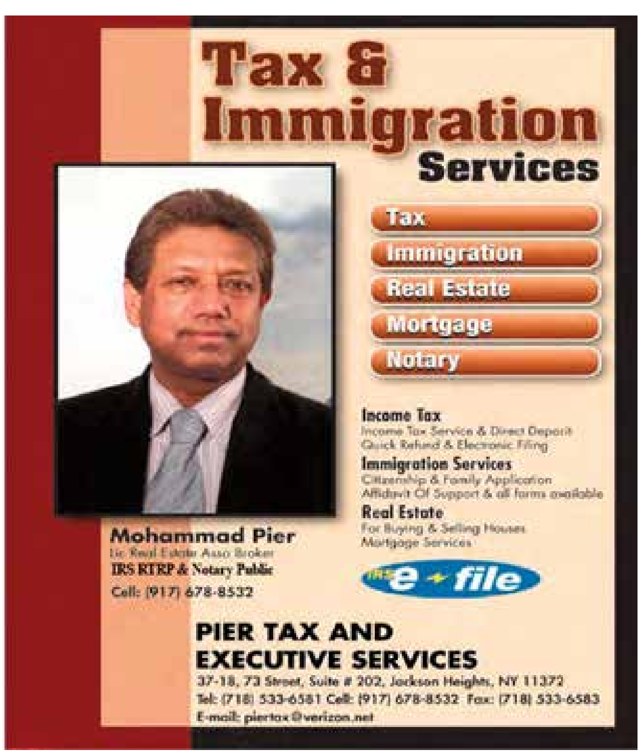

চীন থেকে আসা নাগরিক ও কোম্পানিগুলোকে টেক্সাসে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ভাড়া নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট এটিকে আখ্যা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের 'সবচেয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা' হিসেবে, যা 'শত্রুরাষ্ট্রের প্রভাব' ঠেকানোর জন্য নেওয়া হয়েছে। আইন ভাঙলে জরিমানা হতে পারে আড়াই লাখ ডলারের বেশি কিংবা জেলও হতে পারে। তবে সমালোচকদের দাবি, এটি মূলত বিদেশিবিরোধী এবং বিশেষভাবে চীনা-আমেরিকানদের প্রতি বৈষম্যমূলক।

টেক্সাসের ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি জিন উ বলেছেন, এই আইন এশিয়াবিরোধী, অভিবাসীবিরোধী এবং সরাসরি চীনা-আমেরিকানদের টার্গেট করছে।

এরই মধ্যে চায়নিজ-আমেরিকান লিগ্যাল ডিফেন্স অ্যালায়েন্স তিনজন ভিসাধারীর হয়ে মামলা করেছে। যদিও আদালত মামলা খারিজ করেছেন, তবে আপিল প্রক্রিয়া চলছে। মামলার এক বাদী কিনলিন লি বলেন, 'এটি আমাদের ১৫০ বছর আগের চীনা বর্জন আইনের কথা মনে করিয়ে দেয়।'

চীনা অভিবাসী ও কোম্পানিগুলো টেক্সাসের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১১ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে চীনা কোম্পানিগুলো ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে এবং প্রায় ৪ হাজার ৭০০ চাকরি সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু নতুন আইনের কারণে অনেক চীনা বিনিয়োগকারী বিকল্প রাজ্য খুঁজছেন। রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ন্যান্সি লিন জানান, বৈদ্যুতিক গাড়ি ও সোলার প্যানেল খাতে বিনিয়োগ পরিকল্পনা স্থগিত করেছে কয়েকটি চীনা প্রতিষ্ঠান।

এই আইনের সমর্থকেরা বলছেন, এটি মূলত সামরিক ঘাঁটি ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষার জন্য। ২০১৬-১৮ সালে চীনা ব্যবসায়ী সান গুয়াংসিন একটি উইন্ড ফার্ম প্রকল্পের জন্য টেক্সাসে ১ লাখ ৪০ হাজার একর জমি কিনেছিলেন। এর কাছাকাছি ছিল লাফলিন এয়ারফোর্স বেস। বিষয়টি বড় নিরাপত্তা বিতর্ক তৈরি করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ হোল্ডেন ট্রিপলেটের মতে, চীনের গুপ্তচরবৃত্তির ঝুঁকি বাস্তব। এর পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা বাড়ছে। তবে আমেরিকার সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন ফাউন্ডেশনের প্যাট্রিক টুমি পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেছেন, চীনা ব্যক্তিদের বাড়ি ভাড়া বা কেনার কারণে জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

আইনটি শুধু টেক্সাসের জন্য নয়। ২০২১ সাল থেকে অন্তত ২৬টি অঙ্গরাজ্যে ৫০টির বেশি আইন পাস হয়েছে, যেগুলো প্রধানত চীনের নাগরিকদের টার্গেট করছে। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চীনা স্পাই বেলুন ধরা পড়ার ঘটনার পর এসব আইনের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যায়।

জেসন ইউয়ান যুক্তরাষ্ট্রে একটি গাড়ির দোকান চালান। তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। জেসন ইউয়ান বলেন, 'এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও বৈষম্যের দরজা খুলে দিচ্ছে। আমার সন্তানদের বলব, যখন বৈষম্যের মুখোমুখি হবে, তখন প্রতিবাদ করতে হবে।' তিনি সতর্ক করে বলেন, যদি টেক্সাসের আইন ঠেকানো না যায়, তবে অন্য অঙ্গরাজ্যেও একই ধরনের আইন আসবে।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে মাসিক উচ্ছেদের হার ২০১৮ সালের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

নিরসনের জন্য লড়াই করা হচ্ছে।

শহরের তদন্ত বিভাগের রেকর্ড অনুসারে, বছরের প্রথম সাড়ে সাত মাসে বাড়িওয়ালাদের পক্ষে শহরের মার্শালরা কমপক্ষে ১১,২৫৩টি পরিবারকে উচ্ছেদ করেছেন।

১ জানুয়ারী থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ১,৫০০টি উচ্ছেদ ২০১৮ সালের পর থেকে যেকোনো বছরের তুলনায় বেশি, যখন মার্শালরা মাসে প্রায় ১,৬৬৬টি উচ্ছেদ সম্পন্ন করেছিলেন।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

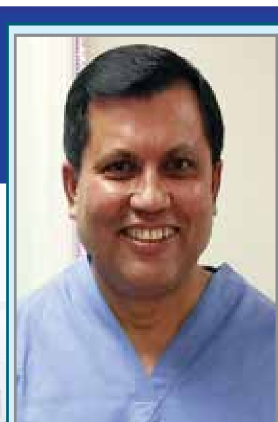

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

আনন্দঘন পরিবেশে ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ-র জমজমাট বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক : গত ২৪ আগস্ট রোববার লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের নয়নাভিরাম পরিবেশে, আ নন্দঘন আয়োজনে দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, সাভার, ধামরাই উপজেলাবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত 'ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র অত্যন্ত সফল বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জ্যাকসন হাইটস এলাকা থেকে সুবিশাল বাসে করে এবং সদস্যদের নিজস্ব প্রাইভেট কারে এই যাত্রা মিলিত হয় সকাল দশটার পর থেকেই। সভাপতি দুলাল বেহেদু ও সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপনসহ সংগঠনের উপদেষ্টাবৃন্দ,কার্যকরী সদস্যরা দুপুরের যোহরের নামাজের পর বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন।

ছোট বড় সব বয়সী মানুষের উপস্থিতিতে বনভোজন প্রাঙ্গণ ছিল উৎসবমুখর। বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক মানুষ তথা ঢাকাবাসীর অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। প্রিয়জনদের কাছে পেয়ে সবার চোখে ছিল আনন্দের ঝিলিক।

দিনব্যাপী অতিথিদের শুভেচ্ছা বক্তব্য, বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ, র‍্যাফেল ড্র আর বাহারী বাঙ্গালী খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া এ বনভোজন যেন ছিল ঢাকাবাসীর মিলনমেলা। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলার আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। উপস্থিত হয়েছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কমিউনিটির আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ। আরো ছিলেন নিউইয়র্কের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

সকালে নাস্তা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বনভোজনের কার্যক্রম। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বনভোজনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করার আহ্বান জানান ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক'র সভাপতি দুলাল বেহেদু ও সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন।

এ সময় ম্যাপল প্যাভিলয়ন প্রাঙ্গণ ছিল লোকে লোকারণ্য।উপস্থিত সবাই যার যার পরিবার পরিজন নিয়ে এদিক ওদিক সময় কাটান। সেই সঙ্গে আয়োজকদের পরিবেশন করা তরমুজের স্বাদ গ্রহণ করেন।

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন'র সভাপতি দুলাল বেহেদুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন। এ সময় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টাবৃন্দ, সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ খায়রুল আলম, বনভোজনের আহবায়ক কবির খান, সদস্য সচিব দেওয়ান কায়সার, সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক বি এস সাইফুলসহ অনেকে।

উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্য ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু বলেন, প্রবাসের ব্যস্ততম জীবনে এলাকার মানুষকে ন্যূনতম আনন্দ দিতে পারলেই তারা নিজেদের ধন্য মনে করছি। আমাদের নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং ঢাকার ঐতিহ্য তুলে ধরার অভিপ্রায়ে আমরা এ বনভোজনের আয়োজন করেছি। সেই সঙ্গে আমাদের আয়োজনে যোগ দিয়েছেন অন্য জেলার অতিথিগণ। সব মিলিয়ে আমি বলব, এ বনভোজন ঢাকাবাসীর সঙ্গে অন্য সবার সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করছে। আর করতালির মাধ্যমে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত সকলে।

তারপর সবাই চলে যান খেলার মাঠে। শুরু হয় সব বয়সী বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগিতা। ছিল বড়দের দৌড়। এ সময় মেয়েদের ইন এন্ড আউট খেলাটি সবার মাঝে সাড়া ফেলে।

এরপর দুইভাগে ভাগে ভাগ হয়ে অনুষ্ঠিত হয় দিনের আকর্ষণীয় ইভেন্ট ফুটবল খেলা । এ সময় সাদা ও হলুদ জার্সি পরিধান করা সবাইকে বেশ সুন্দর লাগছিল। ফুটবল খেলায় অংশ নেয়া সবার জন্যই ছিল পুরস্কারের ব্যবস্থা।

ফুটবল খেলা শেষে সবার মাঝে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। খলিল বিরিয়ানীর পরিবেশিত বাহারী বাঙ্গালী খাবারের প্রশংসা করেন উপস্থিত সকলে।

এরপর পড়ন্ত বিকেলে ছিল মেয়েদের পিলো পাসিং। চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অংশ নেন সব বয়সী মেয়েরা। আর এ দৃশ্যটি ছিল খুবই দৃষ্টিনন্দন।

পিলো পাসিং শেষে শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। সুপরিচিত শিল্পী হাফিজুর রহমান গিনি, শিল্পী রায়ান তাজ, প্রমি তাজ, ডালিয়া, নাসরিন চৌধুরী, মোস্তফা কামাল মুকুলের গানে নেচে গেয়ে উল্লাস করেন বনভোজনে অংশ নেয়া সকলে। সঙ্গে পরিবেশন করা হয় ঝালমুড়ি, আম ভর্তা। ছিল চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার সুযোগ।

সবশেষে ছিল বনভোজনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্ট র‍্যাফেল ড্র। স্বর্ণালঙ্কার সেট, এয়ার টিকেটসহ মোট ১২টি ক্যাটাগরীতে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক'র নেতৃবৃন্দ।

সকালের নাস্তা দুপুরের সুস্বাদু মধ্যাহ্ন ভোজ এবং বিকেলের আম ভর্তা ঝাল মুড়ি সহ নানা খাবারের এই মহাযজ্ঞে সার্বিক তত্ত্বাবধান করেছেন আহ্বায়ক কবির খান, সদস্য সচিব দেওয়ান কাউসার, বি এইচ সাইফুল, মোঃ ফরিদ খান,আমির আফতাব,মোহাম্মদ আলী সবুজ,মোঃ রবিউল আলম, মোঃ নুর আমিন, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

এই আয়োজনে সার্বিক নির্দেশনায় ছিলেন সম্মানিত উপদেষ্টা পরিষদ। এদের মাঝে ছিলেন নির্দেশনায় গিয়াস আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা, মোঃ আমানুল্লাহ আমান, শেখ সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আজাদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক হোসেন, হাবিব জোয়ারদার,আলাউদ্দিন আহমেদ, সোয়েব হোসেন খান, কাউসার আলমগীর,একেএম তারেক। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, শাহিনুর রহমান বিপ্লব, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, মোঃ সেলিম খান, সাইফুর রহমান টুটুল, মোঃ লাভলু মিয়া, মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ চঞ্চল, মোঃ আওলাদ হোসেন, ফারুক দেওয়ান কুসুম, আমিনুল ইসলাম কচি,আক্তার সিদ্দিকী শামীম, এহতেশাম হায়াত, মোঃ শিকদার, শারমিনা লিপা, মোঃ আক্তার হোসেন বিপ্লব।

সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে বনভোজনের উপস্থিত হওয়ার জন্য সংগঠনের সভাপতি দুলাল বেহেদু উপস্থিত উপদেষ্টা, সংগঠনের সদস্য,শুভানুধ্যায়ী এবং মিডিয়াকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। ঢাকার পাঁচটি উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সকলকে নিয়ে আগামী দিনেও সফল বনভোজন আয়োজন এর প্রতিশ্রুতি জানিয়ে তিনি এবারের বনভোজনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

www.parichoy.com   New York | Vol. 33 | Issue 1644 | Saturday | August 30, 2025

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে মতবিনিময় সভায় হামলার চেষ্টা, কনস্যুলেট এর ব্যাখ্যা

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে জুলাইআগস্ট গণঅভ্যুত্থান দিবসের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভাকে ঘিরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছে কনস্যুলেট কর্তৃপক্ষ।

সোমবার (২৫ আগস্ট) কনস্যুলেট থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রোববার আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম। শিক্ষার্থীসহ প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রায় দেড় শতাধিক অতিথি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। নিরাপত্তার স্বার্থে কনস্যুলেটের অনুরোধে আগে থেকেই নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ আশপাশে অবস্থান নেয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিকেল ৫টার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা কনস্যুলেটের সামনে অবস্থান নিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল ও অতিথিদের ধাওয়া দেন। একপর্যায়ে তারা অতিথিদের উদ্দেশে ডিম ছোড়েন এবং ভবনের একটি কাচের দরজায় আঘাত করলে সেটি ফেটে যায়। পুলিশ এ সময় কয়েকজনকে আটক করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কনস্যুলেট জানিয়েছে, প্রধান অতিথি নির্ধারিত সময়ে নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করেন এবং অতিথিদের সঙ্গে মতবিনিময় ও রাতের খাবার শেষে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছান। তার সঙ্গে হামলাকারীদের কোনো যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ হয়নি বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

এ ঘটনায় স্থানীয় পুলিশ, মেয়র ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল।

কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয়ে হামলাকারীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। এসব অপতথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জুলাই সনদে প্রবাসীদের অবদান উল্লেখ থাকবে

বাংলাদেশ কনস্যুলেটে মতবিনিময় সভায় তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মোহাম্মদ মাহফুজ আলম চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেছেন 'জুলাই সনদে প্রবাসীদের অবদান উল্লেখ থাকবে'। তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে জনগণের আশা-আকাংখা বাস্তবায়নের জন্য সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অসমাপ্ত আর প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়নে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে গত রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসে আয়োজিত সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। সবশেষে তথ্য উপদেষ্টা সভায় উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

ব্যতিক্রমী এই সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক এবং সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বেরও সমন্বয় করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কনস্যুলেটের কাউন্সিলার ইশরাত জাহান।

অনুষ্ঠানে তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম আরো বলেন, আমি কোনো রাজনৈতিক দলের অংশীজন নই। আমরা চাই, ভবিষ্যতে যারাই ক্ষমতায় আসুক, তারা জুলাই চেতনাকে ধারণ করে দেশ পরিচালনা করবেন। দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক হবে রাষ্ট্র। নিজের রাজনৈতিক চেতনার চেয়ে দেশকে প্রাধান্য দিতে হবে। সবার ঊর্ধ্বে দেশকে এবং দেশের জনগণকে যেন আমরা রাখি।

বাংলাদেশে ভারতীয় টেলিভিশন অথবা গণমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়ার আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, আমি কোনো কিছু বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে নই। আমি সব সময় বিকল্প ভালোর কথা বলে এসেছি। আমি আওয়ামী লীগের কোনো কিছুও বন্ধ করে দেওয়ার পক্ষে নই।

গোলাম মোর্তোজা বলেন, 'একটা দেশে রাজতন্ত্র চলছিল, সে দেশের রাজা ছিলেন, রাজার বোন ছিলেন, রাজার ছেলে-মেয়েরা রাজপুত্র ছিলেন। পুরো দেশটা তাঁদের ছিল, আপনারা ছাত্র-জননেতারা রক্ত দিয়ে সেই রাজার পতন ঘটালেন, দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন, এখন সে একটা ডিম নিক্ষেপ করবে, সে একটা কটূক্তি করবে, মাহফুজ আলমের পতন চাইবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

অনুষ্ঠানের শুরুতে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে জুলাই শহীদদের স্মরণ এবং পরে জুলাই অভ্যুত্থানের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক বৈষম্য আন্দোলনের নেতা, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে রাত দশটার দিকে প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে কিছুটা হট্টগোল হয়। এসময় অনেকটা বিরক্ত হয়ে তথ্য উপদেষ্টা সভাস্থল ছেড়ে কনস্যুলেটের ভিতরে চলে যান।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠান শুরুর আগে কনস্যুলেটের সামনে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ ও দরজা ভাংচুরের ঘটনা প্রসঙ্গে তথ্য উপদেষ্টা আইনি ব্যবস্থা নেয়া এবং ওয়াশিংটন দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার নিষিদ্ধ সংগঠনের সংবাদ প্রচারে সাংবাদিকদের আরো বেশি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

সরেজমিনে দেখা গেছে, অনুষ্ঠান চলাকালে মাহফুজ আলম কখন বের হবেন, সে জন্য একদল ব্যক্তি বাইরে অপেক্ষা করেন। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের অবস্থান জেনে কনস্যুলেট অফিস পুলিশ ডাকে। অবশেষে স্থানীয় সময় রাত ১২টার পর নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের (এনওয়াইপিডি) পাহারায় উপদেষ্টা মাহফুজ আলম কনস্যুলেট অফিস থেকে বের হয়ে যান।

এর আগে মাহফুজ আলম নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসে ঢোকার সময় কনস্যুলেট অফিসের সামনে দলীয় পতাকা হাতে, 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা বিক্ষোভ করেন। বিক্ষোভকারীদের মধ্য থেকে মাহফুজ আলমকে উদ্দেশ করে ডিম ছোড়া হয়, তারা বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানও দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে কে বা কারা কনস্যুলেট ভবনের কাচের দরজা ভেঙে ফেলেন। খবর ইউএনএর

যুক্তরাষ্ট্রে কমেছে বিদেশি পর্যটক বিলিয়ন ডলারের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

ছিল সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

কেন কমলো পর্যটক?: প্রথমদিকে পরিস্থিতি স্পষ্ট ছিল না। মার্চ মাসে হঠাৎ পতনের পর এপ্রিল মাসে উল্টো পর্যটক বেড়ে যায়। বিশ্লেষণে দেখা গেছে, এর মূল কারণ ছিল ইস্টারের সময়কাল, যা গত বছর মার্চে হলেও এ বছর পড়েছিল এপ্রিলে।

তবে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমের পূর্ণাঙ্গ চিত্র স্পষ্ট হওয়ার পর বোঝা গেছে, পতনটা প্রকৃত। বিশ্বজুড়ে পর্যটন আবার মহামারি-পূর্ব স্তরে ফিরলেও যুক্তরাষ্ট্রে উল্টো কমে গেছে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা কানাডা থেকে: সবচেয়ে বেশি পতন দেখা গেছে কানাডা থেকে আসা পর্যটকদের ক্ষেত্রে। আকাশপথে কানাডীয় পর্যটকের সংখ্যা কমেছে ৭ দশমিক ৪ শতাংশ, আর গ্রীষ্মকালে এই পতন দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ২ শতাংশে। সড়কপথে প্রবণতা আরও ভয়াবহজুন মাসে গত বছরের তুলনায় কমেছে পুরো এক-তৃতীয়াংশ। কানাডীয় রপ্তানির ওপর ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক আরোপ এবং দেশ দখলের হুমকির জেরে অনেক কানাডীয় নাগরিক যুক্তরাষ্ট্র সফর বর্জন করছেন বলে ধারণা বিশ্লেষকদের।

কোন রাজ্যগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত?: নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক আগমন কমেছে সাত শতাংশ। বোস্টন লোগান ও শিকাগোর ও'হেয়ার বিমানবন্দরে এ পতন প্রায় আট শতাংশ। তবে ফ্লোরিডার পর্যটনকেন্দ্রগুলো– অরল্যান্ডো ও টাম্পা– উল্টো আগের চেয়ে বেশি বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ করেছে। ফলে জাতীয় পর্যায়ে পতন কিছুটা সামাল দিতে পেরেছে।

অর্থনৈতিক প্রভাব: ভ্রমণ ও পর্যটন খাত যুক্তরাষ্ট্রের মোট জিডিপির প্রায় তিন শতাংশ। আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের হিসাবে, পর্যটক কমায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি হতে পারে প্রায় ১২ দশমিক ৫ বিলিয়ন (১ হাজার ২৫০ কোটি) ডলার। তবে দেশীয় পর্যটকদের খরচ বেড়ে যাওয়ায় আপাতত হোটেল ব্যবসায়ীরা কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন।

মার্কিনিদের বিদেশ গমন বেড়েছে: বিদেশি পর্যটক কমলেও মার্কিন নাগরিকদের বিদেশ ভ্রমণ বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে মার্কিন যাত্রী বেড়েছে প্রায় ২ দশমিক ৯ শতাংশ।

২০২৪ সালে বিদেশে যাওয়া মার্কিন নাগরিকের সংখ্যা বিদেশ থেকে আসা পর্যটকের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি ছিল। এ বছর সেই ব্যবধান বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ শতাংশে।

ট্রাম্প ইজ ডেড-এক্সে সবাই কেন লিখছে এই কথা

৫৪ পৃষ্ঠার পর

এতে অনেকে ভেবেছেন, ট্রাম্প কি সত্যিই মারা গেছেন? কিন্তু আসল ঘটনা ভিন্ন।

এই ভাইরাল ট্রেন্ডের মূল কারণ দুটি মন্তব্য। প্রথমত, ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের একটি সাক্ষাৎকার; এবং দ্বিতীয়ত, জনপ্রিয় অ্যানিমেটেড সিরিজ 'দ্য সিম্পসন্স'-এর নির্মাতার একটি মন্তব্য। এই গুজবকে আরও উসকে দিয়েছে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং তাঁর ওপর দুটি ব্যর্থ গুপ্তহত্যার চেষ্টা।

গত ২৭ আগস্ট ইউএসএ টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোনো 'ভয়াবহ বিপর্যয়' (Terrible Traged) ঘটলে কি তিনি দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত? উত্তরে ভান্স বলেন, 'হ্যাঁ, ভয়াবহ ট্র্যাজেডি হতেই পারে। তবে আমি আত্মবিশ্বাসী, প্রেসিডেন্ট ভালো আছেন এবং তিনি তাঁর মেয়াদ শেষ করবেন।' ভান্সের এই 'ভয়াবহ বিপর্যয়' মন্তব্য থেকে অনেকে ধরে নেন, ট্রাম্পের মৃত্যু নিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরপরই এক্সে ভাইরাল হয় 'ট্রাম্প মারা গেছেন' (Trump Is Dead) হ্যাশট্যাগ।

৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্পের স্বাস্থ্য নিয়ে আগেও নানা প্রশ্ন উঠেছে। জুলাই মাসে হোয়াইট হাউস জানায়, তিনি ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি রোগে ভুগছেন। এই রোগের কারণে তাঁর পা ফুলে যায়। এর আগে তাঁর পা ফুলে থাকা ছবিগুলো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনা শুরু হয়। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি দুই দফা হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে যান। এসবই অনলাইনে গুজব উসকে দেয়।

এই গুজব ছড়ানোর পেছনে আরেকটি বড় কারণ দ্য সিম্পসনসের নির্মাতা ম্যাট গ্রোয়েনিংয়ের মন্তব্য। সান ডিয়েগো কমিক-কনে তিনি বলেন, এই শো তত দিন চলবে, যত দিন না 'কেউ মারা যায়'। এরপর তিনি রহস্য করে বলেন, 'যখন আপনি জানেন কে মারা যাবে, তখন দ্য সিম্পসন্স ভবিষ্যদ্বাণী করছে, রাস্তায় নাচানাচি হবে। তবে প্রেসিডেন্ট ভান্স আমাদের নাচ নিষিদ্ধ করবেন।' সিম্পসন্সের ভবিষ্যদ্বাণী আগেও সত্যি হয়েছিল। যেমন ২০০০ সালে বিল ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট হওয়া, ২০১৫ সালে পুনর্নির্বাচন ইত্যাদি। ফলে গ্রোয়েনিংয়ের ওই মন্তব্য গুজবকে নতুন মাত্রা দেয়। তবে ট্রাম্পকে নিয়ে এমন গুজব এটাই প্রথম নয়। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে পোস্ট দেওয়া হয়েছিল, তাঁর বাবা মারা গেছেন। পরে ট্রাম্প নিজেই ট্রুথ সোশ্যালে এসে জীবিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিউইয়র্কে শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ব্যাক টু স্কুল’ কর্মসূচি

পরিচয় ডেস্ক : গত ২৬ আগস্ট মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় আয়োজিত ‘ভালো’র ব্যাক-টু-স্কুল কর্মসূচিতে শতশত স্কুলগামী শিশু ও তাদের অভিভাবক দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে উপহার সংগ্রহ করেন। ইভেন্টে অংশ নেওয়া শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্কুলব্যাগ, খাতা-কলমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এমন উপহার পেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি হয় উচ্ছ্বাস আর আনন্দ। অভিভাবকদের মুখে ফুটে ওঠে কৃতজ্ঞতার হাসি।

সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, অভিবাসী পরিবারগুলোকে নতুন স্কুল বছরের প্রস্তুতিতে সহায়তা করাই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এই ছোট্ট প্রয়াস ছিলো সেই যাত্রারই অংশ। স্থানীয় কমিউনিটি লিডাররাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ‘ভালো’র ব্যাক-টু-স্কুল কর্মসূচিকে স্বাগত জানান। তারা বলেন, এ ধরনের আয়োজন শুধু শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে না, বরং কমিউনিটির ভেতরে ঐক্য ও সহযোগিতার পরিবেশও তৈরি করে।

দিনভর শিশুদের হাসি-আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে পুরো আয়োজনস্থল, আর অভিভাবকেরা মনে করেন- এমন আয়োজন তাদের সন্তানের নতুন শিক্ষাবর্ষে আত্মবিশ্বাসী সূচনা করতে বিশেষ সহায়ক হবে। ‘ভালো’র এই কর্মসূচিতে কমিউনিটি পার্টনার ছিল- ডিএইচ কেয়ার, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি, বাংলাদেশি আমেরিকান বিজনেস সোসাইটি অব হিলসাইড অ্যাভিনিউ (ব্যবসা), জ্যামাইকা সিনিয়র সেন্টার, এমইউএস কেয়ার, এমইউএস ভোট, গেটওয়েল মেডকেয়ার, ফ্যামিলি কেয়ার ফার্মেসি, বেস্ট স্কোর, ব্রুকলিন ইমিগ্র্যান্ট কমিউনিটি, আরকিউএম টিউটোরিয়াল, ইলহাম একাডেমি, খানস টিউটোরিয়াল, লাইফ অব হোম, ক্রিসেন্ট কমিউনিটি পেট্রল (সিসিপি), ট্রাস্ট এইড এবং বেঙ্গলিজ অব নিউইয়র্ক (বনি)।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের মিলনমেলায় আবেগে আবেগাপ্লুত অনেকেই

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সদস্যদের নব গঠিত সংগঠন 'এক্স অফিসিয়ালস অব বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক' উদ্যোগে প্রথমবারের মতো মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৪ অগাষ্ট) কুইন্সের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে সোসাইটির প্রাক্তন আর বর্তমান কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ এবং তাদের পরিবার সহ প্রায় আড়াই শতাধিক অতিথির সরব উপস্থিতিতে সুন্দর ও সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় মিলনমেলা। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সোসাইটির একাধিক প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সোসাইটির প্রাক্তন আর বর্তমান কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সত্যিকারের মিলন মেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানে সোসাইটির কর্মকর্তারা অনেক দিন পর একে অপরকে দেখে, কাছে পেয়ে আবেগে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানে বক্তারা সম্মিলিতভাবে সোসাইটিকে আরো শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সোসাইটির ভবন তথা কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি বিদেশ বিভূঁইয়ে সোসাইটির সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তা ও পরিবার-পরিজনদের মধ্যকার সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ব্যতিক্রমধর্মী এই অনুষ্ঠানের মূল মঞ্চে ছিলো না কোন আসন। রোববার সন্ধ্যা ঠিক ৭টায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন সোসাইটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী এবং গীতা পাঠ করেন সোসাইটির সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মনিকা রায়। এরপর বাংলাদেশ এবং

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন সোসাইটির নিজস্ব শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিলন মেলা আয়োজক কমিটির কনভেনর ও সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া ডিডিএস।

এরপর মিলন মেলা আয়োজক কমিটির বিভিন্ন কমিটি, সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও নির্বাচন কমিশনের সদস্যদেরকে অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সোসাইটির বর্তমান কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

অনুষ্ঠানে সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. এম বিল্লাহ ডিডিএস, ডা. মোহাম্মদ হামিদুজ্জামান, মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, নার্গিস আহমেদ, আজমল হোসেন কুনু ও মোহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদ রেজা খান, একে এম ফাজলে রাব্বী ও রানা ফেরদৌস চৌধুরী, বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ 'প্রবাস বন্ধু' এটনী মঈন চৌধুরী, ডা. ফারুক আজম প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। যৌথভাবে সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সোসাইটির সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কর্মকর্তা মোহাম্মদ জামান তপন। মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ কে এম ফজলে রাব্বি।

সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তাদের মিলন মেলা উপলক্ষ্যে 'অনুরণন' শীর্ষক স্বরণিকা প্রকাশ করা হয়। ফিতা কেটে এর মোড়ক উন্মোচন করেন মেলার কনভেনর ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া। এসময় প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির চেয়ারম্যান ও 'অনুরণন' সম্পাদক শেখ সিরাজুল ইসলাম ও তার সম্পাদনা পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, স্বরণিকাটিতে ১৯৭৫ সাল থেকে বর্তমান কমিটি পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশন, আগত সকল অতিথিকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে সোসাইটির সাবেক ৪ সাংস্কৃতিক সম্পাদক যথাক্রমে চমন আরা বেগম, স্বপ্না কাওসার, মনিকা রায় ও ডা. শাহনাজ লিপি, নাট্য সম্পাদক শেখ সিরাজ এবং আমন্ত্রিত শিল্পী রুনা রায় সম্মিলিতভাবে জাতীয় সংগীত ও ডি এল রায়ের লেখা 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানটি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে একক সংগীত পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত সংগীত শিল্পী লীনা তাপসী। তিনি একে একে ৪টি গান পরিবেশন করেন। যন্ত্র সংগীতে ছিলেন মাসুদুর রহমান (কী বোর্ড) ও খুশবু আলম (তবলা)। সব শেষে ছিলো নৈশভোজ। মধ্যরাত অবধি অনুষ্ঠান চলে। খবর ইউএনএ'র।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নি-ইউ-কো ইনক. আয়োজনে চ্যারিটি ডিনার, সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক উৎসব

পরিচয় ডেস্ক: গত শনিবার, ২৩ আগষ্ট নিউইয়র্কের রিগো পার্কের জয়া পার্টি হলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নি-ইউ-কো ইনক (ঘরটকড় ঝবষভ-গড়ঃরাধঃবফ) আয়োজন করেছিল তাদের বার্ষিক চ্যারিটি ডিনার, অ্যাওয়ার্ডস সেরিমনি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মানবতার প্রতি গভীর অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ থেকে আয়েজিত অনুষ্ঠানটি রুপান্তরিত হয়েছিল আলো-ঝলমলে পরিবেশে প্রবাসীদের অনন্য এক সমাবেশে। বাংলাদেশের ফেলে আসা মানুষদের জন্য যারা প্রবাসে থেকেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাদের আত্মত্যাগ ও অকৃত্রিম ভালোবাসার বন্ধনের নানা দিক ফুটে উঠেছিল গভীর আন্তরিকতায় অথচ ছিমছাম পরিবেশে আয়োজিত নি-ইউ-কোর অনুষ্ঠানটি।

নি-ইউ-কো ইনকের সদস্যরা মানবতার কল্যাণের কাজটি করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। তাদের একটাই স্বপ্ন: দুর প্রবাসে থেকেও ফেলে আসা বাংলাদেশের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করা, অসহায় মানুষের মুখে সামান্য হলেও হাসি ফোটানো।

সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মিনহাজ আহমেদ এর সঞ্চালনায় ।জয়া পার্টি হলে নিউকোর অনুষ্ঠানের শুরুতে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানানো হয় এবং শহীদ যোদ্ধাদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। নি-ইউ-কো'র চেয়ারম্যান রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনের দাতাগণ ও সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নীরবে কাজ করা এ প্রবাসী নেতা বছরের পর বছর মানবিক কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন।

এলিস আইল্যান্ড পদকে ভূষিত একমাত্র বাংলাদেশি আমেরিকান ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং মানবিক কাজে সক্রিয় হওয়ার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

আমেরিকার বাইরে থেকে আগত প্রবাসের সফল ব্যক্তিত্ব সাকী চৌধুরী, আব্দুল হান্নান এবং সমাজসেবী মনোয়ারা চৌধুরীও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। মনোয়ারা চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে তার স্বামী সমাজসেবক রফিক উদ্দিন চৌধুরীর সকল মানবিক কর্মকাণ্ডে প্রেরণা হয়ে আছেন।

এরপর মঞ্চে উঠে আসে মৌলভীবাজারের বড়লেখায় প্রবাসীদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত শহীদ ডাঃ আব্দুন নুর ওয়েলনেস সেন্টার এর গল্প। এ সময় শামীম আহমেদ, সৈয়দ হক ও মুকুল হক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তুলে ধরেন।

এঞ্জেল কেয়ার একাডেমী নিয়ে হৃদয়স্পর্শী বক্তব্য দেন ডাঃ মিতা চৌধুরী। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং এর সঙ্গে তার আত্মিক জড়িয়ে পড়ার কথা তিনি আবেগঘনভাবে তুলে ধরেন।

শমশের নগর হাসপাতাল গঠনের পেছনের গল্প শোনান বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পী সেলিম চৌধুরী। প্রবাসীদের সহায়তায় কীভাবে হাসপাতাল গড়ে উঠছে, সে বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে তিনি কৃ তজ্ঞতা জানান প্রবাসীদের প্রতি। এসময় সঙ্গে থাকা কবি ও লেখক ইশতেহাক রুপু ও ফকু চৌধুরী তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন মৌলভীবাজার নিয়ে কথা বলেন প্রফেসর ডাঃ সুখেন্দু বিকাশ দাস। মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে স্মরণ করে এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পেছনের প্রেরণা ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন তিনি। মানবিক কাজে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ফার্মাসিস্ট লিয়াকত হোসেন এর উদ্ভাবিত ঔষধ রিভিফাই নিয়ে তথ্য উপস্থাপন করেন সৈয়দ আফসর হোসেন।

এছাড়া বক্তব্য দেন নিউ ইয়র্কের দুই নারী সমাজকর্মী বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্কের সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ ও মূলধারার রাজনীতিবিদ মেরি জোবাইদা। নার্গিস আহমেদ গত চার দশক ধরে প্রবাসে কমিউনিটি গঠনের অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে করেন। মেরি জোবাইদা নিউইয়র্কে স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কথা জানান এবং সকলের সমর্থন চান।

সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য নি-ইউ-কো'র পক্ষ থেকে শিল্পী সেলিম চৌধুরী, এম শফিকুর রহমান এবং তফাজ্জল করিম-কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। সম্মাননা তুলে দেন ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বাবরুল হোসেন বাবুল, অধ্যাপিকা রানা চৌধুরী, ধরা'র সমন্বয়ক সেলিনা উদ্দিন, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী, টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সাংবাদিক রহমান মাহবুব, আবু সাঈদ, রাশিদা আখতার, মোস্তাক আহমেদ, বেদারুল ইসলাম বাবলা, ডাঃ ফাতেমা আহমেদ, কল্লোল আহমেদ, আবু নোমান সাকিল, তহুর চৌধুরী, নুরে আলম জিকু, আব্দুর রহিম বাদশাহ, জামিল চৌধুরী, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

শেষ পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ফাতেমা শাহাব রুমা ও সাইফুর রহমান। নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীত, কবিতা ও নৃত্য দর্শকদের মন জয় করে নেয়। বিশেষত সেলিম চৌধুরীর গানে সবাই যেন ফিরে যান দেশের মাটিতে।

নিউইয়র্কে শিক্ষার্থীদের জন্য জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ‘ব্যাক টু স্কুল’ কর্মসূচি

পরিচয় ডেস্ক : জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উদ্যোগে ব্যাক-টু-স্কুল কর্মসূচিতে শত শত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ সামগ্রী বিতরণ করেছে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি (জেবিএফএস)। জ্যামাইকার ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয় স্কুলব্যাগসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ। বাবা-মায়ের সঙ্গে আসা শিশু শিক্ষার্থীদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক।

শিক্ষা উপকরণ উপহার হিসাবে পেতে লম্বা লাইন ধরে শিশুরা। তাদের মধ্যে ছিল দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা। ব্যাক-টু-স্কুল প্রোগ্রামের আওতায় তাদের হিসাবে দেওয়া হয় ব্যাগ, পেন্সিলম নোটবুক, ফোল্ডার, ওয়াটার জগ, পুতুলসহ নানান কিছু। এছাড়া ছিল মজার সব খাবার।

গত কয়েক বছর ধরে শিশুদের জন্য উপভোগ্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি। শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের আয়োজন করতে পারায় নিজেদের সার্থক মনে করেন আয়োজকরা।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মো. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এনায়েত হোসেন মুন্সির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, ব্যাক-টু-স্কুল প্রোগ্রামের স্পন্সর গহর এস. জামিল, সংগঠনের সহ-সভাপতি কামরুল ইসলাম সনি, ব্যাক-টু-স্কুল প্রোগ্রামের আহ্বায়ক ও উপদেষ্টা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সদস্য সচিব ইসমাইল হোসেন স্বপন, সংগঠনের সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি, প্রমুখ। এসময় ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, স্কুল খোলার শুরুতে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ নিয়ে শিক্ষার্থীদের বাবা-মায়েরা একটু দুশ্চিন্তায় থাকেন। তাদের কাজটাকে আমরা সহজ করে দেই ব্যাক-টু- স্কুল প্রোগ্রামের আয়োজনের মাধ্যমে। পাশাপাশি শিশুদের উৎসাহ দেওয়া। কোমলমতি শিশুদের মানসিক বিকাশে এ ধরনের উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখে।

তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের নিউইয়র্ক আগমনের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্র আ. লীগের বিক্ষোভ

পরিচয় ডেস্ক : জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় অন্তর্বতী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা মোহাম্মদ মাহফুজ আলমের যোগদানের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ কনস্যুলেটের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে। এসময় বিক্ষোভকারীরা ড. ইউনূস সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেয় এবং কনস্যুলেটের দরজায় এবং সেখানে উপস্থিত সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করে। পরবর্তীতে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ঘটনস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

জানা যায়, জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে রোববার (২৪ আগষ্ট) বিকেল ৭টায় নিউইয়র্কের বাংলাদেশ কনস্যুলেটে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় অন্তর্বতী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক উপদেষ্টা মোহাম্মদ মাহফুজ আলম প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিবেন বলেও জানানো হয়। পূর্ব ঘোষিত এই খবরে সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এদিন বিকেলে

কনস্যুলেটের সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করেন এবং সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেন। ঘটনার এক পর্যায়ে তারা কনস্যুলেটের দরজায় এবং সেখানে উপস্থিত সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ঘটনস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

বিক্ষোভ সমাবেশে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ সহ দলীয় নেতা ডা. মাসুদুল হাসান, মহিউদ্দিন দেওয়ান, আব্দুল হাসিব মামুন, দুলাল মিয়া, সোলায়মান আলী, ফরিদ আলম, মিসবাহ আহমেদ, খান শওকত, দরুদ মিয়া রনেল, মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ শাহানাজ, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী সহ সাখাওয়াত হোসেন চঞ্চল, ইকবাল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে রোববারের ঘটনা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র আওয়মী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ইউএনএ প্রতিনিধিকে বলেছেন- ঘটনার সময় আমি সেখানে ছিলাম। আমার দলের কোন নেতা-কর্মী কনস্যুলেটের দরজা ভাঙ্গেনি। অপরদিকে কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পুলিশ ঘটনার সময়ের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছে বলে কনস্যুলেটের একজন কর্মকর্তা জানান। খবর ইউএনএ’র।

১৩৫% বেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ভিসা ফি এখন বিশ্বের

৫৪ পৃষ্ঠার পর

আরও ২৫০ ডলার যোগ হওয়ায় মোট ফি দাঁড়াল ৪৩৫ ডলার। এতে দেখা যাচ্ছে, ভিসার খরচ বেড়েছে ১৩৫ শতাংশেরও বেশি। এমনটি হলে পুরো বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ভিসার ফি হবে সর্বোচ্চ, জানিয়েছে ইউএসএ টুডে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আইনি কাঠামো অনুযায়ী নতুন অর্থবছর শুরুর দিন থেকেই (১ অক্টোবর) এ ফি কার্যকর হবে। যদিও ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় রয়েছে।

ইউএসএ টুডে বলছে, পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে যেতে চাইলে শুধু ভিসা ফি বাবদ খরচ হবে প্রায় ২ হাজার ডলার (প্রায় আড়াই লাখ টাকা)। এতে পর্যটকদের নিরুৎসাহিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ ফি বৃদ্ধির প্রভাব শুধু ভ্রমণকারীদের ওপরই পড়বে না, বরং ২০২৬ সালের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিককেও প্রভাবিত করবে। দর্শক থেকে শুরু করে অ্যাথলেটরা বাড়তি অর্থনৈতিক চাপে পড়তে পারেন। বিশেষ করে স্বল্প আয়ের দেশের সাধারণ মানুষ ও ক্রীড়াবিদদের জন্য এটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছে ।ন, ফি ফেরতযোগ্য হতে পারে, তবে ফেরতের নির্দিষ্ট কাঠামো বা সময়সীমা এখনো নির্ধারিত হয়নি। নিশ্চিত শুধু একটি বিষয়ড়্যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের খরচ বাড়ছে। - ইউ এস এ টুডে

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনেরর বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলার সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ আগষ্ট রোববার দিনব্যাপী নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ সবুজে ঘেরা বিশালাকারের ওয়ানতাগ পার্কে এবারের বনভোজন আয়োজন করা হয়। শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ সহ সর্বস্তরের কয়েকশত উত্তরবঙ্গবাসীর আর কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সপরিবারে এতে অংশ নেয়ায় বনভোজনটি বাংলাদেশীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। খবর ইউএনএ'র।

ব্যতিক্রমী আয়োজনে সকালের নাস্তা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বনভোজনের কর্মকান্ড শুরু হয়। এসময় পার্কেই ভাজা গরম গরম পরটা আর ডাল-ভাজি-সুজি দিয়ে বনভোজনে অংশগ্রহনকারীদের 'ব্রেকফার্স্ট' করানো হয়। এছাড়াও

তরমুজ সহ দিনভর ছিলো নানা রকমের অ্যাপিটাইজার খাবার। অনুষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, বিভিন্ন রকম খেলাধুলা, দেশীয় খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজ, র‍্যাফল ড্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর পুরষ্কার বিতরণী।

দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজনের উদ্বোধন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে নিয়ে সংগঠনের কর্মকর্তারা রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন করেন। এসময় বিশিষ্ট মর্টগেজ ব্রোকার মোহাম্মদ ফাহিম জান (এনএমএলএস # ২১৮১২) ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং অন্যান্যের মধ্যে ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক মোতাহার হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনু ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট শিল্প উদ্যোক্তা ও সংগঠক হাসানুজ্জামান হাসান নিজ জেলা বাংলাদেশের নীলফামারীতে অবস্থান করায় সেখান থেকেই তিনি টেলি কনফারেন্সে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

দেশীয় খাবারে মধ্যাহ্ন ভোজের পর অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পর্বে জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মম, চন্দ্রা রায়, ফয়সাল সারওয়ার প্রমুখ একাধিক গান পরিবেশন করেন। এসময় শিশুসহ অনেকেই শিল্পীদের সাথে নেচে-গেয়ে আনন্দে মেতে উঠেন।

বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষনীয় র‍্যাফল ড্র। সবশেষে ছিলো পুরষ্কার বিতরনী। এসময় ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান সহ আমন্ত্রিত অতিথি ও সংগঠনের কর্মকর্তারা পুরষ্কারপ্রাপ্তদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন। এসময় সংগঠন ও কমিউনিটির জন্য ভালো কাজের জন্য কয়েকজনকে প্ল্যাক/পুরষ্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রাকিবুজ্জামান খান তনু ও ইঞ্জিনিয়ার এবিএম মিজানুল হাসান।

নিউইয়র্কে অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশনে কমিশনার উইলো বেয়ারের সফর

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের প্রতিবন্ধী উন্নয়ন দপ্তরের (ওপিডব্লিউডিডি) কমিশনার উইলোবেয়ার জ্যামাইকার অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশনে(আসো) সফর করেছেন। গত ১৫ আগস্ট সফরকালে তার সঙ্গে ছিলেন টিমের সদস্য রেচেল বেকার, জেসিকা পিজন এবং সিডনি স্টুডনো।

অনুষ্ঠানে সেবা-গ্রহণকারী, তাদের পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয় বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তারা সরাসরি কমিশনারের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং বিশেষ করে ওপিডব্লিউডিডি-র সেবা পাওয়ার যোগ্যতা অনুমোদন পেতে সাত থেকে বারো মাস পর্যন্ত অপেক্ষার ভোগান্তির কথা তুলে ধরেন।

কমিশনার উইলো বেয়ার স্বীকার করেন, এ ধরনের দীর্ঘ বিলম্ব সেবাগ্রহণকারীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। তিনি আশ্বাস দেন, এই প্রক্রিয়া দ্রুত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি জানান, দপ্তরের পক্ষ থেকে আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও সবার জন্য সুবিধাজনক করতে কার্যক্রম চালু রয়েছে।

জ্যামাইকার কুইন্সে অবস্থিত অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন(আসো) একটি অ-লাভজনক প্রতিষ্ঠান। যা প্রতিবন্ধী মানুষদের সহায়তা করে যাতে তারা সহজে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও সেবা পেতে পারে।

'সাউথ এশিয়ান ফর জোহরান' গঠিত, ৬ সেপ্টেম্বর ডাইভার্সিটি প্লাজায় র‍্যালি

পরিচয় ডেস্ক : সিটির জ্যাকসন হাইটস সানাই রেস্টুরেন্টে 'সাউথ এশিয়ান ফর জোহরান'র নির্বাচনী টিমের কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ২৩ আগস্ট শনিবার এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহানের আমন্ত্রণে সাউথএশিয়ার বিভিন্ন দেশের লিডাররা সমবেত হন।

কম্যুনিটি লিডার আব্দুর রহিম হাওলাদারসহ সকলের অনুমতিক্রমে ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান তার স্বাগত বক্তব্যেও মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানি এটর্নি খালেদ আজম এবং পাকিস্তানী ব্যবসায়ী শফিউল্লাহ মাহমুদ, ইন্ডিয়ান কমিউনিটির দীপক শর্মা, নেপালি কমিউনিটির ওরগান সেপ্রা এবং তুলসী চক্রদার, শ্রীলংকা কমিউনিটির আরসাত, বাংলাদেশী কমিউনিটি থেকে শাহনেওয়াজ, এটর্নি মঈন চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আব্দুর রহিম হাওলাদার, কাজী ফৌজিয়া, রিটায়ার্ড পুলিশ কর্মকর্তা শামসুল হক,তরিকুল হোসাইন বাদল, ফারহান আব্দুর রহমান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে আসন্ন মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির বিজয় নিশ্চিতকল্পে নিউইয়র্কে দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির ভোট ব্যাংকের পুরোটাই সরব করার সংকল্পে খালিদ আজমকে আহবায়ক এবং ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারকে সদস্য-সচিব করে শক্তিশালী একটি কমিটি ঘোষণা করা হয়। 'সাউথ এশিয়ান ফর জোহরান' শীর্ষক এই প্রচারটিমের অপর কর্মকর্তারা হলেন : আরসাত-চেয়ার (শ্রীলংকা), মূল সমন্বয়ক- এটর্নি মঈন চৌধুরী (বাংলাদেশ), কো-চেয়ার- গিয়াস আহমেদ, (বাংলাদেশ), তুলসী চক্রদার (নেপাল), শফিউল্লাহ মাহমুদ (পাকিস্তান) এবং গুরুচরণ(ইন্ডিয়া), চিফ অ্যাডভাইজার (বাংলাদেশ), অর্গানাইজিং সেক্রেটারি-ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান (বাংলাদেশ), সিনিয়র এডভাইজার- আব্দুর রহিম হাওলাদার (বাংলাদেশ), যুগ্ম আহবায়ক- ওরগান সেপ্রা (নেপাল) এবং দীপক শর্মা (ইন্ডিয়া), অ্যাডভাইজার-রাশেক মালিক (বাংলাদেশ), তরিকুল হোসাইন বাদল (বাংলাদেশ), রিটায়ার্ড পুলিশ কর্মকর্তা শামসুল হক (বাংলাদেশ), সারোয়ার খান বাবু (বাংলাদেশ), আদিত্য (নেপাল)। কমিটিতে আরো আছেন ফারহান আব্দুর রহমান-যুবসমন্বয়ক (বাংলাদেশ), ওয়াহিদ খান-সমন্বয়ক (পাকিস্তান), গুলিস্তান-অ্যাডভাইজার (আফগানিস্তান), রিয়াজ-সমন্বয়ক (শ্রীলংকা), জামিল হারুন-সমন্বয়ক (শ্রীলংকা), রিজভী-সমন্বয়ক (শ্রীলংকা), নাসের রাসেল-সমন্বয়ক (বাংলাদেশ) এবং প্রিসিলা ফাতেমা- ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বাংলাদেশ)। গঠিত কমিটির উদ্যোগে ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেল ৫টা থেকে জ্যাকসন হাইটসে ডাইভার্সিটি প্লাজায় র্যালি অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানেই মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। সে সময়ে সিটিজেনশিপ গ্রহণকারিরা ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হতেও পারবেন।

কমিউনিটি

আটলান্টায় ৩৯তম ফোবানা সম্মেলনের জমজমাট উদ্বোধন

৫৪ পৃষ্ঠার পর

রপ্তানির নামে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বিপুল অঙ্কের এ

হলো বাংলাদেশি আমেরিকান নেতৃত্বের প্রশংসা আর এগিয়ে যাওয়ার অহংকারের কথা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাজল বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। মুহূর্তেই হলঘরে বসা সবাই দাঁড়িয়ে গেল। পাশে দাঁড়ানো এক প্রবাসী অশ্রুসিক্ত চোখে বললেন, “আমার বয়স হয়েছে, কিন্তু এই সুর শুনলেই মনে হয় আমি আবার দেশে ফিরে গেছি।” এরপর একে একে বাজল যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার জাতীয় সংগীত। তিনটি সুর মিলেমিশে যেন বলছিলড়বাংলাদেশি পরিচয় হারায়নি, বরং বিশ্বমঞ্চে আরও দৃঢ় হয়েছে। এবারের সম্মেলনে কানসাস থেকে এসেছেন ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান রেহান রেজা। তিনি অভিভূত হয়ে বললেন, “এবারের সম্মেলনে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ।”

পাশেই দাঁড়ানো নিউজার্সি থেকে আসা শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভুইয়া বললেন, “এই মেলা আমাদের দূরত্ব কমায়। এখানে এসে মনে হয়, আমরা সবাই একই পরিবারের।”

আটলান্টায় এবারেরের ফোবানা সম্মেলন তিন দিনের জমজমাট আয়োজন।

বিনোদন, সংগীতানুষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং, সেমিনার থেকে ইয়ুথ ফোরামড়সব মিলিয়ে ফোবানা যেন বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। যেখানে শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যবসা আর আড্ডা মিশে গেছে একসাথে।

ফোবানা - প্রবাসীদের জন্য শেকড়ের টান, নস্টালজিয়া, আর প্রজন্মের হাতে সংস্কৃতি তুলে দেওয়ার মহাযজ্ঞ।

এবারের ৩৯তম ফোবানাকে সফলকরার জন্য হোস্ট কমিটির সভাপতি ডিউক খান, কনভেনর নাহিদুল খান সাহেল, মেম্বার সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান ভুইয়া, কাজী নাহিদ ও এম মাওলা দিলু সম্মেলনকে সফল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদ রব চৌধুরী এবং সেক্রেটারি সাংবাদিক আবীর আলমগীর, নাহিদ কাজী,মোয়াজ্জেম এইচ চৌধুরী, সিনেটর নাবিলা ইসলাম, সিনেটর জস ম্যাকলেইন,তাসিক আহমেদ,কবি ও বাচিক শিল্পী ভাস্কর ব্যানার্জি এবং এবারের সম্মলনের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি’ র চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1644, Saturday, August 30, 2025

আটলান্টায় ৩৯তম ফোবানা সম্মেলনের জমজমাট উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক : ২৯ আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্নে আটলান্টার গ্যাস সাউথ কনভেনশন সেন্টারে শুরু হলো ৩৯তম ফোবানা সম্মেলন। রাতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন এবারের সম্মেলনে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ইনভেষ্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান -বিডার চেয়ারম্যান আশিক বিন হারুন।

২৯ আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রথম দিনে ব্ল্যাকটাই ডিনারে বক্তৃতা দিলেন জর্জিয়ার মুলধারার রাজনীতিবিদরা।ছিলেন জর্জিয়ার ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান এবং নাবিলা ইসলাম । প্রায় সকলের কণ্ঠে উচ্চারিত *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিয়ে দুঃসংবাদ

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশি শিক্ষার্থী, সংস্কৃতি বিনিময় দর্শনার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য ভিসার মেয়াদ সীমিত করার পরিকল্পনা করছে মার্কিন প্রশাসন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এতে বলা হয়, অভিবাসীদের ওপর অতিরিক্ত নজরদারি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে তাদের ভিসা ও গ্রিনকার্ড বাতিল এবং লক্ষাধিক অভিবাসীর আইনি মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর, এবার অভিবাসন *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

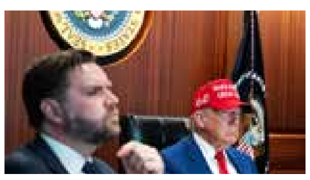

ট্রাম্প ইজ ডেড-এক্সে সবাই কেন লিখছে এই কথা

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবার শুরু হয়েছে গুজবের ঝড়। কয়েক দিন ধরে এক্সে ভাইরাল ছিল 'ট্রাম্প মারা গেছেন' (Trump Is Dead) হ্যাশট্যাগ। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

চীন থেকে আসা নাগরিক ও কোম্পানিগুলোকে টেক্সাসে সম্পত্তি কেনা ও এক বছরের বেশি সময়ের জন্য ভাড়া নেওয়া নিষিদ্ধ

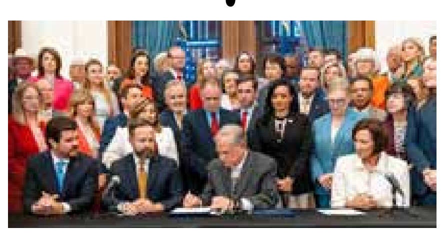

পরিচয় ডেস্ক : চীন থেকে আসা প্রবাসী মার্কিন নাগরিক জেসন ইউয়ান দীর্ঘদিন ধরে টেক্সাসকে নিজের ঘরবাড়ি ভেবেছিলেন। কিন্তু নতুন একটি আইন তাঁর সেই বিশ্বাস নড়িয়ে দিয়েছে। এই আইনে চীন থেকে আসা নাগরিক ও কোম্পানিগুলোকে টেক্সাসে সম্পত্তি কেনা ও এক বছরের বেশি সময়ের জন্য ভাড়া নেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাচ্ছে টেক্সাস সিনেট বিল ১৭ (এসবি-১৭)। এই আইনে শুধু চীন নয়, ইরান, উত্তর কোরিয়া, রাশিয়ার নাগরিক ও কোম্পানিগুলোকে টেক্সাসে সম্পত্তি কেনা ও এক বছরের বেশি সময়ের জন্য *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা-গ্রিনকার্ড ব্যবস্থায় আসছে বড় পরিবর্তন

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসা ও গ্রিনকার্ড নিয়ে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন দেশটিতে বসবাসরত লাখো বিদেশি কর্মী ও শিক্ষার্থী। মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লাটনিক বর্তমান এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থাকে 'প্রতারণা' আখ্যা দিয়ে বলেন, শিগগিরই এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হবে। সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বুধবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে। এদিকে, এই পদক্ষেপে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

১৩৫% বেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ভিসা ফি এখন বিশ্বের সর্বোচ্চ

পরিচয় ডেস্ক : আগামী ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটন ভিসা (বি১/বি২) নিতে হলে দিতে হবে বাড়তি ফি। গত মাসে মার্কিন কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে 'বিগ বিউটিফুল বিল' পাস হওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে যাচ্ছে। আগে ভিসা ফি ছিল ১৮৫ ডলার। নতুন আইনে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র নির্বাচনে জরীপ ও তহবিল সংগ্রহে এগিয়ে মামদানি

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী জোহরান মামদানি তহবিল সংগ্রহে এগিয়ে রয়েছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তিনি ১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করেছেন। জুন মাসে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র ডেমোক্র্যাটিক *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটিতে মাসিক উচ্ছেদের হার ২০১৮ সালের পর সর্বোচ্চ

পরিচয় ডেস্ক : নিউ ইয়র্ক সিটিতে মাসিক উচ্ছেদের হার ২০১৮ সালের পর সর্বোচ্চ এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের ভাড়াটেদের কারণে মহামারীর পূর্ববর্তী স্তরে ফিরে এসেছে। নতুন তথ্য অনুসারে, ভাড়া ও আবাসন আদালতে মামলার জট *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্রে কমেছে বিদেশি পর্যটক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির শঙ্কা

পরিচয় ডেস্ক : চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি পর্যটকের আগমন উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের তুলনায় এ বছর বিদেশি আগমন গড়ে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ কমেছে। সংখ্যায় যা প্রায় ১৩ লাখ কম। বিশেষ করে মে থেকে জুলাই– এই পর্যটন মৌসুমে পতন *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*